শ্রীগৌরহরির
ত্যদ্ভুতচমৎকারী
ভৌমলীলামৃত

নবদ্বীপ বিলাস

শ্রীভক্তিবিলাস ভারতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীগৌরহরির
অত্যদ্ভুতচমৎকারী
ভৌমলীলামৃত

নবদ্বীপ বিলাস

এই গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা সিদ্ধান্ত-সমন্বিত-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক, শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য, শ্রীভক্তিরত্নাকরাদি প্রামাণিক গ্রন্থে বর্ণিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর লোকপ্রসিদ্ধ লীলাবলী বর্ণিত হইয়াছে। তাহার তাত্ত্বিক-ব্যাখ্যা সম্বলিত, সকল সন্দেহ ও অপসিদ্ধান্ত নিরাশ-পূর্ব্বক শুদ্ধ সিদ্ধান্তের প্রকাশদ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। অতি নিগূঢ় শ্রীগৌরহরির অপ্রাকৃত লীলা যাহাতে প্রাকৃত-সহজিয়া-বিচারে প্রাকৃত বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে গিয়া ভগবল্লীলাকে 'প্রাকৃত বুদ্ধিরূপ' অপরাধের কবলে পতিত হইতে না হয়, তদুপযোগী সিদ্ধান্ত, বিচার ও প্রমাণাদি দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ পার্ষদপ্রবর ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পাদপদ্মরেণুধারী
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ
কর্ত্তৃক সংগৃহীত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

: প্রাপ্তিস্থান :

শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম—পি, এন, মিত্র ব্রিকফিল্ড রোড,
কলিকাতা—৫৩ ।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ—৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড্,
কলিকাতা—২৬ ।

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার—৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬ ।

মহেশ লাইব্রেরী—২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার)
কলিকাতা—১২ ।

শ্রীবলদেবাবির্ভাবতিথি—
২৩ শ্রাবণ, সন ১৩৭৫, ইং ১৯৬৮ । ৮ই আগষ্ট ।

আনুকূল্য—৪'০০

গ্রন্থকার প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১ । ভজনসন্দর্ভ প্রথমবেদ্য, দ্বিতীয়বেদ্য, তৃতীয়বেদ্য, চতুর্থবেদ্য ।

২ । শিক্ষামৃতনির্যাস, (৩) তীর্থ ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন পদ্ধতি, (৪) মায়াবাদ শোধন, (৫) অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ, (৬) শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন । (৭) শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের চরিতসুধা, (৮) গৌরশক্তি শ্রীগদাধর, (৯) গীতার তাৎপর্য্য, (১০) শ্রীশিবতত্ত্ব । ভজন সন্দর্ভ ৫ম ও ৬ষ্ঠবেদ্য, স্ফোটবাদ বিচার এবং শ্রীগৌরহরির অত্যদ্ভুতচম্যৎকারী ভৌমলীলামৃত ভ্রমণ বিলাস ও শ্রীক্ষেত্রবিলাস যন্ত্রস্থ ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীরূপানুগ-ভজনাশ্রম, পি, এন, মিত্র ব্রিকফিল্ড রোড হইতে প্রকাশিত ও শ্রীমদন মোহন চৌধুরী কর্ত্তৃক শ্রীদামোদর প্রেস, ৫২এ কৈলাস বোস ষ্ট্রীট্ কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত ।

প্রমোদনী

পরমাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার নিজশক্তি প্রকাশ-পূর্ব্বক ভক্তগণের অত্যাবশ্যকীয় পরম-প্রমোদন বিস্তারার্থ শ্রীগৌরহরির অত্যদ্ভুত চমৎকারী ভৌমলীলামৃত গ্রন্থরাজ প্রকট করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পরমগম্ভীর ও সুদুর্গম লীলামাধুর্য্য অপেক্ষাও পরমগম্ভীরতর ও পরম-সুদুর্গমতর শ্রীগৌরলীলা রসাস্বাদন করিয়া শ্রগৌরভক্তি-লাভ পূর্ব্বক জীবন সার্থক করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের এই গ্রন্থ নিত্য পাঠ্যরূপে অত্যাবশ্যকীয় মহামূল্য সম্পত্তিরূপে আদরনীয় হইবে। শ্রীগৌরহরির অপ্রাকৃত লীলারসচমৎকারিতাকে প্রাকৃত বিচার, বুদ্ধি, মেধা, বিদ্যা, ওজস্বিতা ও মনীষা দ্বারা বুঝিতে গিয়া—'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর' বিচারে বঞ্চিত হইয়া প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়িতেছেন, তাঁহাদিগকে উদ্ধার করতঃ প্রকৃত তথ্যের নির্দ্দেশ প্রদান পূর্ব্বক এই গ্রন্থরাজ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপসিদ্ধান্ত বিনাশক, রসাভাস-দোষ-শোধক, শুদ্ধ-সিদ্ধান্ত সংবোধক, তত্ত্ববিচারপূর্ণ সিদ্ধান্ত-বাণী পরম-বান্ধব-রূপে মহামঙ্গল সাধন করিবেন। অনন্তলীল শ্রীমন্মহা-প্রভুর লীলাবলীর মধ্যে প্রধান ভাবে প্রচারিত লীলাসমূহের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা শ্রীরূপানুগ সিদ্ধান্ত সম্মতভাবে প্রকাশিত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত মহাগম্ভীর, মহাবদান্যপর পরমোপাদেয় রসমাধুর্য্য-পরাকাষ্ঠা আস্বাদনাকাঙ্ক্ষী শুদ্ধ-

ভক্ত-সম্প্রদায়ের সেবার্থে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপাকণা তদীয় সিদ্ধান্ত, লেখনী ও শ্রৌত সিদ্ধান্তসম্বলে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল। শ্রীগৌরহরির অপ্রাকৃত পরমগম্ভীর ও পরমোপাদেয় লীলামাধুর্য্যকে যে সকল প্রাকৃত ভাব, অপসিদ্ধান্ত, অজ্ঞ-রুঢ়িবৃত্তিদ্বারা প্রকাশিত মনোধর্ম্মোত্থ বাধা জগতে প্রচারিত হইতেছে তাহা শ্রীগৌরহরির পার্ষদগণের লেখনী ও কৃপাশক্তি অবলম্বনে অপসারিত করিয়া তাহার প্রকৃত শুদ্ধ যথার্থ ভাব ও রসোৎকর্ষ প্রকাশার্থে যত্ন করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ নবদ্বীপ-বিলাস, ভ্রমণ-বিলাস ও শ্রীক্ষেত্র-বিলাস নামক বিভাগত্রয়ে প্রকাশিত হইবে। অদোষদর্শী বৈষ্ণবগণ কৃপা প্রকাশে নিজ পাল্য শিষ্য জ্ঞানে সমস্ত দোষ ত্রুটী শোধন পূর্ব্বক পাঠ করতঃ এই অধমকে আশীর্ব্বাদ করিলে মূঢ়-মন শোধন হওত কৃতার্থ হইবে। অলমিতি বিস্তারেন।

শুদ্ধভক্তপদরেণু প্রার্থী

শ্রীভক্তিবিলাস ভারতী

॥ বিষয় বিবরণী ॥

ভৌম-গৌর লীলার বৈশিষ্ট্য শ্রবণাকাঙ্ক্ষা—১—৪। ভৌম-লীলার বৈশিষ্ট্য—৪—১০। শ্রীগৌরধাম—১১—১৩। গৌরতত্ত্ব—১৩—১৯। গৌরজন্ম—১৯—২৫। শ্রীগৌরজন্মোৎসব—২৫—২৯। শ্রীশচীদেবী ও শ্রীযশোদাদেবীর বৈশিষ্ট্য—৩০—৩১। কোষ্ঠি গণনা—৩১—৩৩। বাল্য-লীলা—৩৩—৩৬। চাঞ্চল্য—৩৬—৩৯। চৌর-মোহন—৩৯। তৈর্থিক বিপ্রকে কৃপা—৪০—৪১। শ্রীবিশ্বরূপ—৪১—৪৬। নিমাঞির ঔদ্ধত্য ও চাপল্য-লীলা—৪৬—৪৭। বর্জ্জ্য-হাড়ীর আসনোপবেসন রহস্য—৪৭—৪৮। মৃত্তিকাভক্ষণ লীলা—৪৯। শ্রীহরিবাসর দিবসে হিরণ্য-জগদীশ পণ্ডিতের অন্নভক্ষণলীলা—৪৯—৫০। নিমাইয়ের গঙ্গায় চাপল্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ—৫০—৫৬। উপনয়ন—৫৬—৫৯। বিদ্যাবিলাসারম্ভ—৫৯—৬২। স্বপ্নপ্রসাদ—৬২—৬৪। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের অন্তর্দ্ধান—৬৩—৬৪। শচী গৃহে দারিদ্র্য—৬৪—৬৬। গঙ্গা-পূজা—৬৬—৬৮। বিদ্যাবিলাসে শ্রীঈশ্বরপুরীর ও অন্যান্য ভক্তের সেবা—৬৮—৭১। বিবাহলীলা—৭১—৭২। শ্রীরূপ-মাধুর্য্য-প্রকাশে নাগরিকগণকে কৃপা—৭২—৭৫। প্রেম-বিকার—৭৫। নগর ভ্রমণ—৭৫—৭৬। শ্রীশচীমায়ের প্রতি স্বপ্রকাশ-লীলা—৭৩—৭৭। অধ্যাপক লীলায় কৃপা—৭৭—৭৮। দিগ্বিজয়ীপরাজয় লীলা—৭৯—৮৫। গার্হস্থ্যলীলা—৮৫—৮৯। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর গৌরসেবা—৮৯—৯০। পূর্ব্ববঙ্গে বিদ্যাবিলাস—৯০—৯৫। তপনমিশ্রকে কৃপা—৯৫—৯৬। সুকৃতি ব্রাহ্মণ—৯৭। সাধন—৯৭—৯৮। সাধ্য-বিচার—৯৮—১০১। নামসঙ্কীর্ত্তন-উপদেশ—১০১—১০৪। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া অন্তর্দ্ধান—১০৪—১০৯। গৌর-নাগরীবাদ নিরসন—১০৯—১১১। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী—১১২—১১৮। গয়াযাত্রা—১১৮—১২১। বিপ্র-পাদোদক গ্রহণ—১২১—১২৯। পিতৃতর্পণ ও গয়াতীর্থ—১২৯—১৩২।

শ্রীঈশ্বরপুরী মিলন—১৩২—১৩৭। প্রকাশ—১৩৭—১৩৮। ভক্তি সঞ্চার প্রক্রিয়া শিক্ষা—১৩৮—১৪০। শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে লীলাপ্রকাশ—১৪০—১৪৪। শ্রীনিত্যানন্দ মিলন—১৪৪—১৪৫। ব্যাসপূজা—১৪৫—১৫০। অদ্বৈত আচার্য্যের নিকট স্বপ্রকাশ—১৫০—১৫১। বিদ্যানিধিমিলন—১৫১—১৫৪। শ্রীবাসের নিত্যানন্দ নিষ্ঠা দর্শনে বরদান—১৫৪—১৫৫। স্বপ্নপ্রকাশ—১৫৫। ভক্তকৃপা—১৫৫—১৬১। সাত প্রহরিয়া ভাব—১৬১—১৭৬ [(ক) শ্রীধরানুগ্রহ—১৬২—১৬৫। (খ) শ্রীমুরারিকে বরদান — ১৬৫ — ১৬৬। (গ) শ্রীহরিদাসকে বরদান—১৬৬—১৭২। (ঘ) গীতার পাঠ শোধন ১৭২—১৭৪। (ঙ) শ্রীমুকুন্দকে বরদান—১৭৫—১৭৬।] শ্রীমন্নিত্যানন্দতত্ত্ব ও চরিত্র—১৭৭—১৮৪। জগাই-মাধাই উদ্ধার—১৮৪—১৮৬। শ্রীবাস-শ্বাশুড়ীর কীর্ত্তন-শ্রবণে অনধিকার—১৮৬—১৮৭। শ্রীঅদ্বৈততত্ত্ব প্রকাশ—১৮৭—১৮৯। শুক্লাম্বরকে কৃপা—১৮৯—১৯১। প্রভুর দৃশ্যকাব্যের নাট্যাভিনয়—১৯১—১৯৩। বামাচারী দারীসন্ন্যাসীকে কৃপা—১৯৩—১৯৬। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের ছলে কৃপালাভ—১৯৬। মুরারিগুপ্তকে কৃপা—১৯৭—২০৩। দেবানন্দের আখ্যান—২০৩—২০৮। মদ্যপগণকে কৃপা—২০৯—২১০। শ্রীশচীমাতার দ্বারা বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব প্রদর্শন—২১০—২১১। পয়ঃপানব্রত ব্রহ্মচারীকে কৃপা—২১১—২১৩। মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের উপদেশ—২১৩—২২১। মহানগর সঙ্কীর্ত্তন—২২১—২২৪। কাজী উদ্ধার—২২৪—২২৫। শ্রীধরগৃহে কৃপা—২২৫—২২৭। বিশ্বরূপ প্রদর্শন—২২৭—২৩৩। দুঃখী ও সুখী—২৩৩। শোকশাতন—২৩৪—২৩৫। শুক্লাম্বরান্ন গ্রহণ—২৩৫—২৩৬। বিজয়কে বৈভব প্রদর্শন—২৩৬—২৩৭। গোপী ভাবাবেশ—২৩৮—২৪০। সন্ন্যাস গ্রহণ—২৪১—২৪৭।

মুদ্রণ শোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	১৩	কথায়	কথাই।
১০	২২	রূপান	রূপবান।
১৬	১৭	ব্যাক্যার্থ	বাক্যার্থ।
২৭	২১	মুরজ প্রভৃতি—চর্ম্মের মন্ত্র আনদ্ধ—বংশী প্রভৃতি শুষির	মুরজ:প্রভৃতি চর্ম্মের যন্ত্র—আনদ্ধ, বংশী প্রভৃতি-শুষির।
ঐ	২২	করতালাদি ঘন—	করতালাদি—ঘন,
৪৩	৫	স্থতিত	স্থগিত
৬৩	৪	আশ্রয়-বিগহত্ব	আশ্রয়-বিগ্রহত্ব
৬৭	৫	সংগ্রহীত	সংগৃহীত
৬৯	২২	কারীয়	করিয়া
৮০	১৫	করিতঃ	করতঃ
৮১	১৩	ভগবদ্দোস্ত্যে	ভগবদ্দাস্ত্যে
৮৯	৩	করিতঃ	করতঃ
৯৭	৩	ব্রাহ্মণ্যদেবের	ব্রহ্মণ্যদেবের
১১৭	১১	শ্রীবিষ্ণু দেবীকে	শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে
১২৫	১১	করেম	করেন
১২৮	১১	গীকোক্ত	গীতোক্ত
১৩১	৭	সেবনেৎমহা	সেবনের মহা
১৩৬	৪	তীর্থযাত্রিগণের	তীর্থযাত্রিগণের
১৫১	৫	শ্রীমহাপ্রভু	শ্রীমন্মহাপ্রভু

১৫৪	৬	তেতু	হেতু
১৫৯	১০	সনূদ্রে	সমুদ্রে
১৬১	৩	পষণ্ডিগণ	পাষণ্ডিগণ
,,	৪	অরাধময়ী	অপরাধময়ী
১৬২	১০	আনায়ন	আনয়ন
১৬৮	১৩	অথিক	অধিক
১৭৬	২১	স্বাধ্যয়	স্বাধ্যায়
১৮৯	১২	সাহাধ্যায়ী	সহাধ্যায়ী
২০৬	১০	অভুক্তগণ	অভক্তগণ
২০৯	১৯	মহাশক্তিলে	মহাশক্তি বলে
২২২	২	আস্বাদনে	আস্বাদনার্থ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীগৌরহরির অত্যদ্ভুতচমৎকারী ভৌমলীলামৃত

নবদ্বীপ বিলাস

যস্য প্রসাদাদ্‌ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্নগতি কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্‌॥

একদিন রাত্রে শ্রীধাম মায়াপুরে ভক্তিবিজয়ভবনে শুইয়া আছি, রাত্র দ্বিপ্রহরান্তে হঠাৎ একটু শব্দ পাইয়া উঠিয়া দেখিলাম, শ্রীল প্রভুপাদ কি যেন একভাবে বিভোর হইয়া দ্রুতপদে দক্ষিণ দিকে গমন করিতেছেন। তাঁহাকে একাকী এতরাত্রে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার অনুগমন করিলাম। তিনি অতি-দ্রুতগতিতে শ্রীযোগপীঠে দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ আরও দক্ষিণদিকে চলিলেন। কিছুদূর গমনপূর্ব্বক 'হা শচীনন্দন গৌরহরি' বলিতে বলিতে প্রণাম করিয়া বসিলেন। অল্প-সময়ের মধ্যেই বিপুল কীর্ত্তনধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। বহুলোক মৃদঙ্গ, করতাল, শঙ্খ ও ঘণ্টাদিযোগে উচ্চ-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ক্রমশঃ আমাদের নিকটস্থ হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সেই সংকীর্ত্তন সঙ্ঘের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। তাঁহারাও সকলে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া পড়িয়া রহিলেন এবং বলিতে লাগিলেন শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর—শ্রীগৌরকৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ, শ্রীরাধার

প্রিয়তম মঞ্জরী, আজ তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনে আমরা কৃতার্থ হইলাম। স্বরস্বতী ঠাকুর! এ দীনহীন জনগণকে কৃপাদৃষ্টি-দানে কৃতার্থ করুন। আপনার কৃপা হইলে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌরধামের কৃপালাভ করা যায়। তখন শ্রীল প্রভুপাদ দৈন্য-মুখে বলিতে লাগিলেন, আপনারা শ্বেতদ্বীপের বৈষ্ণব নিত্য শ্রীগৌরধামবাসী ও শ্রীগৌরসুন্দরের সেবক, আপনাদের কৃপালাভই আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয়। যাহা হউক তাঁহারা সকলে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। আহা! তাহাদের শ্রীমূর্ত্তি, তেজ, ভাব সকলই কত মধুর। তাঁহারা আর্ত্তিভয়ে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীযোগপীঠের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইয়া হা শচীনন্দন! হা গৌরহরি! আমাদিগকে কৃপা করিয়া আপনার ধাম ও স্বরূপ দর্শন করান। হা শচীদেবী! হা জগন্নাথ মিশ্র আমাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি-দানে আপনাদের প্রাণকোটি-সর্ব্বস্বনিধি শ্রীগৌরহরির সেবা প্রদান করুন। এই প্রকার পাষাণ-বিদারণকারী দৈন্যার্ত্তিভরে প্রার্থনা করিতে করিতে শ্রীশচীর অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। চারিবার শ্রীমন্দির সংকীর্ত্তন সহযোগে পরিক্রমা করিয়া সকলে দীনভারে শচীর অঙ্গনে গড়াগড়ি দিয়া বসিলেন। সকলে বিশেষ আদর ও মর্য্যাদা সহকারে শ্রীল প্রভুপাদকে বসাইয়া করযোড়ে দৈন্যার্ত্তিভরে নিবেদন করিলেন,—শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর! আপনি শ্রীগৌরহরির পরম প্রিয়তম সেবক, আপনি নিত্যকাল

শ্রীগৌরহরির সঙ্গী ও তাঁহার মনোঽভীষ্ট প্রপূরক মহাজন। আপনার গুণমহিমা আমরা কি জানি। নিত্য গৌরধামের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গৌর-পার্ষদগণের মুখে আপনার গুণাবলী শ্রবণ করতঃ আপনার শ্রীচরণে আমরা আকৃষ্ট হইয়াছি। গৌর-ধামের তত্ত্ব আপনার শ্রীমুখে শ্রবণ ও আপনার শ্রীচরণ দর্শনাভিলাষে এবং ভৌম-গৌরলীলার বৈশিষ্ট্য অবগত হইতে আসিয়াছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক অন্তর্য্যামি-সূত্রে আমাদিগকে দর্শনদান করিয়াছেন—ইহা আমাদিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এক্ষণে কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের আশা পূর্ণ করিতে প্রার্থনা। তখন শ্রীল প্রভুপাদ দৈন্যমুখে বলিলেন, আপনারা অপ্রকট-নিত্য-অপ্রাকৃত গৌরধামের সেবক। আপনাদের সকলের শ্রীচরণ বন্দনা করিতেছি। আপনারা সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও মাদৃশ দীনহীনের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক শ্রীগৌর ও গৌরধামের কথা কীর্ত্তন করিবার জন্য যে কৃপাদেশ করিতেছেন, তাহা মহাবদান্য-প্রবর গৌর ও গৌরধামবাসীর স্বাভাবিক করুণ হৃদয়েরই পরিচায়ক। আপনাদের কৃপাশক্তি সঞ্চারিত হইলে মাদৃশ জড়মতি ব্যক্তির মুখেও শ্রীগৌরকথা কীর্ত্তিত হইতে পারেন। কারণ মায়িক জড়ীয় বিদ্যাবুদ্ধিজাত সুষ্ঠু বচনবিন্যাস-কৌশল, জড়ীয় শুদ্ধ-ভাষা, ভাব, মেধা, পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমত্তা ও সুসূক্ষ্ম বিচারশীলতাদি শ্রেষ্ঠ-যোগ্যতও গৌরকীর্ত্তনের বাধক বলিয়াই শ্রীগুরুমুখে শ্রবণ করিয়াছি। কেবলমাত্র জাগতিক মায়িক সর্ব্বপ্রকার যোগ্যতা ও প্রয়াস-ভরসা একেবারে নির্ম্মূলে

উচ্ছেদপূর্ব্বক শ্রীগুরু গৌর ও তদ্ভক্তের কৃপায় ত্বদীয় স্বরূপশক্তির আবেশ যদি কোন ভাগ্যে কেহ লাভ করিতে পারেন, তবে তাঁহার শ্রীমুখে সেই অপ্রাকৃত গৌরবাণী কীর্ত্তিত হইতে পারেন। অন্যথা বিষয়-বাসনা-বর্দ্ধনকারিণী অমঙ্গলময়ী জাগতিক অভিমানোন্মাদিনী মায়িক বিষয়কথারই কীর্ত্তন হইয়া যায়। আপনারা কৃপাপূর্ব্বক সেই শ্রীগৌরহরির স্বরূপানুবন্ধিনী সচ্চিদানন্দবৃত্তির আবেশাবির্ভাবে যাহাতে সারজুট-বৃত্তিগত সহজসমাধি অবস্থা লাভ করিয়া শ্রীগৌরকীর্ত্তন-রসে মগ্ন হইতে পারি—সেই কৃপা আমার প্রতি ব্যবস্থা করুন। আপনারা সকলেই সারজুট্-বৃত্তিযুক্ত ও সহজসমাধিস্থ গৌরকথা শ্রবণে উপযুক্ত পাত্র। বলিতে বলিতে শ্রীল প্রভুপাদ কি যেন এক ভাবে বিভোর হইয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। কিছুক্ষণে উঠিয়া বসিলেন। সকলেই কি যেন এক অপূর্ব্বভাবে বিভাবিত। হায় সেই অপূর্ব্বদৃশ্য কি আর দর্শন পথের পথিক হইবেন ?

শ্রীল প্রভুপাদ আবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন,—শ্রীগৌরধাম, শ্রীগৌরনাম ও শ্রীগৌরলীলা নিত্য। তাহার কোন প্রকার পরিচ্ছেদ নাই। অপ্রকট দেবলীলায় যে প্রকার শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরলীলা আছে, প্রকট ভৌমলীলায়ও সেই সেই ধাম ও লীলা একই প্রকার আছে। তবে ভৌম-লীলায় কোন কোন লীলার বিচিত্রতা ও বৈশিষ্ট্য আছে, যাহার জন্য স্বয়ং গৌরসুন্দরও ভৌমলীলার ও ভৌমভক্তের সেই সেই

বৈশিষ্ট্য আস্বাদনের জন্য লোভ-বিশিষ্ট হইয়া ভৌমলীলা প্রকট করতঃ তাহা আস্বাদন করেন।

ভৌম-নবদ্বীপে গৌরভক্তগণের গৌর-দর্শনার্থ ব্যাকুলতা ও আর্ত্তি—সেবার প্রগাঢ়তা ; সেবার পরাকাষ্ঠা ; পূর্ণতম-সেবার সান্দ্রমূর্ত্তি ; ভগবৎ-সাক্ষাৎকাররূপ সম্ভোগের পুষ্টিকারক। তদপেক্ষা প্রগতিশালী দ্বিতীয় বস্তু আর নাই। তাহা আকর্ষণের যত কিছু বৃত্তি আছে, তাহার পূর্ণতম অভিব্যক্তি ও সমষ্টিকে ক্রোড়ীভূত করিয়া রাখিয়াছে। বৃহৎ বস্তু ক্ষুদ্র বস্তুকে আকর্ষণ করে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, অসমোর্দ্ধ, বৃহত্তম, নিখিলবস্তুর আকর্ষক, পরিপূর্ণতম-চেতন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার আবার যবনিকামুক্ত চেতনায় আকৃষ্ট ও আকর্ষণের পরিপূর্ণতম প্রকাশ—প্রেম। চেতনের মধ্যে যত কিছু সর্ব্বাকর্ষক কৃষ্ণে আকৃষ্ট আছেন, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণতমরূপে অধিক আকৃষ্টের অগ্রণী—শ্রীমতী রাধারাণী। সেখানে সর্ব্বাঙ্গে আকৃষ্ট হইয়াও তিনি অদ্বিতীয় আকর্ষককে আকর্ষণী বিদ্যায় এরূপ আকর্ষণ করিতেছেন যে, পরম আকর্ষকের আকর্ষণও সেখানে পরাভূত হইয়াছে। আকৃষ্টের এই সর্ব্বাঙ্গীন আকর্ষণের প্রগতি যেখানে প্রগাঢ় হইতে প্রগাঢ়তর, প্রগাঢ়তর হইতে প্রগাঢ়তম ; এ জগতের ব্যাকরণের সীমা অতিক্রম করিয়া প্রগাঢ়তম হইতেও যদি প্রগাঢ়তমতর বলিয়া কোন পদ রচনা করা যায়, আবার 'তরপ্' ও 'তমপ্' প্রত্যয়কে এইরূপ অফুরন্ত-ভাবে বর্দ্ধিত করা যায়, তখন যে আকর্ষণী বিদ্যার দিগ্দর্শন মাত্র হয়,

তাহাই ইঁহার সামান্য বাস্তব পরিচয়। এই মহাভাব-স্বরূপিণীর ভাবে বিভাবিত হইয়া স্বয়ং প্রেমের নায়ক শ্রীকৃষ্ণের গৌররূপ প্রকটন। সেই গৌরহরিও যে সকল গৌরভক্তের আকর্ষণীর প্রবলতমতায় আকৃষ্ট হইয়া ভৌম-নবদ্বীপ-লীলা প্রকটন করিয়াছেন, ধন্য সেই বিরহী গৌর-ভক্তগণ। তাঁহাদিগকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহাদের অন্তরের সেই মহানিধির উৎসবকারী গৌরধাম ধন্য এবং তাঁহাদের বাসনা পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন ও তৎপ্রতিদানে নিজেকেও সকলের সর্ব্বস্ব-স্বরূপে আত্মদানকারী মহামহাবদান্যপ্রবর প্রভু গৌরহরির কথা ভাষায় অব্যক্ত।

গৌরধামে প্রেমহীন কোন বস্তু বা ব্যক্তি নাই। তথাকার তৃণ-গুল্ম, লতাপাতা, বৃক্ষাদি, পশুপক্ষী; কুকুর শৃগালাদি পশু, গো মাহিষাদি জন্তু আর মনুষ্যাদির ত কথায় নাই। সকলেই শ্রীগৌহরির সেবানুকূল ও পরমপ্রিয়। তাঁহাদের গৌরসেবাব্যতীত অন্য কোনও কৃত্যই নাই। সকলেই শ্রীগৌরহরির হৃদ্গতভাবের অনুকূলে শ্রীচৈতন্য মনোহভীষ্ট প্রপূরক। শ্রীগৌরসুন্দরও সকলকে নিজ রুক্ম-বর্ণে বিভাবিত ও নিজভাবে উন্মত্ত করিয়া সকলকে মহাসংকীর্ত্তনরসে সর্ব্বক্ষণ মত্ত করিয়া রাখিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে ভক্তগণকে নিজ প্রেমরসামৃত সিন্ধুর মহামহা রত্ন নিত্য নবনবায়মানভাবে আস্বাদন করাইয়া প্রেমোন্মাদে মত্ত করিতেছেন। সেই রত্নাবলী অফুরান্ত ও অনন্ত। প্রত্যহ নিত্য নবনবভাবে নব নব

রসময়ী রত্নামৃত আস্বাদন করাইয়া মহা-উন্মত্ত করিতেছেন। তাঁহারাও সেই মহামহাবদান্যবর প্রভুর প্রদত্ত নিত্য নব নব রসে বিভাবিত হইয়া তাঁহার বিভিন্ন সেবায় মগ্ন আছেন। এ সকল বিষয় অচিন্ত্য অর্থাৎ কেবল অনির্দ্দেশ্য মাত্র নহে অধিকন্তু তাহার পূর্ণ বাস্তবতা থাকায় যাঁহারা তাহা আস্বাদন করিতেছেন সেই সকল মহৎ শিরোমণিগণ যদি কৃপাপূর্ব্বক একবিন্দু আস্বাদন করান, তাহা হইলেই অন্যের তাহা কিছু মাত্র দিগ্দর্শন হইতে পারে। সেই প্রভু, ভক্ত যখন যে যে লীলারস আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন, তখনই সেইভাবও রূপধারণ করিয়া সেই সেই লীলা প্রকটন করিয়া ভক্তচিত্ত বিনোদন করিয়া থাকেন। অবতারীতে সকল অবতারের ভাব, শক্তি ও রস পরিপূর্ণভাবে সমাবিষ্ট থাকাতে কোন প্রকার ভাবের, রসের ও লীলার অভাব সেই ধামেও প্রভু গৌরহরিতে নাই। অতএব কি ভৌম কি বৈকুণ্ঠস্থ সকল ভগ্‌বদবতারগণের ভক্তগণ তাঁহাদের রস ও ভাব বৈচিত্র্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাবও রস গৌর লীলায় আস্বাদন করিতে ইচ্ছুক হইয়া নিজ নিজ ধাম হইতে গৌর ধামে আসিয়া তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষ্যণীয় ভাব, রস ও লীলা অপেক্ষা বহু বহু গুণে স্বাদাধিক্যময় ভাব ও লীলারসামৃত লাভে কৃতকৃতার্থ হইয়া গৌরধাম পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া তথায় দীনভাবে অবস্থান করিয়া আশাতীত নিত্য নব নব লীলা-রসাস্বাদনে তৎপর থাকেন। আহা গৌরধামবাসী

গৌরভক্তের ন্যায় দৈন্য ও সদ্‌গুণাবলী আর কোথাও কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। হইবেই বা কেন! “যাঁর যেই রস সেই সর্ব্বোত্তম” বিচারে সকলেই নিজ নিজ ভাব ও রসে মত্ত থাকেন, কিন্তু তাঁহারা শ্রীগৌরধামে আসিয়া শ্রীগৌরলীলামৃত আস্বাদনে ও বৈশিষ্ট্য লাভে এত উৎকর্ষ আস্বাদন করেন যে, তাঁহাদের সেই পূর্ব্বরস, ভাব ও আস্বাদন যোগ্যতার উপর ধিক্কার আসিয়া তাঁহাদিগকে দীন কাঙ্গাল করিয়া তদপেক্ষা উত্তরোত্তর রসস্বাদন লোলুপ করিয়া ব্যাকুল করে। গৌরধামের গৌরভক্তের সমস্তই বিলক্ষণ। তাঁহাদের কারুণ্য, বাৎসল্য, মহাদাতৃত্ব ও সুনির্ম্মলতা সকলই অভিনব। সেখানে মায়িক প্রভাব বিন্দুমাত্রও না থাকাতে দোষ বলিয়া কোন ব্যাপারই তাঁহাদের চরিত্রে আসিতেই পারে না। পরন্তু তাঁহাদের সকল গুণ ও ব্যবহার শ্রীগৌরহরির স্বরূপশক্তিকর্ত্তৃক প্রকটিত হওয়াতে তাহা পরম নির্ম্মল ও শ্রীগৌরহরি সেবাসুখানুসন্ধানময়ী হওয়ায় পরম শোভা-সৌন্দর্য্যের আকররূপে বিরাজমান। প্রভুও গৌরধামে যে যে লীলা প্রকট করেন সমস্তই অন্যান্য ভগবল্লীলা হইতে বৈশিষ্ট্যযুক্ত ও বিচিত্রতাময়ী হইয়া সর্ব্বোপরি শোভমান হয়েন। তাঁহার অনন্ত লীলাবলী অনন্তদেব অনন্তকাল ধরিয়া অনন্ত-মুখে বর্ণন করিয়া উঠিতে পারেন না। অন্যের কথা আর কি বলিব। তাই শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—“অদ্যাপিহ ‘শেষ-দেব’ সহস্র

শ্রীমুখে। গায়েন চৈতন্য-যশ অন্ত নাহি দেখে॥ নাগ ব'লি চ'লি যায় সিন্ধু তরিবারে। যশের সিন্ধু না দেয় কূল অধিক অধিক বাঢ়ে॥

ধরণীদেবী এই ভৌম গৌরধামকে অতি আদরের সহিত সুদৃঢ় আবরণে আবৃত রাখিয়া যাহাতে অভক্ত ভোগীকুল শ্রীধামকে কোনও প্রকারে ভোগ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এবং নিজে সেই সুদৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত নিজ প্রভু ও প্রভুভক্তগণের সেবায় নিযুক্তা আছেন। সেকারণে বহির্ম্মুখ কোন মনুষ্য, দেবতা, মুনি, ঋষি এমন কি গৌরভক্তগণের পদরজে অনভিষিক্ত অন্য ভক্তগণও এই ধামশোভা দর্শনে বঞ্চিত। তাহারা নিজ আধ্যক্ষিকতার বিচার সম্বল লইয়া ধাম দর্শন ও ধাম সেবার ছলনা করিয়াও এমন মহামহাবদান্য প্রভুবরের কৃপালাভে বঞ্চিত থাকে। যদি কোন ভাগ্যে কোন গৌরভক্তের সঙ্গ ও কৃপালাভ করিতে পারেন এবং কোন গৌরভক্তের শ্রীচরণে যদি অপরাধ না থাকে, তাহা হইলে সেই গৌরভক্তের আদেশে ধরণীদেবী মায়াজাল উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে গৌরধাম ও শ্রীগৌর-লীলা দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করেন। তখন সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তি প্রকৃত শ্রীধামের স্বরূপ, গৌরসুন্দরের স্বরূপ ও গৌরলীলার স্বরূপ দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইয়া গৌরভক্ত মধ্যে গণিত হইতে পারেন। অন্য কোনও উপায় অবলম্বন করিলে কোটী কোটী জন্মেও তাহা লভ্য নহে।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে—"এই ভারতবর্ষের নয়টী দ্বীপের কথা শ্রবণ করা যায়। যথা—ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরু, তাম্রবর্ণ, গবস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সোম্য, গান্ধর্ব্ব, বারণ ও সাগর-প্রান্তবর্ত্তী এই দ্বীপটী নবদ্বীপ। শ্রীগৌরগোণোদ্দেশ-দীপিকায়—রসিক বহুজ্ঞ পণ্ডিতগণ সেই স্থানকে শ্রীবৃন্দাবন বলেন, অপর কতিপয় সুধী যাহাকে গোলোক বলেন, অন্য সজ্জনগণ যাহাকে শ্বেতদ্বীপ নামে অভিহিত করেন এবং অন্যান্য সাধুগণ যাহাকে পরম পরব্যোম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহাই জগতে পরমাশ্চর্য্যমহিমাযুক্ত নবদ্বীপ। প্রাচীনগণের উক্তি—মহর্ষিগণ শ্রীনবদ্বীপধামকে ধ্যেয় বস্তু বলিয়াছেন। এই ধাম জাহ্নবীতটে শোভমান নিত্য বৃন্দাবন। ইহা পঞ্চশিবাধিষ্ঠিত, শক্তিগণ-বিরাজিত, ভক্তিভূষিত এবং অন্তর্মধ্যাদি নয়টী দ্বীপে সমুজ্জ্বল ও মনোহর। ইহার পরিমাণ কেহ পঞ্চযোজন ও কেহ বা ষোল ক্রোশ বলিয়া থাকেন। এই ধামের মধ্যস্থলে শ্রীমায়াপুর। তথায় শ্রীভগবদ্ গৃহ অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথালয় অবস্থিত আছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতে প্রথম প্রক্রমে 'নবদ্বীপ নামে খ্যাত পরমবৈষ্ণব-ক্ষেত্রে সজ্জন, শান্ত, সংকুলোদ্ভব, উদার, কর্ম্মদক্ষ ও সর্ব্বশাস্ত্রপারগ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণ অবস্থান করেন। তথায় বহু চিকিৎসক, শূদ্র ও বণিক্ বাস করেন। সকলই শুদ্ধ স্বধর্ম্ম-নিরত এবং বিদ্যার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী। সেই বৈকুণ্ঠ ভবন-তুল্য নবদ্বীপে সকলেই দেবের ন্যায় রূপবান

শ্রীগৌর ধাম :—উভয়ত্র অর্থাৎ গোলোকস্থ ও ভৌমস্থ গৌরধামের ভূমি চিন্তামণি। অত্যন্ত বিশুদ্ধ বলিয়া 'শ্বেতদ্বীপ' নামে খ্যাত। জড়জগতে যাঁহারা চরমরস ভক্তিসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহারা এই জগদন্তরস্থিত নবদ্বীপে সেই শ্বেতদ্বীপ-তত্ত্বকে অবলোকন করেন। উভয়ত্রই চিদ্বিশেষ-গত কান্তা, কান্ত, বৃক্ষলতা, ভূমি (পর্ব্বত, নদী ও বনাদি সহিত), জল, কথা, গমন, চন্দ্র-সূর্য্য, আস্বাদ্য, আস্বাদন (অর্থাৎ চতুঃষষ্টি-কলার অচিন্ত্য চমৎকারিতা), গাভী সকল, অমৃতনিঃসৃত ক্ষীর ও নিত্য বর্ত্তমান চিন্ময় কাল সর্ব্বদা শোভা পাইতেছেন। জড় জগতে গৌরধামে জড়ীয় মায়িক প্রভাব বিন্দুমাত্রও প্রভাব বিস্তার এমন কি স্পর্শও করিতে পারে না। অপ্রাকৃত ভাব ও কাল পূর্ণভাবেই বিরাজমান। চিন্তামণি, অমৃত, গান, নাট্য ইত্যাদি যে উপমা দেওয়া হইয়াছে, তাহা জড়ীয় নহে। এ চিন্তামণি জড় জগতের জড়ীয় অনুপাদেয় মণি-প্রসবকারিণী চিন্তামণি নহে। অপ্রাকৃত চিন্তামণি জড় চিন্তামণি অপেক্ষা বহু বিচিত্রতা ও বৈশিষ্ট্যময়ী। প্রাকৃত অমৃত জড়ীয় স্বর্গীয় দেব-মোহনকারিণী ভগবদ্ বিমুখবৃত্তিদায়িনী ও ভোগোন্মুখতা, প্রদান করে, আর অপ্রাকৃত অমৃত গৌর-কৃষ্ণ প্রেমরসাস্বাদদায়িণী পরমা মাধুর্য্যাস্বাদদায়িণী। প্রাকৃত গীত জীবকে কৃষ্ণ ভুলাইয়া ভোগোন্মুখ করিয়া নরকে প্রেরণ করে, আর অপ্রাকৃত গীত গৌর-কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণকারিণী, জীবের ভোগোন্মুখতাকে সমূলে ধ্বংস করিয়া গৌর-কৃষ্ণে সম্বন্ধ যুক্ত করাইয়া ভক্তিরসের

অভিধেয়ের বিস্তারকারিণী ইত্যাদি। শুদ্ধভক্তিসমাধিক্রমে বেদ ও বেদোদিত ভক্ত সাধুগণ ভক্তিপ্রণিহিতা স্বীয় চিদ্‌বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া সেই ধাম দেখিতে পান এবং গৌরকৃপা-বলে তাঁহাদের ক্ষুদ্রচিদ্‌বৃত্তি আনন্ত্যধর্ম্ম লাভ করিয়া তথায় শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত (ভোগাস্বাদসাম্য) লাভ করেন। শ্রীরাধিকার প্রণয়-মহিমা, রাধিকা যে কৃষ্ণরস অনুভব করেন, এবং সেই অনুভবে রাধিকা যে সুখ লাভ করেন,—এই ভাবত্রয় কৃষ্ণের আস্বাদ্য হইলে কৃষ্ণ যে গৌরত্ব লাভ করেন, তাহাই তদীয় প্রদর্শিত রস-সেবা-সুখ। ইহা উভয়ত্র বর্ত্তমান। অপ্রকট গৌরধামে শ্রীগৌরসুন্দরের দূরপ্রবাস বিরহাদি, ভাব-উদ্দীপকরূপে বিরাজিত। আর ভৌম-নবদ্বীপে গৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভভাব-চমৎকারিতার পূর্ণতম অভিব্যক্তি ও গৌরহরিকে আকর্ষণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতমভাবে উন্মাদিনী বৃত্তি গৌরভক্তের হৃদয়ে মহোজ্জ্বল রত্নরূপে সর্ব্বক্ষণ গৌরচিত্তকে আকর্ষণ ও আনন্দবিধান করিতেছে। ভক্তের এই তীব্র ব্যাকুলতা ও বিরহের সৌন্দর্য্য-শোভা দর্শন অপ্রকট নবদ্বীপে তদ্রূপ প্রবলভাবে না থাকায় শ্রীগৌরহরির এই ভৌম-লীলা। অপ্রকট প্রকাশে গৌরভক্তের গৌরদর্শনের সুলভতা হেতু বিপ্রলম্ভের মহামাধুর্য্য প্রবলভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না। ভৌমলীলায় ভক্ত যখন ধামকে শূন্যপ্রায় দর্শন করিয়া গৌরদর্শনোৎকণ্ঠায় হা হুতাশ ক্রন্দন ব্যাকুলতা গড়াগড়ি দিয়া হৃদয়স্থ দৈন্যাত্মিকা বিপ্রলম্ভ ভাব-মাধুর্যক্যে মহাসৌন্দর্য্যে শোভামান করেন, শ্রীগৌরহরি সেই

ভাবমাধুর্য্যে পরম বিগলিত ও স্নেহার্দ্র-হৃদয়ে তাঁহাকে দর্শনালিঙ্গনাদি প্রদান করেন, তাহা অন্যত্র অসুলভ হেতু ভৌম-নবদ্বীপেরই শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপিত হইতেছে।

শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বমি-কৃত-কড়চার শ্রীগৌরাবতারের মূল প্রয়োজন; শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আস্বাদন ও উপলব্ধি করিয়া কৃপাপূর্ব্বক সুকৃতিমান্ জীবকুলকে যে মহারত্নামৃত প্রদান করিয়াছেন, সেই শ্লোকরত্ন এই,—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপিভুবি
পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতি-
সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

অমৃত প্রবাহভাষ্যঃ—রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-বিকৃতিরূপ হ্লাদিনীশক্তিক্রমে রাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মক হইয়াও বিলাসতত্ত্বের নিত্যত্বপ্রযুক্ত রাধাকৃষ্ণ নিত্যরূপে স্বরূপদ্বয়ে বিরাজমান। সেই দুই তত্ত্ব সম্প্রতি একস্বরূপে চৈতন্য-তত্ত্বরূপে প্রকট। অতএব রাধার ভাব ও দ্যুতি দ্বারা সুবলিত সেই কৃষ্ণস্বরূপ গৌরসুন্দরকে প্রণাম করি।

অনুভাষ্যঃ—রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ [মুর্ত্তি] (কৃষ্ণস্য প্রণয়বিকৃতিঃ প্রেমবিলাসরূপা হ্লাদিনী শক্তিঃ); একাত্মানৌ (অভিন্নাত্মানৌ) পুরা (অনাদিকালতঃ) তৌ (রাধাকৃষ্ণৌ) ভূবি দেহভেদং (বিষয়াশ্রয়গতবিগ্রহদ্বয়ভেদং) গতৌ (প্রাপ্তৌ) অধুনা (ইদানীং) তদ্দ্বয়ং (তয়োর্দ্বয়ং) ঐক্যম্ আপ্তম্।

রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং (ভাবশ্চ দ্যুতিশ্চ ভাবদ্যুতী, রাধায়াঃ ভাবদ্যুতী, তাভ্যাং সুবলিতং যুক্তম্, অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং) কৃষ্ণস্বরূপং চৈতন্যাখ্যং প্রকটং (প্রকটিতবিগ্রহং) নৌমি (প্রণমামি)।

চৈঃ চঃ আদি চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিকৃত ব্যাখ্যা ঃ—

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি'। অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি'॥ সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি। ভাব (রস) আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা একঠাঁই॥ ইথি লাগি আগে কহি তাহার বিবরণ। যাহা হৈতে হয় গৌরের মহিমা-কথন॥ রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার। স্বরূপশক্তি—'হ্লাদিনী' নাম যাঁহার॥ হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন। হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ॥ সচ্চিদানন্দ, পূর্ণ, কৃষ্ণের স্বরূপ। একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥ (৫৬-৬১) জগৎমোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী। অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥ রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র-পরমাণ॥ মৃগমদ, তার গন্ধ,—যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি, জ্বালাতে, যৈছে কভু নাহি ভেদ॥ রাধা-কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই-রূপ॥ প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতার। রাধা-ভাব-কান্তি দুই করি' অঙ্গীকার॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার। (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৯৫—১০০)।

শ্রীজীবপ্রভু 'প্রীতিসন্দর্ভে' ৬৫ সংখ্যায়ঃ—বেদেও কথিত হইয়াছে যে, ভক্তিই ভগবানের নিকট ভক্তকে লইয়া যান, ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্দর্শন করান, ভগবান্ ভক্তিবশ, এবং ভক্তিরই বাহুল্য তথায় কথিত হইয়াছে। অতএব এইরূপ বিবেচিত হইতেছে—যে বস্তুশক্তি ভগবান্‌কে নিজ আনন্দ দ্বারা উন্মত্ত করান, তাহার লক্ষণ কি? তদুত্তর এই,—শ্রুতিতে মায়া ভগবান্‌কে অতিক্রম করিতে পারে না কথিত হওয়ায়, এবং ভগবান্ স্বতস্তৃপ্ত বলিয়া সাংখ্যমতবাদিগণের সিদ্ধান্তানুসারে সেই বস্তুশক্তিকে প্রাকৃত সত্ত্বাবিশিষ্ট মায়িক আনন্দরূপা বলা যায় না। সেই বস্তুশক্তিকে নির্ব্বিশেষবাদিগণের ন্যায় ভ বং স্বরূপানন্দরূপাও বলা যায় না, যেহেতু এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্বাপর বিচারে বিশেষরূপে অসিদ্ধ। অতএব উহা জীবের স্বরূপানন্দরূপাও নহে, যেহেতু নিত্য হইলেও জীব অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তজ্জন্য "সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানেই কেবল একমাত্র 'হ্লাদিনী' 'সন্ধিনী' ও 'সম্বিৎ' শক্তিত্রয় অবস্থিত। হে ভগবন্, গুণবর্জ্জিত তোমাতে আহ্লাদ ও ক্লেশমিশ্র ভাব নাই"—এই বিষ্ণুপুরাণ-বাক্যে তদীয় হ্লাদিনী-নাম্নী স্বরূপশক্তিই আনন্দরূপা, যেহেতু এই শক্তিদ্বারাই ভগবৎস্বরূপে আনন্দবিশেষ লক্ষিত হয়, এবং ভগবান্ এই শক্তি দ্বারাই তত্তৎ আনন্দ অন্য ভক্তগণকে প্রদান করেন, ইহাই শেষ সিদ্ধান্ত।

অনুভাষ্যঃ—ভগবানে হ্লাদিনীশক্তি নিত্য বর্ত্তমান থাকায় নির্ব্বিশেষবাদীর উক্তরূপ সিদ্ধান্ত বিশেষরূপে পরিতজ্য—

ইহাই জানিতে হইবে, যেহেতু শ্রুত্যর্থসমূহের অন্যরূপ অসঙ্গতি হইলে ফলান্তরের আশঙ্কা হয় অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণীয় উক্ত প্রমাণ বেদার্থসহ একরূপে সিদ্ধ বলিয়া নির্ব্বিশেষবাদিগণের ঐরূপ উক্তি বেদার্থের বিপর্য্যয়জনক এবং বেদার্থ-তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত নহে। এই জন্য সেই হ্লাদিনীরই সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী নিত্যবৃত্তি ভক্তবৃন্দে প্রদত্ত হইলে উহা 'ভগবৎপ্রীতি' আখ্যা লাভ করে। শ্রীভগবান্‌ও সেই প্রীতি ভক্তে অনুভব করিয়া ভক্তের প্রীতি গ্রহণ করেন। শ্রীভগবানে তিন প্রকার শক্তি বিষ্ণুপুরাণে কথিত থাকায় যে শক্তি ভগবান্‌কে আনন্দ বিধান করেন, তাহা সাংখ্যের জড়ানন্দ বা নির্ব্বিশেষবাদীর শক্তি-শক্তিমত্তত্ত্বের পার্থক্যের অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন কেবল চিদেকানন্দ, এইরূপ নহে। হ্লাদিনীশক্তিই ভগবান্‌কে আনন্দ প্রদান করেন এবং ভগবান্ হ্লাদিনীশক্তি দ্বারা জীবকে তাঁহার নিজের প্রতি প্রীতিধর্ম্ম প্রদান করেন, আবার ভক্তের ভগবৎ-প্রীতিতে বাধ্য হইয়া প্রীতি পুষ্ট করেন।

অমৃত প্রবাহভাষ্য ঃ—অন্যোন্যে—পরস্পরে। এই পদ্যগুলির ব্যাখ্যার্থ স্পষ্ট, কিন্তু ভাবার্থ গূঢ়। রাধা—শক্তি, কৃষ্ণ—শক্তিমান্ তত্ত্ব। "শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ" এই বেদান্ত-বাক্যের অর্থ এই যে, কোন বিচারে শক্তির আধার হইতে শক্তিকে পৃথক্ করা যায় না; কিন্তু অবিচিন্ত্য-শক্তিক্রমে রাধা-কৃষ্ণ পরস্পর বিলাসরসাস্বাদন করিতে নিত্য পৃথক্, অথচ যুগপৎ এক। রাধা প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি

হ্লাদিনী ; কৃষ্ণকে পরমানন্দে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ঐ নাম। আবার, তিনি কৃষ্ণের চিদ্বিভিন্নাংশরূপ জীবের স্বরূপগত প্রেমপুষ্টিক্রিয়াদ্বারা লক্ষিতা। পূর্ণতত্ত্ব শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ। সেই একই চিচ্ছক্তি প্রথমে সদংশে সন্ধিনী অর্থাৎ সত্তাবিস্তারিণী, চিদংশে পূর্ণজ্ঞানরূপ সম্বিত্তত্ত্ব অর্থাৎ কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব, আনন্দাংশে হ্লাদিনী অর্থাৎ সেই স্বরূপ তত্ত্বের আহ্লাদ দায়িনী। যে ভগবন্, সর্ব্বাশ্রয়, নির্গুণ যে তুমি, তোমাতে 'হ্লাদিনী', 'সন্ধিনী' ও 'সম্বিৎ' ত্রিবিধব্যাপারই চিন্ময়। মায়াবশযোগ্য চিৎকণ জীব মায়াবিষ্ট হইয়া, মায়ার ত্রিগুণ আশ্রয় করতঃ যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে শক্তি 'হ্লাদকরী', 'তাপকরী', ও 'মিশ্রা'—এই তিন প্রকার ভাব পাইয়াছেন ; কিন্তু সর্ব্বগুণাতীত যে তুমি, তোমাতে ঐ শক্তি নির্ম্মলা ও নির্গুণ স্বরূপে একাকারা।

হ্লাদিনীর ক্রিয়ার নাম 'প্রেম'। সেই প্রেম দুই প্রকার অর্থাৎ শুদ্ধপ্রেম ও মিশ্রপ্রেম। কৃষ্ণগত হ্লাদিনীশক্তি কৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করিয়া যখন শুদ্ধসম্বিতের সহিত একত্রে জীবকে কৃপা করেন, তখনই জীবের 'কৃষ্ণপ্রেম' হয়। জীবগত হ্লাদিনীর বিকার যখন মায়াশক্তি-দ্বারা জীবকে আকর্ষণ করে, তখনই জীব বিষয়-প্রেমে মত্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম হইতে বঞ্চিত হয়, সুতরাং সুখ-দুঃখের বশীভূত হইয়া পড়ে। জীবগণের প্রেমাদর্শ ব্রজের গোপীমণ্ডলী ; তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরাধা সর্ব্বাধিকা। চিৎস্বরূপগত হ্লাদিনীর সার যে 'প্রেম' এবং

প্রেমের সার যে 'ভাব', আবার সেই ভাবের পরাকাষ্ঠা যে 'মহাভাব', তাহাই শ্রীমতী রাধিকা ঠাকুরাণী। তিনিই সর্ব্বগুণের আকর, আর কৃষ্ণকান্তাদিগের শিরোমণি।

শ্রীমতী রাধিকা চিন্ময়ী—জড়গত জীবের ন্যায় তাঁহার জড়েন্দ্রিয়, জড়দেহ ও লিঙ্গদেহরূপ চিত্ত নাই। তাঁহার চিন্ময়-স্বরূপে শুদ্ধ-চিন্ময়-চিত্ত, চিন্ময়-ইন্দ্রিয় ও চিন্ময়-শরীর আছে। তাঁহার চিত্তেন্দ্রিয়কায় কৃষ্ণপ্রেম কর্ত্তৃক পরিভাবিত। তিনি কৃষ্ণের নিজ-শক্তি, অতএব তাঁহার একমাত্র ক্রীড়ার সহায়। শক্তিমৎতত্ত্ব কৃষ্ণ, শক্তি হইতে পৃথক্ হইলে কোন ক্রীড়া কবিতে পারেন না। স্বরূপশক্তির সন্ধিনী শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় কলেবরকে প্রকট করিয়াছেন। সেই কলেবরে যখন কৃষ্ণ ক্রীড়া করেন, তখন শ্রীমতীর সহায়তা ব্যতীত আর কি করিবেন? অতএব রাধিকাই কৃষ্ণের ক্রীড়ার একমাত্র সহায়।

অবতারিস্বরূপ কৃষ্ণ যেরূপ পুরুষাদি-অবতারগণকে বিস্তার করেন, তদ্রূপ শ্রীমতী রাধিকা সমস্ত কান্তাগণের অংশিনী। সেই সকল কান্তাগণ তাঁহার অঙ্গবিভূতিরূপে বৈভবগণ মধ্যে পরিগণিত। বিম্ব প্রতিবিম্ব-রূপে মহিষীগণের বিস্তৃত। ইহার মধ্যে বিচার এই যে লক্ষ্মীগণ রাধিকার বৈভব-বিলাসাংশরূপ এবং মহিষীগণ তাঁহার প্রাভবপ্রকাশস্বরূপ। ব্রজদেবীগণ তাঁহার নিজের কায়ব্যূহ-রূপ আকার ও স্বরূপ প্রভেদে রসের কারণ হইয়াছেন। বহু কান্তা বিনা রসের উল্লাস হয় না, এই জন্য লীলার সহায়স্বরূপ এইরূপ অনেক

'প্রকাশ' তাঁহার দেখা যায়; তন্মধ্যে ব্রজরস সর্ব্বাধিক। নানা ভাবরসভেদে কৃষ্ণকে তথায় তিনি রাসাদি-লীলার আস্বাদন করান।

গৌরজন্মঃ—অপূর্ব্ব দেহ প্রাপ্তিই জন্ম শব্দের অর্থ। অজ ভগবানের চিচ্ছক্তি প্রকটিত তনু নিত্য ও অপ্রাকৃত। তাঁহাতে জন্ম শব্দের প্রয়োগ সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বলিয়াই প্রতীত হয়। কিন্তু পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তির সমন্বয় একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিতেই মাত্র সম্ভব। উহা আপাততঃ বিরুদ্ধ প্রতীয়মান হইলেও তাহার মহাচমৎকৃতি। তাঁহাতে পরস্পর বিরুদ্ধগুণের সামঞ্জস্য কিছু অসম্ভব নহে। গৌর-কৃষ্ণের জন্ম না হইলে 'জন্ম'-শব্দটী নিরর্থক হইয়া পড়ে। নিত্য-বৈকুণ্ঠ-লীলায় শ্রীভগবানের নিত্যত্ব হেতু জন্মটী উদ্দীপকরূপে বাৎসল্য রসাশ্রিত ভক্তগণের লীলা রসাস্বাদনের হেতুরূপে বিরাজমান। তাহার নিত্য বাস্তবতা থাকা সত্ত্বেও তাহার সম্পূর্ণ মহামাধুর্য্যাস্বাদনে শ্রীভগবানের অভাবানুভবই এই ভৌম নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনাদিতে জন্মলীলার বাস্তব-বিজ্ঞান স্বরূপশক্তি কর্ত্তৃক প্রকটিত। মায়িক জগতে কর্ম্মফলবাধ্য বদ্ধ জীবের দণ্ড প্রদানোদ্দেশ্যে বহিরঙ্গা মায়াকর্ত্তৃক যে গর্ভযন্ত্রনা ও জন্মজন্য কষ্ট স্বীকার জীবের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভোগ করিতে হয়। শ্রীভগবানের জন্ম কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত। উক্ত জন্মলীলা শ্রীভগবানের বাৎসল্য রসাশ্রিত ভক্তগণের মূল আশ্রয়তত্ত্বের হ্লাদিনীর সর্ব্বাতিশয় চমৎকৃতিময়ী আনন্দ

প্রদানের জন্য শ্রীভগবানের ইচ্ছাশক্তি প্রকটিত মহানন্দপ্রদায়িনী ভগবদেন্দ্রিয়তর্পণময়ী মহামাধুর্য্যাস্বাদময়ী লীলা বৈচিত্রী। দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণাদি ভোগ বর্হিম্মুখ জীবের জন্য বহিরঙ্গা-মায়া কর্ত্তৃক ব্যবস্থা। শ্রীভগবানে মায়াশক্তির প্রভাব স্পর্শযোগ্যতার অভাবহেতু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যন্ত্রণাময়ী শাস্তিবিশেষ গর্ভযন্ত্রণা ও জন্মাদি মায়াকর্ত্তৃক অস্বতন্ত্র জীবের ন্যায় দুঃখপ্রদ ব্যাপার নহে। পরন্তু পরাশক্তি হ্লাদিনীর সর্ব্বপ্রকারে সুখপ্রদান ব্যতীত যাঁহার অন্য সত্ত্বা ও কৃত্য না থাকায় তাহা স্বতন্ত্র ভগবানের বাৎসল্য রসাশ্রিত ভক্তগণের উদরস্থ মহা আনন্দ রসাস্বাদনরূপ লীলারস আস্বাদন বৈচিত্র্য বিশেষ। শ্রীভগবানের এই জন্মলীলাটী 'জয়ন্তী' শব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থাৎ যাহার শ্রবণেও জীবের মায়িক প্রভাব হইতে নিষ্কৃতিরূপ ব্যতিরেক ক্রিয়া, এবং সর্ব্বসুমঙ্গল যে কৃষ্ণপ্রেম লাভ, তাহা অন্বয় প্রভাবরূপে প্রকাশিত হয়। 'জয়'-শব্দে সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজমানতা এবং তাহার ও 'অন্তী' অর্থাৎ প্রকাশ পরাকাষ্ঠা। যে স্থানে দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধ সেখানেই জয়-পরাজয়ের কথা। মায়ার সহিত বদ্ধজীবের যে দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধ তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া মায়ার প্রভাব হইতে অব্যাহতি পাওয়ার একমাত্র উপায় শ্রীভগবানের জন্মলীলা সুষ্ঠুভাবে শুদ্ধ সাধুমুখে প্রকৃত অর্থ বোধ করিয়া শ্রবণ করা। এই শ্রবণ ক্রিয়ার ব্যতিরেক প্রভাবে অতি সহজেই উহা সম্পন্ন হয়। এবং অন্বয়ভাবে শ্রীভগবানে প্রেম পর্য্যন্ত লাভও হইয়া

থাকে। যে লীলা-শ্রবণমাত্রই অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম পর্য্যন্ত লাভ হয় তাহা নিশ্চয়ই মায়াকৃত বদ্ধজীবের দণ্ডার্থে প্রয়োগের ন্যায় নহে। আজকাল তথাকথিত মূর্খ-সম্প্রদায় প্রাকৃত যমদণ্ড্য বদ্ধজীবের মায়াকৃত শাসনরূপ জন্মেও জয়ন্তী শব্দের ব্যবহার করিয়া মূর্খতার ও অজ্ঞতার চরম অবনতির কথাই প্রকাশ করিতেছে।

রসপূর্ণতার অভাবহেতু শ্রীবৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের বিলাস-মূর্ত্তির ক্ষেত্রে এই অপূর্ব্ব চমৎকারময়ী জন্মলীলা নাই। তথায় আড়াই প্রকার রস আছে। শান্ত, দাস্য ও সখ্যের গৌরব-মিশ্রা অর্দ্ধাবস্থা। তথায় বিশ্রম্ভ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অভাব হেতু জন্মলীলা প্রকাশিত হইতে পারে নাই। তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রসের আশ্রয় ও বিষয় বিগ্রহের রসোৎকর্ষতা মথুরাতে প্রকাশিত থাকায় দেবকী-বসুদেবরূপ আশ্রয়ে তাহা প্রকটিত হইলেও সর্ব্বরসের অসম্পূর্ণতা হেতু সুষ্ঠুভাবে প্রকটিত হয় নাই। বসুদেবালয়ে জন্মোৎসব হইতে পারে নাই। তথায় ভক্তিদেবী মুক্ত প্রগ্রহবৃত্তিতে প্রকাশিত না থাকায় বিরুদ্ধ ভাবাবরণের জন্য উৎসব হইতে পারিল না। উৎসব হইল শ্রীনন্দগোকুলে। মথুরায় বাসুদেবের জন্ম হইল, তথায় শক্তিমান হইতে অভিন্ন শক্তি সমন্বিত ভগবানের জন্মলীলা প্রকাশিত হইতে পারিল না। অযোধ্যায় রসপূর্ণতার অভাবে ও বিধিভক্তির প্রাবল্য হেতু বাৎসল্যরসময়ী জন্মলীলার মহামাধুর্য্য অপ্রকাশিত রহিয়াছে। কিন্তু এই মহা-

মাধুর্য্যময়ী শ্রীভগবানের মহা উল্লাসময়ী জন্মলীলাটী স্বরূপশক্তিসহ প্রকটিত হইয়া শ্রীনন্দগোকুলে পূর্ণতমরূপে বিস্তৃত ও প্রকাশিত হইয়া পূর্ণতম আস্বাদামৃত প্রদানকারী শ্রীভগবানের পূর্ণতম অভিব্যক্তি ও আনন্দদায়িনী মহামহোৎসবের পূর্ণতম প্রকটন হইল।

যে সময়ে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইল—বাসুদেব মূর্ত্তিতে, সেই সময়েই শ্রীনন্দগোকুলে পরিপূর্ণ দ্বাদশরসের বিগ্রহরূপধারণ করিয়া স্বরূপশক্তিসহ যশোদারূপ বাৎসল্যরসের মূল আশ্রয় বিগ্রহ হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন। যখন বসুদেব বাসুদেবকে লইয়া নন্দালয়ে প্রবেশ করিয়া বাসুদেবকে যশোদার ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন; তখন পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণতর বাসুদেব মূর্ত্তি লীন হইয়া গেলেন। ইহা কিন্তু বসুদেব জানিতে পারিলেন না। স্বরূপশক্তি বসুদেবের রসের অপূর্ণতাহেতু অপ্রকাশিত রহিলেন। স্বরূপশক্তি বসুদেবের দ্বারা নীত হইতে থাকাকালে তাঁহার অংশরূপ বহিরঙ্গা-শক্তিকে কংস বঞ্চনার্থে প্রেরণ করিয়া নিজে পূর্ণতম-স্বরূপে নন্দব্রজে গোকুল মহোৎসবের বিধান করিতে লাগিলেন। স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী ব্যতীত কেহই শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা আনন্দবিধান করিতে পারেন না। কারণ হ্লাদিনীর বৃত্তিই ভক্তি। সেই হ্লাদিনীশক্তি যে ভক্তে যেরূপ ভাবে প্রকাশিত হইবেন, তিনি সেই পরিমাণে কৃষ্ণ-সেবাসুখ প্রদান করিতে পারিবেন। মথুরায় বা নন্দ-গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইল অষ্টমীতে নিশা-

কালে সুরক্ষিত পুরীতে। সে লীলা বসুদেবদেবকী দেখিলেন, অন্য কাহারও তাহাতে অধিকার হইল না। শ্রীনন্দ-গোকুলেও যশোদার আনন্দ-মূর্চ্ছা দ্বারা সেই জন্মলীলা-মাধুর্য্যের প্রাচুর্য্য আস্বাদন হইল। পরে শ্রীনন্দমহারাজ, রোহিনী ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে আস্বাদন করিলেন। পরিপূর্ণতম ভাবে আস্বাদন, দর্শন ও সেবা করিলেন স্বরূপশক্তি। কিন্তু গৌর জন্মোৎসব আরও অধিকতর ঔদার্য্যময়ী হইয়া প্রকটিত হইলেন। তিনি মধ্যরাত্রে জন্মগ্রহণ করিলেন না। জন্মগ্রহণ করিয়া বহু বহু ভক্তগণকে দর্শনানন্দ প্রদানার্থে প্রথমে সংকীর্ত্তনাবতাররূপে বহু বহু ভক্তের হৃদয়ে ও জিহ্বায় প্রকটিত হইয়া চিত্তশুদ্ধি ও ভাবশুদ্ধি সংকীর্ত্তন দ্বারা করাইয়া অন্তর ও বাহ্যসাক্ষাৎকার করাইলেন। এত বড় মহাদান, এত বড় মহানিধি, এত বড় মহাকৃপা, এত বড় মহাপ্রকাশ কৃষ্ণের এই ভৌম-নবদ্বীপ-লীলায় হইয়াছেন। যাহার পরিপূর্ণতম প্রকাশ ও আস্বাদন অপ্রকটবৈকুণ্ঠ দেব-লীলায়ও প্রকাশিত হয় নাই। তাই তাঁহার ভৌম-নবদ্বীপলীলার প্রত্যেক লীলাটীই অনর্পিতচর। নন্দতনয় ও আত্মজ শচীতনয় ও আত্মজ রূপে আজ জন্মলীলারস আস্বাদন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পর শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে শান্তিপুরে বলিয়াছিলেন—"আমার যাহা কিছু সব তোমা হইতে পাইয়াছি।" ভক্তের ভক্তিতে শ্রীভগবান্ ভক্তের ভক্তির অনুরূপ দেহ প্রকটন করিয়া তাঁহাকে সেই ইষ্ট-মূর্ত্তিতে কৃপা

করেন, ইহা সাধারণ বিধি ; ইহাকে জন্মলীলা বলা যায় না। কিন্তু ভক্তের সচ্চিদানন্দ শ্রীমূর্ত্তি হইতে অপ্রাকৃত উপাদানে গঠিত এই শ্রীমূর্ত্তি স্বরূপ-শক্তিকর্ত্তৃক প্রকটিত। তাই আত্মজ শব্দের প্রয়োগ। সেই সচ্চিদানন্দময় অপ্রাকৃত উদরে শ্রীভগবানের জন্ম জন্য তাঁহার সন্ধিনী-শক্তির ব্যবস্থা পূর্ব্বহইতেই হইয়া থাকে। শ্রীশচীমাতার পূর্ব্বে অষ্টকন্যা। কোন মতে অষ্টসখী। তাঁহারা আসিয়া শক্তিব্যতীত শক্তি-মানের প্রকটাভাব হেতু তাঁহারা অষ্টভাবকে সম্বর্দ্ধিত ও পুষ্ট করিয়া শক্তিমানের পরিপূর্ণতমভাবে প্রকটনার্থে নিজ নিজ সেবা সন্ধিনীর সহযোগে সম্পন্ন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার জন্য বিভিন্ন স্থানে তাঁহারাও জন্মলীলা প্রকাশ করিলেন। তৎপরে তাঁহার পরিপূর্ণতার ও সুশৃঙ্খলিত, সজ্জিত ও সমাবেশার্থে সন্ধিনী-শক্তিমত্তত্ব শ্রীবলদেব প্রথম চতুর্ব্ব্যূহের শ্রীরামচন্দ্রকে ক্রোড়ীভূত হইয়া বিশ্বরূপ নামে সর্ব্বাশ্রয় নিজপ্রভুর সেবার্থে সেই শচীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই জন্মলীলা প্রকট করাতে কোন মতে বৈকুণ্ঠের যোগপীটস্থ অষ্টদলাগ্রে স্থিতা বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা ও ঈশানা এই অষ্ট শক্তির অংশিনী-শক্তিগণ শচীগর্ভে আবির্ভূতা অষ্ট কন্যা। তথায় মায়িক কোন বস্তু, সম্বন্ধ বা ভাবের অবরতা স্পর্শ করিতে পারে না। তাহা সচ্চিদানন্দময়, অপ্রাকৃত, স্বরূপশক্তি প্রকটিত পরিপূর্ণ আনন্দাস্বাদনের আলয়স্বরূপ সঙ্কোচন-বিস্ফারণ-শীল সর্ব্বশক্তি-পরিপূর্ণ আনন্দের

আশ্রয়। সেই গর্ভ মধ্যে শ্রীভগবানের যে সেবাসুখাস্বাদন তাহা শ্রীভগবানেরও লোভনীয় স্থান ও লীলাক্ষেত্র। ভক্তের সর্ব্বাঙ্গদ্বারা সেবাভিলাষময়ী বৃত্তির পরিপূর্ণতম আশয়ে শ্রীগৌরহরি মহানন্দে ত্রয়োদশ মাস অবস্থান করিলেন। সেই আন্দকন্দের অবস্থান হেতু শ্রীশচীমাতা আনন্দ রসের আলয় হইয়া গৌরসেবা ত্রয়োদশ মাস পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিতে লাগিলেন এবং প্রভু গৌরহরিও সেই ভক্তগর্ভসিন্ধু-অমৃতে নিমজ্জিত হইয়া ত্রয়োদশ মাস সেবাসুখ-সুধারসাস্বাদন করিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরজন্মোৎসব ঃ ভৌম নবদ্বীপলীলায়-শ্রীগৌর-জন্মোৎসব এক অভিনব আনন্দের প্রস্রবণ। এখানে কেবল দেবলীলার ন্যায় ভাবের জন্ম মাত্র নহে। বাস্তব সত্বার বাৎসল্যরসের মূর্ত্তিমতী শ্রীশচীমাতার যশোদার ন্যায় নিদ্রাভিভূতের ন্যায় জন্ম-লীলারসাস্বাদন কেবল মাধুর্য্যাস্বাদন মাত্র নহে। কিন্তু নরলীলাকে কোনও প্রকারে বিচলিত না করিয়া মহাঔদার্য্য লীলা প্রকটকারী শ্রীগৌরহরি সর্ব্বজীবকে শ্রীহরিনামে মত্ত করিয়া বাৎসল্য রসামোদী শ্রীশচীমাতার প্রতি মহা উদারতা প্রকট করিয়া সর্ব্বাঙ্গদ্বারা পরিপূর্ণ সেবানন্দ আস্বাদন ও সাক্ষাৎভাবে দর্শনদান ও জন্মলীলা প্রকট করিলেন। সেই সেবারসাস্বাদন দেবলীলায় অনভিব্যক্ত। ইহা একমাত্র শ্রীশচীমাতার মহাসৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা। কোন জীব যদি ইহার অনুকরণ করিতে যায়,

তাহা অহংগ্রহোপাসনারূপ অপরাধে পর্য্যবসিত হইবে। শ্রীশচী-জগন্নাথের এই আন্দোৎসব অবর্ণনীয়। তাঁহাদের যে আন্দোৎসব তাহার মধ্যে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছার গন্ধমাত্রও নাই। শ্রীগৌরহরির সেবাসুখ ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কোন বাঞ্ছা না থাকায় তাহা অপ্রাকৃত রসপ্রকটন দ্বারা শ্রীগৌরহরির মনোঽভীষ্ট প্রচার। মহান উৎসব আরম্ভ হইল। সর্ব্বানন্দকন্দ হ্লদিনীর ভাবকান্তিধারী গৌরহরির জন্মোৎসব শুদ্ধ প্রেমরসপ্লাবণ শ্রীরাধাঠাকুরাণীর কৃপা ও প্রকটন ব্যতীত আনন্দ বা উৎসব হইতেই পারে না। সে সময় শ্রীশচীমাতা আনন্দ লীলাময়ের আনন্দরসে বিভাবিত করিয়া আপ্রকৃত বাৎসল্য রসমূর্ত্তির অভিনব উৎস বর্দ্ধিত করিয়া শ্রীগৌরহরির নেত্রোৎসব বিধান করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরহরিও ভক্ত-সুখ আস্বাদন করিয়া অভিনব শ্রীমূর্ত্তিতে স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিলেন। ইহাই জন্মোৎসব। ইহাতে যোগদান করিলেন শ্রীগৌরহরির নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ,—যাঁহারা ভৌমলীলার মহামাধুর্য্যস্বাদনার্থে শ্রীগৌরলীলায় সঙ্গীরূপে বাৎসল্যরসে সেবা করিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে শ্রীযোগমায়া মহাযোগপীঠে সেইসকল ভক্তগণকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া জন্ম মহামহোৎসব আরম্ভ করিলেন। গ্রহণের ছলে অভক্ত চক্ষু আরবণ করিলেন, যোগমায়া ভৌমলীলা আস্বাদনার্থে যে সকল ভক্ত যথায় আবির্ভূত হইয়াছেন ও দেবলীলার পার্ষদ তথা বৈকুণ্ঠের সর্ব্বভক্তের মধ্যে যাঁহারা গৌর-

লীলার মহাঔদার্য্যলীলা আস্বাদনের জন্য মহার্ত্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের একত্র মিলনোৎসব অন্যের অজ্ঞাতসারে বিধান করিলেন। আজ তাঁহাদেরই মিলনে মহাযোগপীঠ নিজ নামের সার্থকতা করিয়া নিজ প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন। এত ভক্তের সম্মিলন হইল যে, শ্রীমহাযোগপীঠ কায়ব্যূহপ্রকাশে বহুকোটী যোজন বিস্তৃত করিয়া সেই সকল ভক্তগণের গৌরজন্মোৎসব যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। গৌর ও গৌরভক্তের মিলনোৎসবে—শ্রীধাম অভিনব অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য প্রকটিত করিয়া নিজ প্রভু ও প্রভুভক্তের নেত্রোৎসব পরিপূর্ণতমভাবে অভিব্যক্ত করিলেন, তথায় অপ্রাকৃত গৌরধামের অপ্রাকৃত পরিমল বিকশিত করিলেন। বহুবিধ রত্নরাজি ও সুন্দর সুগন্ধ এবং সুকোমল দ্রব্য বিতরণ করিতে লাগিলেন। সকলেই শ্রীগৌরহরির মনোজ্ঞরূপে সজ্জিত হইয়া সেই গৌরহরির নেত্রোৎসব সম্পাদন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরনাম ও লীলা পরিপূরিত গৌরগাথা সকলে মিলিয়া সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীগৌরহরির কর্ণামৃতাস্বাদপ্রদ সেবা করিতে লাগিলেন। মন্দ মলয় পবনে অভিনব সৌগন্ধে শ্রীগৌরহরি ঘ্রাণোৎসব বিধান করিতে লাগিলেন। সকলেই অপ্রাকৃত গৌরধামের অপ্রাকৃত বস্তু, বস্ত্র, অলঙ্কারাদি দ্বারা শ্রীগৌরহরিকে ভেট প্রদান করিতে লাগিলেন। নানাবিধ বাদ্য—তত—বীণা প্রভৃতি তারের যন্ত্র, মুরজ প্রভৃতি— চর্ম্মের যন্ত্র, আনদ্ধ—বংশী প্রভৃতি শুষির এবং কাংস্য-করতালাদি ঘন—এই চতুর্ব্বিধ যন্ত্র-সহযোগে তাল-

মানাদি সংযুক্ত করিয়া শ্রীহ্লাদিনীশক্তি প্রকটিত শুদ্ধাসরস্বতীর প্রকাশিত সংকীর্ত্তন সহ শ্রীগৌরহরির জন্মোৎসব অভিনবভাবে বিধান করিতে লাগিলেন। অপ্রাকৃত ধামের অপ্রাকৃত সুগন্ধি সেচন দ্বারা শচীর অঙ্গন পঙ্কময় করিয়া গৌরভক্তগণ শ্রীগৌর-জন্মোৎসবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীযোগমায়ার ব্যবস্থায় এত অগণিত ভক্তের সমাগম হইলেও কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না। আনন্দ-মত্ততায় কেহ কাহারও পরিচয় লইবারও অবসর পাইলেন না। হ্লাদিনীদেবী সকলের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া গৌর-রসানন্দে প্লাবিত করিয়া গৌর-জন্মোৎসব বিধান করিলেন। সেই ভক্তগণের আন্দোৎসব দেখিয়া শ্রীগৌরহরি নিজ অসমোর্দ্ধ রূপের ক্রমবর্জ্জনশীল উৎস প্রকট করিয়া ভক্তনেত্রের উৎসব বিধান করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ যত আনন্দোৎফুল্ল শোভা-সমৃদ্ধ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের উৎফুল্লতা ও সৌন্দর্য্য দর্শনে শ্রীগৌরহরিও নিজ রূপামৃত অধিকতররূপে প্রকটন করিয়া পরস্পরের সম্বর্দ্ধিত নেত্রোৎসবের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এই প্রকার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের উৎসব ক্রমবর্দ্ধনশীল হইয়া শ্রীগৌর-হরির জন্মযাত্রা মহোৎসবের পূর্ণ হইতে পূর্ণতর ও পূর্ণতমরূপে সর্ব্বাবতারের জন্মোৎসবকে যেন হীনপ্রভ করিয়া শ্রীগৌর-জন্মোৎসব সর্ব্বোপরি সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজিত হইলেন। এই জন্মোৎসব নিত্য অভিনবভাবে শোভমান হইয়া অদ্যাপি বিরাজমান। কোন কোন ভক্তের প্রবল আর্ত্তি ও ব্যাকুলতায়

তাহা তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া আবার শ্রীযোগমায়ার কৃপায় আবৃতবৎ অন্যের অলক্ষ্যে নিত্য বাৎসল্য রসাশ্রিত ভক্তগণের সেবাগ্রহণ ও তাঁহাদিগকে আস্বাদন তৎপর হইয়া বিরাজিত। আবার অঘটন-ঘটনপটীয়সী যোগমায়ার কৃপায় নিত্য বৰ্দ্ধমান অপর লীলারস ও পর্য্যায়ক্রমে একইকালে প্রকট করিয়া সেই প্রভু নিজ মহাবদান্যতা প্রকাশ করিয়া নানা প্রকার লীলারস আস্বাদন করিতেছেন ও যথাযোগ্য ভক্ত-আৰ্ত্তি প্রপূরণ করিতেছেন। যদিও সেই লীলা নিত্য, তথাপি সেই গৌর জন্মোৎসব ভৌম যে ফাল্গুনি পূর্ণিমা তিথিকে অঙ্গীকার করিয়া সেই অপ্রাকৃত নিত্য বৰ্ত্তমানকাল প্রকট করিয়া জন্মলীলা লোকলোচনের গোচরীভূত করিয়া অবতারীর অবতরণ-লীলারূপ রস বিতরণ করিয়াছিলেন প্রতিবৎসর (ভৌম) সেই সময় নানাপ্রকার অধিকারী ও নব্য ভক্তকেও কৃপা করিয়া সেই জন্মোৎসব প্রকাশ দ্বারা ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী ভগবান্ তাঁহার বিধান করেন। কিন্তু সৰ্ব্বদাই এই জন্মোৎসব অপ্রাকৃত। প্রাকৃত অক্ষজবাদী আধ্যক্ষিকতার বিচার লইয়া এই জন্মলীলা-আস্বাদনে চির বঞ্চিত। কেবল মাত্র সদ্গুরু কৃপালব্ধ অপ্রাকৃত ভক্ত গুরু গৌরাঙ্গের শ্রীচরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণপূর্ব্বক তীব্র ব্যাকুলতা ও আৰ্ত্তি লইয়া নামাশ্রয়ে ভজন করিতে করিতে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় এই জন্মলীলায় যোগদানের মহা সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন। ইহা অত্যন্ত সুদুর্ল্লভ ও মহা-সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠার পরিচয়।

শ্রীশচীদেবী ও যশোদাদেবীর বৈশিষ্ট্যঃ— উভয়েইস্বয়ং ভগবানের বাৎসল্য-রসের মূল আশ্রয় বিগ্রহ। শ্রীল স্বরূপ,দামোদর গোস্বামীপ্রভু উভয়ের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ একতত্ত্ব হইয়া পরস্পর পরস্পরের সুখানুসন্ধান তৎপর। কিন্তু শ্রীযশোদাদেবী উভয়কে দেহভেদ করিয়া দুই দেহ ধারণ করাইয়া সেব্য-সেবকভাবের বিশ্লেষণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের বৃত্তি ও সেবা চিদ্বিজ্ঞানের ভাবে বিভাবিত করিয়া শ্রীরাধা ও কৃষ্ণতত্ত্বের বিচিত্রতা প্রকাশার্থে উভয়ের ব্রজলীলার পারতম্যে প্রকটিত করাইয়া ছিলেন। ভক্ত-ভগবানের গোচরীভূত করাইয়া কখনও মিলন কখনও বিচ্ছেদের দ্বারা রসচমৎকারিতা পোষণ করিয়াছেন। ইহা ভৌম ব্রজলীলার এক মহাচমৎকৃতি। আর শ্রীশচীদেবী অষ্টভাবরূপা অষ্টসখীগণকে গর্ভস্থ করিয়া তাঁহাদের ভাবকান্তি ধারণ করিয়া রাধাভাব বিভাবিত স্বয়ংরূপের সহিত একীভূত ও সম্পূর্ণত্ব বিধান করিয়া ব্রজভাবেরও মহাচমৎকারময়ী-ভাবে বিভাবিত করিয়া মিলনে বিপ্রলম্ভ-চমৎকৃতি-রূপ প্রেম-বৈচিত্ত্য-ভাবেব মূর্ত্তি প্রকট করিলেন। উভয়ে সর্ব্বক্ষণ মিলিত থাকিয়াও বিপ্রলম্ভের রসচমৎকার আস্বাদন ভৌম-নবদ্বীপ-লীলার বৈশিষ্ট্য। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী রূপে শ্রীরাধা যেমন নিজভাব ও কান্তি শ্রীগৌর-সেবা-সংশ্লিষ্ট করিয়া নিজে আবার গৌর-সেবার বিবিধ রসাস্বাদন তৎপরা হইয়া শ্রীগৌর-মনোঽভীষ্ট-সেবা-বৈচিত্র্য বিধান করিয়াছিলেন। অষ্টসখী ও তৎপূর্ব্বে শ্রীশচীদেবী

কর্ত্তৃক গর্ভস্থ হইয়া নিজ নিজ ভাব-কান্তি গৌর-সেবায় একীভূত করিয়া পুনঃ আবার গৌর-সেবোদ্দেশ্যে অন্যত্র জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীগৌর সুন্দরের মনোঽভীষ্ট প্রপূরণরূপ রসচমৎকৃতি সেবা তৎপরা হইয়াছিলেন। এই ভাবের বিধানকারিণী শ্রীশচীমাতা। তাই শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছিলেন—'আমার যে কিছু বৈশিষ্ট্য তাহা তোমা হইতেই পাইয়াছি।'

কোষ্ঠি গণনাঃ—শ্রীশচীদেবীর পিতা শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, ইনি কৃষ্ণ-লীলায় গর্গাচার্য্য ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। সেই অপ্রাকৃত জ্যোতিষ বৈকুণ্ঠে বর্ত্তমান কালই নিত্য, তথায় অপ্রাকৃত গ্রহগণ নিত্য অধিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবোপযোগী নিজ নিজ প্রভাব-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সেবার সর্ব্বশুভক্ষণত্ব প্রকট করেন ও শ্রীকৃষ্ণসেবার বিরোধী অসুরভাবের উপর তাহাদের ব্যতিরেক ভাবসকল প্রকাশ দ্বারা অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবে কৃষ্ণ-সেবাই করেন। ভৌম-লীলায় সেই সকল গ্রহাদির বিকৃত-প্রতিফলনরূপ গ্রহাদি বদ্ধ-জীবগণের উপর মহাপ্রভাব বিস্তার করিয়া নিজ নিজ শুভাশুভ ফল ভোগ করান। কিন্তু গৌর-কৃষ্ণ সেবায় তাহাদের প্রভাব হীনপ্রভ। তথায় তাহাদের অংশী সেই বৈকুণ্ঠের গ্রহাদি গৌর-কৃষ্ণের সেবার্থ তাঁহাদের সর্ব্বশুভফলকে নিয়োজিত করিয়া মায়িক কালের প্রভাবকে প্রতিহত করিয়া নিজ প্রভুর সেবা করেন। শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী এবং আর একজন অজ্ঞাত জ্যোতিষ আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই অপ্রাকৃতত্ব প্রকাশ

করিলেন। শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী জন্মলগ্নাদিতে প্রাকৃত গ্রহ নক্ষত্রাদির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্নিবেশ মাত্র প্রকাশ করিলেন। আর পরমার্থবিৎ মহাজন জ্যোতিষ ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন্ ক্ষমামণ্ডলে কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণা যদ্বেদ নো বা শুকঃ। যন্ন ক্বাপি কৃপাময়েন চ নিজেঽপ্যুদ্ঘাটিতং শৌরিণা তস্মিন্নুজ্জ্বলভক্তিবর্ত্মনি সুখং খেলন্তি গৌরপ্রিয়াঃ॥" "মৃগ্যাপি সা শিবশুকোদ্ধবনারদাদ্যৈরাশ্চর্য্য-ভক্তিপদবী ন দবীয়সী নঃ। দুর্ব্বোধ-বৈভবপতে ময়ি পামরেঽপি চৈতন্যচন্দ্র যদি তে করুণাকটাক্ষঃ। অর্থাৎ—সুদূর অতীত-কালে শ্রেষ্ঠ মুনিঋষিগণও যে মধুর-রসাশ্রিত ভক্তি-মার্গে ভ্রান্ত হইয়াছেন, সমগ্র ক্ষিতিমণ্ডলে কাহারও বুদ্ধি যাঁহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই, শুকদেবও যাঁহার সন্ধানও অবগত ছিলেন না; অধিক কি, নিজ-ভক্তগণের সকাশেও পরম করুণা-ময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যাহা উদ্‌ঘাটন করেন নাই, সেই উন্নতোজ্জ্বল ভক্তিমার্গে শ্রীগৌরপ্রিয়-ভক্তগণ এখন পরমানন্দে বিহার করিতেছেন ॥ ১৮ ॥ হে চৈতন্যচন্দ্র, তুমি অচিন্ত্য বৈভবের অধীশ্বর; মাদৃশ পামরজনের প্রতিও যদি তুমি কৃপাকটাক্ষ-পাত কর; তবে আমাদের পক্ষেও শিব-শুক-নারদ-উদ্ধবাদি মহাত্মগণেরও অন্বেষণীয়া সেই পরমাশ্চর্য্য উজ্জ্বলভক্তি-পদবী দূরবর্ত্তিনী হইবে না। এই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ভাব-প্রকাশ করিলেন। (চৈতন্যচন্দ্রামৃতে ১৮, ৫৫)

"বিপ্রবলে,—'এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ। ইঁহা হৈতে

সর্ব্বধর্ম্ম হইবে স্থাপন॥ ইঁহা হইতে হইবেক অপূর্ব্ব প্রচার। এই শিশু করিবে সর্ব্ব-জগৎ উদ্ধার॥ ব্রহ্মা, শিব, শুক্ যাহা বাঞ্ছে অনুক্ষণ। ইঁহা হৈতে তাহা পাইবেক সর্ব্বজন॥ সর্ব্বভূত-দয়ালু, নির্ব্বেদ দরশনে। সর্ব্বজগতের প্রীত হইব ইহানে॥ অন্যের কি দায়, বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন। তাহারাও এ শিশুর ভজিবে চরণ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কীর্ত্তি গাইব ইহান। আ-বিপ্র এ শিশুরে করিবে প্রণাম॥ ভাগবত-ধর্ম্মময় ইহান শরার। দেব-দ্বিজ-গুরু-পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত ধীর॥ বিষ্ণু যেন অবতরি' লওয়ায়েন ধর্ম্ম। সেইমত এ শিশু করিবে সর্ব্ব-কর্ম্ম॥ লগ্নে যত কহে শুভ লক্ষণ ইহান। কার শক্তি আছে তাহা করিতে ব্যাখ্যান? ধন্য তুমি, মিশ্র-পুরন্দর ভাগ্যবান্। যাঁর এ নন্দন, তাঁরে রহুক প্রণাম॥ হেন কোষ্ঠী গণিলাঙ আমি ভাগ্যবান্। 'শ্রীবিশ্বম্ভর' নাম হইবে ইহান॥ ইহানে বলিবে লোক 'নবদ্বীপচন্দ্র'। এ বালকে জানিহ কেবল পরানন্দ॥ হেন রসে পাছে হয় দুঃখের প্রকাশ। অতএব না কহিলা প্রভুর সন্ন্যাস॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ৩।১৬-২৮)

আর একবার প্রভুর নগর-ভ্রমণ-লীলায় সর্ব্বজ্ঞের নিকট নিজ পরিচয় জিজ্ঞাসা ছলে তাঁহাকে কৃপাপূর্ব্বক অবতরীতে সর্ব্ব অবতার এবং কৃষ্ণ-লীলাদি পরিদর্শন করাইয়াছিলেন।

বাল্যলীলা:—যে লীলা নরলীলাকে বিচলিত না করিয়া নানা মাধুর্যালীলা প্রকটিত হয় তাহাই লীলার মাধুর্য্য। মহা-ঐশ্বর্য্য প্রকট করিলেও নরলীলার বৈশিষ্ট্যকে বিচলিত করে

না ; আবার তাহাতেও নানাপ্রকার নিত্য নব নবায়মান্ লীলা ভক্তগণকে কৃপা করিয়া বিপুলভাবে প্রকাশরূপ ঔদার্য্য বিভূষিত গৌরলীলায় যে বাল্যলীলা প্রকটন তাহা বর্ণন করিতে কাহারও সাধ্য নাই। সেই প্রভু ভক্তচিত্তহারী নরলীলার অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া সুদুর্ল্লভত্বকে অধিকতর ভাবে লীলার বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। সেই অপূর্ব্ব রূপমাধুর্য্য প্রকট করিয়া শ্রীশচীর অঙ্গণে ক্রীড়মান প্রভু সর্ব্ব বৈকুণ্ঠস্থ ও ভৌম মহা সৌভাগ্যবান্ ভক্তগণকে আকর্ষণপূর্ব্বক ভক্তচিত্ত বিনোদন করিতে লাগিলেন। অন্য অবতারের ভক্তগণ নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের আনুগত্যে সেই লীলারসাস্বাদনার্থে শ্রীশচীর অঙ্গণে প্রত্যহ আগমন করিয়া নানাপ্রকার অসমোর্দ্ধ লীলা সারা দিন-রাত্রি অবলোকন ও আস্বাদন করেন। যোগমায়ার ব্যবস্থায় কেহ এই সকল বিষয় জানিতে পারেন না। শ্রীশচীদেবী নিমাইকে আনন্দে ক্রীড়ারত দেখিয়া যখন কার্য্যান্তরে গমন করেন, সেই অবকাশে পূর্ব্বোক্ত ভক্তগণ অবসর বুঝিয়া আসিয়া শ্রীনিমাইয়ের হামাগুড়ি, ইষৎ-হাস্যবদনকমল শোভার অপূর্ব্ব মাধুর্য্য আস্বাদন ও ক্রোড়ে ধারণাদি নানাপ্রকার অভীষ্ট সিদ্ধি করেন। মহাবদান্য প্রভুর অন্য অবতারের সুদুর্লভ এমন কি শ্রীকৃষ্ণলীলায়ও যাহা প্রকাশ করেন নাই হ্লাদিনীর ভাব-কান্তিধারী প্রভু হ্লাদিনীর পরিপূর্ণতম প্রকাশ বিশেষ দ্বারা প্রকটিত সেই সেই লীলা ভক্তগণ সহ আস্বাদন করিতে লাগিলেন।

একদিন শ্রীঅনন্তদেব—যিনি সর্ব্বক্ষণ শেষরূপী পার্ষদ হইয়া প্রভুর আসন-শয্যাদি নানা প্রকারে নিত্য সেবারসাস্বাদন করেন, তিনি আবার সর্পাকৃতি ধারণপূর্ব্বক মহামাধুর্য্যলীলা আস্বাদনার্থ শ্রীশচীর অঙ্গণে আসিয়া সেই অসমোর্দ্ধ রূপমাধুরী দর্শন করিয়া শ্রীনিমাইকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রহিলেন। আহা সেই ক্রোড়ে ধারণে যে কি অভিনব সেবানন্দ রসাস্বাদন করিতে লাগিলেন, তাহা কে বর্ণন করিতে পারে? তাঁহার সৌভাগ্য দর্শনে জীবে আবিষ্ট শেষশক্তিসমন্বিত শেষদেবও নিত্যপার্ষদ শেষদেবের আনুগত্যে সেই সৌভাগ্য লাভ করিয়া তাঁহার কৃপায় শ্রীগৌরহরিকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব সেবা-রসাস্বাদন অতৃপ্ত হইয়া উপভোগ করিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ পরে শ্রীশচী মাতা আসিয়া সর্পোপরি নিমাইকে দর্শন করিয়া ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া সেই সর্পাকৃতি শেষদেব (জীবকোটি) অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিমাইকে নামাইয়া দিয়া চলিলেন। ইত্যাদি অনন্ত-লীল ভগবান্ মহান উদার হইয়া সর্ব্বভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে লাগিলেন। যাঁহারা মহাভাগ্যবান্ তাহারা ভৌম-গৌরলীলায় নিজ নিজ বাঞ্ছা প্রপূরণ করিতে লাগিলেন। আর মহাপ্রভুও মধ্যে মধ্যে ক্রন্দনের ছল করিয়া সকলকে শ্রীহরিনাম করিবার জন্য প্রবোধিত করিতে লাগিলেন। এমন ক্রন্দন করিতে লাগিলেন যে, কোন প্রকারে তাহার প্রতিকার হইল না। তখন শ্রীযোগমায়া

ভক্তের বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রকটিত হইয়া হ্লাদিনীর বৃত্তি যে ভক্তি—তাহা 'তন্নাম গ্রহণ'; এই বৃত্তি সঞ্চারিত করিয়া ভক্ত জিহ্বায় শুদ্ধা সরস্বতীকে প্রকটিত করিয়া শ্রীহরিনাম করাইতে লাগিলেন। যে ব্রত লইয়া অর্থাৎ জীবকে শ্রীহরিনামে মত্ত করিবার ইচ্ছা লইয়া যে যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন-রূপ কার্য্য লইয়া আসিয়াছিলেন তাহার জন্য প্রকৃত হরিনাম দ্বারা তিনি জীবদুঃখে ক্রন্দনরূপ দুঃখের নিবৃত্তিকারক লীলা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

সেই প্রভু একদা সর্ব্বজীবোদ্ধার চিন্তা করিয়া সর্ব্ব-ভুবনের ব্রহ্মাশিবাদিগণকে আকর্ষণ করিয়া রাত্রে তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিতেছেন;—তোমরা কিছু চিন্তা করিও না, আমি সকল জীবগণকে উদ্ধার করিয়া সঙ্কীর্ত্তন-রসে মত্ত করিয়া প্রেমের প্লাবনে জগৎ ভাসাইব। শ্রীশচীদেবী স্বপ্ন মনে করিলেন; এবং বহু চতুর্ম্মুখ, পঞ্চাননাদিকে দেখিয়া ভীত হইয়া পুত্রের নানাপ্রকার মাঙ্গলিক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। অকস্মাৎ নূপুরহীন নিমাইয়ের শ্রীচরণ হইতে নূপুরের শব্দ শুনিতে পাইলেন। আহা সে ধ্বনি এ জগতের সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বরকেও তিরস্কৃত করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠের শব্দ ব্রহ্মের প্রাকট্য ঘোষণা করিতেছে।

চাঞ্চল্যঃ—ক্রমশঃ শ্রীনিমাই চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া নানাবিধ ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণার্থে ভক্তগৃহে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীশচীমাতা বাৎসল্যে মুগ্ধ-হৃদয়া ঈশ্বরের এই গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াও

সম্বরণ করিতে পারেন না। ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তগণের গৃহে গমন করিয়া তাঁহাদের রসোপযোগী নানা ক্রীড়াদ্বারা স্বতন্ত্রেচ্ছ শ্রীভগবান্ কোন ভক্তের দ্রব্যাদি—যাহা ভগবৎ সেবার উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা চুরি করিয়া, কোথাও বা জোর করিয়া নিজ সেবোপকরণ গ্রহণ করিয়া ভক্তেচ্ছা পূরণ করিতে লাগিলেন। আবার কোন ভক্ত তাহাতে বাধা দিলে ছড়াইয়া ফেলিয়া নিজ স্বতন্ত্র-লীলার প্রপূরণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে শ্রীশচীমাতা শাসন-বাক্যাদি প্রয়োগ করিলে গৃহের ভিতর যাইয়া শ্রীশচীমায়ের সংগৃহীত ও রক্ষিত সেবোপকরণ সকল ছড়াইয়া ফেলিতে লাগিলেন। শ্রীভগবানের স্বাতন্ত্র্য-লীলায় ভক্ত কখনও বাধা প্রদান করেন না, বরং যত ক্ষতি, অপচয় ও দৌরাত্ম্য করুন না কেন, ভক্ত সর্ব্বতোভাবে আনন্দে তাহা প্রভুর সুখানুসন্ধান তৎপরতার আনুকূল্যই বিধান করেন। প্রভুও ভক্তের সেই বৃত্তিতে পরমানন্দিত হইয়া জানাইলেন যে, ভক্তের সঞ্চিত ও সংগৃহীত অপ্রাকৃত সেবোপকরণ শ্রীভগবান্ প্রসাদ-রূপে সর্ব্বজীবকে বিতরণ করিবেন। কাহাকেও কোন বস্তু সঞ্চিত রাখিতে দিবেন না। বিশেষতঃ এই মহাবদান্য-লীলায় ভক্তের গূঢ় সম্পত্তি ভগবান্ স্বীকার ও গ্রহণ করিয়া অমায়ায় দান করিয়া সেই অমূল্য অপ্রাকৃত ধনে ধনী করিয়া জীবগণকে মহাসম্পত্তির অধিকারী করিবেন। আর ভক্তেরও কোনও অভাব রাখিবেন না। ভক্ত-সঞ্চিত ধনে শ্রীভগবানের পূর্ণ অধিকার, তাহা শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছায় যদৃচ্ছা ব্যবহার করিয়া

নিজ স্বাতন্ত্র্য লীলামোদ আস্বাদন করেন। ভক্তেরও তাহাতে মহানন্দই লাভ হয়। মায়িক বিষয়ী-কৃপণের ন্যায় তাঁহাদের দুঃখের লেশও স্পর্শ করে না। আবার শ্রীভগবানও ভক্তদ্রব্য যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া তাঁহার চিত্তের পরম বিশুদ্ধ সেবোৎফুল্লতা দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ ও ভক্তকেও পরমানন্দে মগ্ন করেন এবং তাহার সর্ব্ববিষয়ে নিজেই সমাধান করেন। কখনও অভাবে পাতিত করেন না।

একদা শ্রীনিমাইয়ের স্বতন্ত্র-লীলায় বাৎসল্যবশে কিছু প্রাতিকূল্য বিধান করায় প্রভু মাতাকে তাড়ন ও তদনন্তর মহাসম্পদ প্রদান এবং আরও কিছু লীলা মাধুর্য্যের ইঙ্গিত করিয়া এক লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে শ্রীশচীমাতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরমকারুণিক প্রভু তৎক্ষণাৎ দুইটি শ্বেত নারিকেল আনয়ন করিয়া মাতাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। মাতা সুস্থ হইয়া পরমানন্দে মগ্ন হইলেন। আহা সেই লোষ্ট্রেরই বা কত মাহাত্ম্য ও সেই শ্বেত নারিকেলেরই বা কত মাধুর্য্য। সেই লোষ্ট্র হইতেছে—বাৎসল্য রসের আপাততঃ প্রাতিকূল্যভাবময়ী সন্ন্যাসের ইঙ্গিত। আর সেই অপ্রাকৃত গৌরধাম হইতে শ্রীযোগমায়া প্রভুর লীলাপুষ্টির প্রপূরকরূপে সত্বর প্রদত্ত অপ্রাকৃত প্রেম-স্বরূপ। একটি বিপ্রলম্ভের মহারসপূর্ণ-সম্পত্তি, অন্যটী বিপ্রলম্ভান্তে পুনঃ সেবাগ্রহণরূপ বাৎসল্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রেমবৈচিত্ত্যরসপূর্ণ রত্ন। সেই নারিকেল মায়ার ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কোন বস্তু নহে। তাহা

অপ্রাকৃত গৌর ধামেরই ফল-স্বরূপ—যাহা ভৌম-নবদ্বীপ-লীলার বৈশিষ্ট্য প্রকটকারী।

শ্রীনিমাই একটী কুক্কুর শাবককে লইয়া খেলা করিতেন। শ্রীশচীমাতা তাহাকে বহিরে ছাড়িয়া দিলে নিমাই কান্দিয়া অস্থির হইলেন। সেই শাবকটীকে পুনঃ আনাইয়া উচ্ছিষ্টাদি দানে তাহাকে বৈকুণ্ঠে পাঠাইয়া দিলেন। ধন্য প্রভু এবং ধন্য সেই কুক্কুর শাবক। মনুষ্যেতর জীবকেও তিনি কৃপা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই ; ইহাও ভৌম-নবদ্বীপ-লীলার একটি বৈশিষ্ট্য।

চৌর-মোহন ঃ—শ্রীনিমাইয়ের শ্রীঅঙ্গে নানা অলঙ্কার ছিল, তাহা দেখিয়া দুই চোর অলঙ্কার লোভে ভুলাইয়া নির্জ্জনে অলঙ্কার অপহরণোদ্দেশ্যে স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া নগর ভ্রমণান্তে পুনঃ শ্রীশচীর অঙ্গণে আনিয়া দিল। সেই চৌরদ্বয় পূর্ব্বজন্মে কোন সাধুর কৃপায় কৌশলে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গাভরণের জ্যোতিতে আকৃষ্ট হইয়া বহু তপস্যাচরণ করিয়া সেই সাধুর কৃপায় মহৌদার্যময় গৌরাবতারে প্রভুকে স্কন্ধে বহন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। কিন্তু বিষয়-বাসনা ও লোভ থাকাতে তদপেক্ষা বেশী লাভবান হইতে পারিল না। ইহা একতরফা সাধু-কৃপার মাহাত্ম্য। ইহার সহিত তাহাদের ভক্তির অনুশীলন, শরণাগতি ও সেবা প্রবৃত্তির সংযোগ হইলে প্রেমপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিত।

তৈর্থিক বিপ্রকে কৃপা ঃ—সেই তৈর্থিক বিপ্র বাৎসল্য-

রসের সেবক। শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীনন্দ গৃহেও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা-দর্শন ও নৈবেদ্য অর্পণ করিয়াছিলেন। এবার শ্রীগৌরলীলায় তিন বার রন্ধন ও নিবেদনান্তে গৌরকৃষ্ণের স্বরূপ-দর্শন ও সেবা সৌভাগ্য লাভ করেন। প্রথমবারে নিজের সাধনচেষ্টা, দৈন্য ও আর্ত্তি মূলে যে ভগবদ্দর্শন, তাহা অদর্শনবৎ কিন্তু সুখদ। তাহাতে ভক্তকৃপা সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয় দর্শন, তাহাও পরিপূর্ণ দর্শন বা কৃপা লাভ নহে। প্রথমবারে মূর্চ্ছিত কষায়। দ্বিতীয়বারে নির্ধৃত কষায় থাকায় দর্শনাভাস মাত্র। তৃতীয় বারে শ্রীবলদেবাভিন্ন বিশ্বরূপের কৃপা দ্বারা বিশুদ্ধ সত্ত্বায় পার্ষদত্ব স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। তদভিন্ন বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের পরিপূর্ণতম কৃপাদ্বারা সত্ত্বা বিশুদ্ধ অর্থাৎ হ্লাদিনীর বা বলদেবের ভাবের আবেশে বিশুদ্ধ চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধি হইলে তখন শ্রীভগবদ্দর্শন ও কৃপালাভের পূর্ণ যোগ্যতারূপ প্রেমার আবেশ হইলে পরিপূর্ণ দর্শন যোগ্যতা লাভ হয়। উক্ত বিপ্রবর শ্রীবিশ্বরূপের শ্রীগৌরলীলা বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক কৃপায় বিশুদ্ধ সত্ত্বায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরলীলার বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়া গোপনে শ্রীগৌরধাম-আশ্রয়-পূর্ব্বক নিত্য নব নবায়মান ভৌম-গৌর-লীলার আস্বাদন লাভ করিয়াছিলেন। অষ্টভুজ প্রদর্শন-দ্বারা শ্রীগৌরহরি যে সর্ব্ব অবতারীগণেরও অবতারী তাহা কৃপাপূর্ব্বক সেই মহাভাগ্যবান তৈর্থিক বিপ্রকে জানাইলেন। প্রথম বাল্যলীলায় তিনি শ্রীনারায়ণের মহাঐশ্বর্য্যময় লীলাও মাধুর্য্যের প্লাবনে আচ্ছাদিত করিয়া নারায়ণের অজত্বরূপ ও

ঐশ্বর্য্যকেও খর্ব্ব করিয়া জন্ম ও বাল্যাদি লীলা প্রকট করিলেন। শ্রীগৌরনারায়ণ অজ বৈকুণ্ঠনাথেরও মূল অংশী বলিয়া তাহা নারায়ণলীলা মাত্র নহে। পরন্তু বৈকুণ্ঠনাথেরও তিনি অংশী ও অবতারী। তাঁহার লক্ষ্মী, শ্রী, ভূ ও লীলাশক্তিও বৈকুণ্ঠনাথের মহালক্ষ্মীগণের অংশিণী।

শ্রীবিশ্বরূপঃ—অপ্রাকৃত চিৎপ্রকাশক আলোকেই শুদ্ধসত্ত্ব বা মহাজ্যোতিঃ। সেই জ্যোতির আকরস্থানই 'শ্রীবলদেব' এবং তাঁহারই মূর্ত্তিভেদ—শ্রীবিশ্বরূপ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই মূর্ত্তিভেদে 'বিশ্বরূপ' হইয়া প্রকটিত হন। পূর্ব্বে বৃন্দাবনে যাঁহারা প্রেমরসের আকরস্বরূপ যশোদা ও ব্রজরাজ নন্দ ছিলেন, তাঁহারাই শচী ও জগন্নাথ পুরন্দর নামে জন্মগ্রহণ করেন। শচী ও জগন্নাথে অদিতি ও কশ্যপ, পৃশ্নি ও সুতপা এবং দেবকী ও বসুদেব প্রবেশ করিয়াছিলেন। কৌশল্যা ও দশরথও শচী জগন্নাথে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এজন্য রামচন্দ্র স্বরূপ বিশ্বরূপের উৎপত্তি হইয়াছে। অংশাংশির অভেদ বলিয়া শ্রীশচীনন্দনই আদ্যব্যূহ এবং বলদেব ও বিশ্বরূপ দ্বিতীয় সঙ্কর্ষণব্যূহ বলিয়া সম্মত তিনিই প্রকাশভেদে নিত্যানন্দ অবধূত বলিয়া কথিত। যথা চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক ১অঃ ৮ শ্লোকে ধর্ম্মের প্রতি কলিবাক্য যথা—"শ্রীচৈতন্যদেবের অগ্রজ যিনি জগতে বিশ্বরূপনামে বিখ্যাত ও যিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ সঙ্কর্ষণের অবতার, তিনি দার পরিগ্রহ না করিয়াই সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক আপন জ্যোতিঃ শ্রীঈশ্বর-

পুরীতে স্থাপন করিয়া অন্তর্হিত হন। অবধূত নিত্যানন্দ বলিয়া যিনি খ্যাত, সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণ যাঁহার তেজঃ স্বরূপ। যখন সনাতন বিশ্বরূপ তিরোহিত হইলেন, তখন তিনি নিত্যানন্দ অবধূতের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থিত হইলেন। তখন বলদেবস্বরূপ ভগবান্ অবধূত বৈষ্ণববর্গ-মধ্যে সহস্র সূর্য্যের ন্যায় তেজোবিশিষ্ট হইয়া আত্মস্বরূপ পূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়া দেদীপ্যমান হইয়াছিলেন।” যাঁহার অংশরূপ শেষদেব বিষ্ণুর শয্যা, বস্ত্র ও ভূষণস্বরূপ এবং স্বাঙ্গের বলয়াদি ভূষারূপে লীলানাম্নী শক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় লীলা অবগত হইয়াছিলেন॥ (গৌঃ গঃ দীঃ)।

শ্রীবিশ্বরূপ সর্ব্বক্ষণ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সঙ্গে থাকিতেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বিশ্বের মূল উপাদান কারণ আর শ্রীবিশ্বরূপ বিশ্বের মূল নিমিত্ত কারণ। উভয়ে মিলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীহরিনাম-প্রেম প্রচারের স্থান (আশ্রয়) সংস্কার ও উপযুক্ত পাত্র প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া প্রভুর মনোহভীষ্ট সংস্থাপনে ব্রতী হইলেন। শ্রীনিমাই শ্রীবিশ্বরূপকে ডাকিতে আসিয়া নিজ প্রস্তাবিত কার্য্যে উভয়কে ব্রতী দেখিয়া অন্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া পারিতোষিক স্বরূপে নিজ রূপ-মাধুর্য্য আস্বাদন করাইলেন। এবং তাঁহাদের চিত্তহরণ করিয়া শ্রীগৌরহরি তাঁহাদের প্রতি শুভদৃষ্টি পাত করিলেন। সে মাধুর্য্যামৃত পানে মহাবিষ্ণুর অবতার অদ্বৈতাচার্য্য এতদূর আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলেন ও ভৌম গৌরহরির লীলা-বৈশিষ্ট্য আস্বাদন

করিলেন যে—'শ্রীকৃষ্ণ ও তৎ-কথন অভিন্ন ও সমান মনোহারী হইলেও তদপেক্ষা অধিক গৌরহরির ভৌম-লীলা রসাস্বাদনে কৃষ্ণের কথন পর্য্যন্ত হইতে আকৃষ্ট হইয়া সেই মাধুর্য্যামৃত পানে মগ্ন হইলেন। তাই শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন —"দেখি সে মোহন রূপ সর্ব্বভক্তগণ। স্তিমিত হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ॥ "সমাধির প্রায় হইয়াছে ভক্তগণে। কৃষ্ণের কথন কারু না আইসে বদনে॥ প্রভু দেখি' ভক্ত-মোহ স্বভাবেই হয়। বিনা অনুভবেও দাসের চিত্ত লয়॥" এইভাবে শ্রীবিশ্বরূপ মহাপ্রভুর সেবায় এত নিমগ্ন যে, তদ্ব্যতীত তিনি অন্য গৃহকর্ম্মে পর্য্যন্ত উদাসীন ছিলেন। তখন শ্রীশচীমাতা তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যদিও ভক্ত ও ভগবানের বিবাহ মায়িক বন্ধন-কারক নহে। বরং তাঁহাদের বিবাহের কথা যাঁহারা শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন তাঁহাদেরও পর্য্যন্ত ভববন্ধন চিরতরে উন্মুক্ত হইয়া যায়। শ্রীবিশ্বরূপ এই পর্য্যন্ত তাঁহার এ লীলায় সেবা সম্পাদন জানিয়া তিনি নিজ-কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন করিয়া সন্ন্যাস লীলা অঙ্গীকার করিলেন। এবং শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপের সেবায় শ্রীনিত্যানন্দের স্বরূপে মিলিত হইবার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

শ্রীবিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীশঙ্করারণ্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের প্রতি অতি প্রীতিবশতঃ তাঁহার অংশাংশ শ্রীশঙ্কর দেবের প্রতি কৃপা করিয়া ও তৎসম্প্রদায়ের আশ্রিত-

জনকে কৃপা করিতে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীবিশ্বরূপ শ্রীশঙ্কর সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণের লীলার অভিনয় করিলেন।

তৎকালে শঙ্কর-সম্প্রদায়ে দশনামি-সন্ন্যাসীর প্রচলন ছিল। 'অরণ্য'— সেই দশনামের অন্যতম। ঐ দশনামি-সন্ন্যাসিগণ পূর্ব্বকালে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন। একদণ্ডি-শিবস্বামিগণের সহিত বিবাদ-ফলে পরিশেষে তাঁহারা শঙ্কর-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। আদিবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে অষ্টোত্তরশত বৈদিক সন্ন্যাসী বর্ত্তমান ছিলেন। শিবস্বামি-সম্প্রদায়ের পরিণামফলে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পরিবর্ত্তি-কালে বৈদিক সন্ন্যাসীর সংখ্যা দশনামে পরিণত হয়।

শ্রীশঙ্করারণ্য নানাদেশে পর্য্যটন-ছলে কৃষ্ণভক্তির কথা প্রচার করিয়া পরিশেষে বোম্বাই-প্রদেশের শোলাপুর-জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুরঙ্গপুর বা পাণ্টরপুর-নামকস্থানে ভীমা-নদীর তীরে সমাধিস্থ হ'ন। কথিত আছে,—শ্রীবিঠ্ঠলনাথ বা বিঠোবা-দেবে যতিরাজ শ্রীশঙ্করারণ্য প্রবেশ করেন। ইহার বহু বৎসর পরে (১৪৩৩ শকাব্দে) শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিতে করিতে পাণ্ঢরপুরে আসিয়া অবস্থানকালে শ্রীরঙ্গপুরীর নিকট শ্রীবিশ্বরূপের তথায় নির্য্যাণ-লাভের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তৎকালে পাণ্ঢরপুর একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ ও বহু সাধু-বৈষ্ণবের অধ্যুষিত ভূমি ছিল।

শ্রীবিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন শ্রীশচী-জগন্নাথ, স্বয়ং

মহাপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতাদি ভক্তগণ বিরহে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। এবং সকলে হা বিশ্বরূপ! হা বিশ্বরূপ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হৃদয় বিদারক আর্ত্তিতে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই ক্রন্দন লোকচক্ষে বিরহ-সূচক হইলেও নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ সন্ন্যাস-বিরোধী গৃহাসক্ত-জনগণের শোকাশ্রু এবং মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-নিষেবনমূলক সন্ন্যাসপ্রিয় ভক্তগণের আনন্দাশ্রু সমজাতীয় নহে। তখন শ্রীশচী-জগন্নাথ ও ভক্তগণকে পরমার্থবিৎ আত্মীয়স্বজনবর্গ সান্ত্বনা-প্রদান করিতে লাগিলেন—"শ্রীবিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করায় সেই মহাজন ত্রিকোটী-কুলের শ্রীবৈকুণ্ঠবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার বিষ্ঠার সম্পূর্ণতা বিধান করিয়াছেন। ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। ইহাতে আদৌ দুঃখ করা উচিত নহে।" তাৎকালিক বর্ণাশ্রমি-সমাজে সন্ন্যাসের আদর ও গৌরব সর্ব্ববাদিসম্মত ছিল। পরবর্ত্তি-সময়ে বিলাস-নিরত দারি-সন্ন্যাসিগণের আসব-পানাদি ও মৎস্য-মাংসাদি 'পঞ্চ ম-কার' সাধন যতিধর্ম্মকে যেরূপ কদর্য্য ও বিকৃত করিয়াছে, তাহা—প্রকৃতপ্রস্তাবে শোচনীয়। এই গ্লানি-নিরসন-কল্পে শুদ্ধগৌড়ীয়ভক্ত-সমাজে উক্ত শব্দ-মাত্রে পর্য্যবসিত ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-বিধির পুনঃ প্রচলন অধুনা বৈষ্ণব-সমাজের পরম-হিতকর ও সুখপ্রদ বলিয়া বিবেচিত ও কথিত হইতেছে। প্রাকৃত পুত্রের প্রাকৃত পিতার ন্যায় শ্রীজগন্নাথ মিশ্রাদি শোকে কাতর হইবার যে অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, উহা প্রাকৃত বস্তুর মোহে আচ্ছন্ন ব্যক্তিকে বঞ্চনা এবং

বিশ্বরূপের কৃষ্ণভজনপর সন্ন্যাসের মহিমা-সূচক বাক্যদ্বারা দৈব-বর্ণাশ্রমি-সমাজের নিকট ভোগোত্থ শোকনাশক সন্ন্যাসের গৌরব প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই, জানিতে হইবে। শ্রীবিশ্বরূপের সন্ন্যাস-গ্রহণে পিতা জগন্নাথ-মিশ্রের প্রাপঞ্চিক বিচারোত্থ বাৎসল্য-রসের বিকার অপনোদিত হইয়া নিত্য-সত্য-বিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুবস্তুতে যে পুত্রোপলব্ধি ঘটিল, তাহাই প্রাকৃত বাৎসল্য-রস-বন্ধন-নিবারক প্রকৃত সন্ন্যাস। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসলীলা শ্রবণ করিলে জীবের কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্তি লাভ ঘটে। শ্রীবিশ্বরূপের অংশত্রয়—কারণার্ণবশায়ি-বিষ্ণু, গর্ভোদশায়ি-বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদশায়ি-বিষ্ণুর সন্ধান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেই জীব প্রপঞ্চ-দর্শন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন।

শ্রীবিশ্বরূপের সন্ন্যাসে মিশ্রবর শ্রীনিমাইকে আর পড়িতে নিষেধ করিলেন। বিদ্যাবিলাসী প্রভু নিজ বিলাসে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার ঔদ্ধত্য ও চাপল্য-লীলা বিস্তার করিতে লাগিলেন। সেই ঔদ্ধত্য-লীলা করিতে লাগিলেন নিজভক্তগণ গৃহে। ভক্তগণ সঙ্গে বিবিধ লীলা বিস্তারে রাত্রেও গৃহে আসিতে অবসর নাই। নিজ সর্ব্বশক্তিসমন্বিত শ্রীঅঙ্গ কম্বল (অল্পশক্তি) দ্বারা আবৃত করিয়া ভক্তগণও যে মহৎকার্য্যে আসিয়াছেন,—তাহা শ্রীগৌর মনোঽভীষ্ট প্রপূরণরূপ মহৎকার্য্য। তাঁহারা শ্রীগৌরহরির ছন্নলীলায় আত্মপ্রকাশ না করা পর্য্যন্ত সাধারণ ধার্ম্মিকের ন্যায় বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্মে রত হইয়া আছেন।

প্রভু বুঝাইলেন ঐ বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মরূপ কদলিবন আমার আবৃত অল্পশক্তিতে তাহা ভাঙ্গিয়া মুক্তিদানে সক্ষম। কিন্তু প্রেম-প্রদানরূপ মহান কার্য্যের সহায়ক পার্ষদগণকে সেই মনোঽভীষ্ট প্রপূরণার্থে ইঙ্গিত করিয়া রাত্রে অলক্ষ্যে ধর্ম্মের ষণ্ডের লঘু কার্য্যকে অত্যল্প ধর্ম্ম তাহা জানাইয়া নিজ মহান শক্তিকে আবৃত করাই কম-বল আচ্ছাদন। এবং লঘু-গুর্ব্বাদি বাহ্য কার্য্য হইতে বিরত হইয়া ভক্তগণকে অন্তরঙ্গ সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য। প্রভুর পার্ষদভক্তগণের বাহিরের কার্য্য বন্ধ করিয়া অন্তরঙ্গ সেবা যে শ্রীহরিনাম-প্রেম-প্রদানরূপ মনোঽভীষ্ট প্রচারকার্য্যে যোগদানার্থে প্রস্তুত হইবার ইঙ্গিত।

বর্জ্জ্য-হাড়ীর আসনোপবেসন রহস্য ঃ— অপ্রাকৃত চিন্ময়ী বিদ্যাবিলাসী শ্রীগৌরহরি বাধাপ্রাপ্ত হইলেন মিশ্রবাক্যে। পরম পণ্ডিতপ্রবর মিশ্র মহোদয় জড়বিদ্যা যে মায়িক বৈভব তাহা হইতে বাৎসল্য রসের বিষয়-বিগ্রহ শ্রীনিমাইকে বিরত করিতে ইচ্ছা করিয়া পাঠ বন্ধ করিলেন। পিতৃভক্ত-কুল-চূড়ামণি প্রভু পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলেন। প্রভু যে অপ্রাকৃত শুদ্ধা-সরস্বতী-পতি, সেই শুদ্ধা সরস্বতীর সেবা গ্রহণরূপ বিদ্যাবিলাস লীলায় মত্ত ছিলেন তাহা প্রকাশার্থ এই লীলাভঙ্গীর অবতারণা। এই অপ্রাকৃত চিন্ময়ী সম্বিতের উপর হ্লাদিনীর আবেশ দ্বারা নামসঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্মের অবতারণা লীলার বৈশিষ্ট্য প্রকটনোদ্দেশ্যে এই লীলা।

কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার তাহার উপর হ্লাদিনীর প্রেম-রসাবেশই নামসঙ্কীর্ত্তন। সেই ভাব জড়বিদ্যার প্রতি আবিষ্ট হইলে, জড়বিদ্যা তখন জড়ত্ব ধর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া চিদ্ভাবে তাদাত্ম্যতা প্রাপ্ত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন সেবায় নিযুক্ত হইতে পারে। স্মার্ত্তগণ অপ্রাকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে অক্ষম হওয়ায় এই সকল বিচার বুঝিতে না পারিয়া শ্রীভগবানে, ভক্তে, ভক্তিতে, ভগবৎ-সেবোপকরণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতেও ভাবে মায়িক প্রভাব বর্ত্তমান আছে বিবেচনা করেন। ভক্তের বিচার বুঝিতে অক্ষম হওয়ায় ও অপ্রাকৃত শক্তির বিষয় তাহাদের বিচারাধীন করিয়া জড়ীয় বিচারের অধীন করিয়া ফেলেন। জড়ীয় বস্তু ও বিচারের শুচি-অশুচী অপ্রাকৃত বস্তুতে আরোপ করিতে গিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিয়া বসেন। সেই দুর্দ্দমণীয় প্রবল অপরাধের হস্ত হইতে স্মার্ত্ত মতাবলম্বীর বিচারের অকর্ম্মন্যতা ও দোষ-দুষ্টতা প্রতিপাদন করিয়া জীবকে উদ্ধার-কল্পে এই লীলার অবতারণা। শ্রীশচীমাতা বাৎসল্যরসের মূর্ত্ত-মূল-আশ্রয়-বিগ্রহ তিনি যে বস্তু ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করিয়া সাক্ষাৎভাবে শ্রীগৌরহরির সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন তাহা ভক্তি-ভাবে বিভাবিত হইয়া অপ্রাকৃতত্ব লাভ করিয়া পরম-বিশুদ্ধতা লাভ করিয়াছে ও পরম পবিত্র হইয়াছে। জড়ীয় শুদ্ধতম বস্তু হইতেও পরম বিশুদ্ধতম। "দ্বৈতে ভদ্রা-ভদ্র-জ্ঞান—সব "মনোধর্ম্ম।" 'এই ভাল, এই মন্দ', এই সব ভ্রম।" এই মনোধর্ম্ম ও শুদ্ধাশুদ্ধরূপ মনোধর্ম্ম হইতে উদ্ধার না হইলে

ভক্তির বিচার বোধগম্য হইবে না। এই লীলাটী স্মার্ত্তধর্ম্মের সমূলে উচ্ছেদকারক।

মৃত্তিকাভক্ষণ লীলা ঃ—একদিন শ্রীনিমাই খই সন্দেশ না খাইয়া মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে, শচীমাতা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন ঃ—সমস্ত খাদ্য ও দেহ মাটির বিকার, অতএব তাহা খাইতে দোষ নাই। অর্থাৎ মূল বাস্তব বস্তুই লক্ষীতব্য। সেই বাস্তব বস্তুর শক্তি পরিণামে অন্য বস্তু সকলের উদ্ভব অতএব মূল বাস্তব-তত্ত্বই লক্ষিতব্য। তদুত্তরে শ্রীশচীমাতা বলিলেন—মাটীর বিকার অন্ন খাইলে দেহ-পুষ্টি হয়। মাটী খাইলে রোগ হয়। মাটীর বিকার ঘটে জল ভরা যায়। মাটী-পিণ্ডে জল শোষিত হইয়া যায়। অর্থাৎ ভোজ্যবিষয়-গ্রহণই অচিজ্জাতীয় চেষ্টা, তাহাতে হরিসেবা নাই। প্রতিকূল-বিষয়ের সহিত কৃষ্ণসেবার অনুকূল বিষয়কেও ভ্রমক্রমে নির্ব্বিশেষবাদিগণ সমজাতীয় বলিয়া জ্ঞান করে। ঐ প্রকার ধারণা যে প্রাকৃত-সিদ্ধান্তের নিতান্ত ভ্রমযুক্ত অস্ফুট বিকাশ তাহা, অর্থাৎ তাদৃশ মূঢ়-নির্ব্বিশেষ-চিন্তার অকর্ম্মণ্যতা মহাপ্রভু মাতার মুখে মৃৎ ও ঘটের সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করিলেন এবং বাস্তব বিচারে নির্ব্বিশেষবাদীর ভ্রম প্রদর্শন করিলেন। নিজে অপ্রাকৃত বাস্তব বিচারের মৌলিকত্বও সংক্ষেপে প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীহরিবাসর-দিবসে হিরণ্য-জগদীশ পণ্ডিতের অন্নভক্ষণ লীলা ঃ—জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য পণ্ডিত নামক

দুই ব্রাহ্মণ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বন্ধু গোদ্রুমদ্বীপে বাস করিতেন। তাঁহারা একাদশী দিবসে প্রচুর-পরিমাণে ভগবন্নৈবেদ্যের আয়োজন করিয়াছিলেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তের প্রীতিতে সেই সকল দ্রব্য আনাইয়া ভোজন করিয়াছিলেন। একাদশী-দিবসে উপবাস—কেবলমাত্র সাধক জীবের পক্ষেই বিহিত, পরন্তু স্ব-সৃষ্ট-বিধি-নিষেধাতীত নিখিল-সেবোপকরণের একমাত্র উপভোক্তা ভগবানকেই সেই দিবস নৈবেদ্য অর্পণ করিতে হয়। বৈষ্ণবগণ হরিবাসরে সর্ব্বপ্রকার ভোগ পরিহার-পূর্ব্বক, অপর দিবসের ন্যায় গ্রহণ বা সেবন দ্বারা প্রসাদ-সম্মানের বিধি স্বীকার করেন না, কিন্তু ভক্তপতি ভগবান্ শ্রীহরি তদীয়-বাসরে ভক্তগণের প্রদত্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীগৌর-নারায়ণও সেইসকল নৈবেদ্য ভোজনের দ্বারা ভক্ত-মনোঽভীষ্টপূরণরূপ ভক্তবাৎসল্য প্রকাশ করিলেন।

নিমাইয়ের বালচাপল্যের বিরুদ্ধে গঙ্গা-স্নানকারী পুরুষগণের অভিযোগঃ—নিমাই আমাদিগকে ভাল করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে দেয় না, জল দিয়া ধ্যান ভঙ্গ করে, বলে—'কাহার ধ্যান কর, এই দেখ কলি-যুগে আমি প্রত্যক্ষ নারায়ণ'। শিবলিঙ্গ চুরি করে, উত্তরী লইয়া পলায়ন করে, বিষ্ণু-পূজার আসনে বসিয়া নৈবেদ্য খায় ও পূজোপকরণ লইয়া পলায়ণ করে, আর বলে—'যাঁহার জন্য আনিয়াছ, তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, দুঃখ করিতেছ কেন?' জলে নামিয়া সন্ধ্যা করিলে ডুব দিয়া চরণ ধরিয়া টানিয়া

লইয়া যায়, সাজি ধুতি লইয়া পলায়ণ করে, গীতা-পুঁথি, চুরি করে, বালক পুত্রের কাণে জল দিয়া কান্দায়, পৃষ্ঠ দিয়া কান্ধে চড়িয়া 'আমি মহেশ' বলিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, বিষ্ণুপূজার আসনে বসিয়া নৈবেদ্য খায় এবং নিজে বিষ্ণুপূজা করে, স্নান করিয়া উঠিলে অঙ্গে বালুকা দেয়, স্ত্রী-পুরুষের বস্ত্র বদল করিয়া দেয় ; এই সকল কার্য্যে যত চপল বালক তাহাকে সাহায্য করে।

প্রভুর এই সকল চাপল্যের কারণ কি ? পার্ষদ ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পুরণোদ্দেশ্যে এই সকল লীলা। ইহা-দ্বারা তাঁহাদের প্রচুর আনন্দ দান করেন, তাঁহারা এত আনন্দ লাভ করেন এবং এই সকল আনন্দদাতা-প্রভুকে শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রই আমাদের ভাগ্যে মিলাইয়া দিয়াছেন বলিয়া আনন্দে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনোদ্দেশ্যে কৌতুকে প্রভুর এই সকল লীলাবলী বর্ণন করিয়া আনন্দলাভ করাই সেই ভক্তগণের গূঢ় উদ্দেশ্য। ভক্তগণকে বহুক্ষণ ধরিয়া অপ্রাকৃত চিণ্ময় সলিলে অবগাহনাদি দ্বারা আনন্দই বিধান করেন। সাক্ষাৎ ধ্যেয়বস্তু সাক্ষাতে থাকাতে তাঁহাদের গৌরহরি ব্যতীত অন্য ধ্যানের অনাবশ্যকতা জ্ঞাপন করেন। এবং কলিযুগের সাক্ষাৎ অবতারত্ব প্রকাশ করেন। শিবভক্তগণের শিবলিঙ্গ এবং শিবের ও আরাধ্য যে তিনি—তাহা সিদ্ধান্ত করিয়া শিবলিঙ্গকে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া রাখেন। তিনি অভিন্ন বিষ্ণুতত্ত্ব অতএব সত্যসত্য সাক্ষাৎ বিষ্ণুপূজাই সুষ্ঠুভাবে

হইতেছে ইহা জানাইয়াছেন। মন্ত্রাধিষ্ঠাতা স্বয়ং শ্রীবিগ্রহ প্রকট করিয়াছেন। সখ্য ও বাৎসল্য-রসের ভক্তগণের প্রতি ডুব দিয়া চরণ ধরিয়া লইয়া যান। গীতাদি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তু স্বয়ং সাক্ষাৎকার হইয়াছেন, অতএব আর গীতাদি শাস্ত্র আবশ্যক করে না এবং গীতা সাক্ষাৎ ভগবৎ-অঙ্গ ইহা জানাইয়া দেন। পুত্রের কর্ণে জল দিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কান্দাইবার জন্য। শিবভক্তের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক শিবের আরাধ্য স্বয়ং তিনি বলিয়া তাহার সেবা গ্রহণ ও শ্রীচরণ স্পর্শদ্বারা কৃপা করেন। বিষ্ণুভক্তগণের পূজার আসনে বসিয়া বিষ্ণুপূজার নৈবেদ্য গ্রহণ ও বিষ্ণুপূজার প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদনার্থে আসন ও নৈবেদ্য গ্রহণ লীলা। বারবার বিষ্ণু পাদোদ্ভবা অপ্রাকৃত সলিলে অবগাহনার্থ ও দর্শনাদি দানে কৃতার্থ করিবার জন্যই স্নান করিলে বালুকা প্রদান লীলা। যেসকল স্ত্রী পার্ষদ পুরুষদেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন এবং যে সকল পুরুষ ভক্ত স্ত্রীদেহ ধারণপূর্ব্বক গৌরলীলা রস আস্বাদনার্থে আবির্ভূত হইয়াছেন সর্ব্বজ্ঞ চূড়ামণি প্রভু তাঁহাদের ইঙ্গিতে বুঝাইবার জন্য এই বস্ত্র পরিবর্ত্তন লীলা কারণ। এইসকল লীলার সহায়ক নিত্যসঙ্গী সখাগণই বর্ত্তমানে চপল বালকগণ —তাঁহার লীলাসঙ্গী।

বালিকাগণের অভিযোগঃ—বসন করয়ে চুরি, বোলে অতি-মন্দ। উত্তর করিলে জল দেয়, করে দ্বন্দ্ব॥ ব্রত করিবারে যত আনি ফুল-ফল। ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া

সকল ॥ স্নান করি' উঠিলে বালুকা দেয় অঙ্গে। যতেক চপল শিশু, সেই তার সঙ্গে ॥ অলক্ষিতে আসি' কর্ণে বোলে বড় বোল।" কেহ বোলে,—মোর মুখে দিলেক কুল্লোল ॥ ওকড়ার বিচি দেয় কেশের ভিতরে।' কেহ বোলে,—'মোরে চাহে বিভা করিবারে ॥ প্রতিদিন এইমত করে ব্যবহার। তোমার নিমাই কিবা রাজার কুমার? পূর্ব্বে শুনিলাঙ যেন নন্দের কুমার। সেইমত সব করে নিমাই তোমার ॥ দুঃখে বাপ-মায়েরে বলিব যেই দিনে। ততক্ষণে কোন্দল হইবে তোমা' সনে ॥ নিবারণ কর ঝাট আপন ছাওয়াল। নদীয়ায় হেন কর্ম্ম কভু নহে ভাল ॥" ইঁহারা কার্ত্যায়ণী-ব্রত-পরায়ণা ব্রজদেবীগণ। গৌরলীলার রসমাধুর্য্যোৎকর্ষ-আস্বাদনার্থে গৌরধামে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। গৌর-কৃষ্ণ একতত্ত্ব হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে তাঁহাদের সহিত ঐ প্রকার লীলাভিনয়। তাঁহারা তাহাতে সবাই অন্তরে বড়ই সন্তুষ্ট। শ্রীশচীমাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থে ও নিজ আনন্দবার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে এবং শচীমাতার শ্রীচরণধূলি লইয়া তাঁহার স্নেহাকর্ষণ ও নিজ-জন বলিয়া স্বীকার প্রার্থনায় ঐপ্রকার উক্তি। আবার কৃষ্ণলীলা অপেক্ষা গৌরলীলার রসোৎকর্ষতা প্রার্থনাও ইহার মধ্যে ইঙ্গিত আছে। বালিকা ও প্রবল আর্ত্তিভরে ব্যাকুল প্রার্থনা থাকাতে ইহাতে রসাভাস দোষ হয় নাই। শ্রীশচীমাতা নিমাইকে সংযত ও সুষ্ঠুভাবে তাঁহাদের আশা পূরণার্থে আদেশ করিবেন এবং গৌর ও কৃষ্ণ

লালার মধ্যে যে লীলা বৈচিত্র্য আছে তাহা শ্রীশচীমাতা কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে গৌরলীলার মহামাধুর্য্য প্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ দ্বারা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। সকলেই শ্রীকৃষ্ণ-লীলার সঙ্গী ও ভক্ত। এ বিষয়ে শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর মহাশয়ের লেখনীতে পরিস্ফুট হইয়াছে। যথা—"যতেক চাপল্য প্রভু করে যার সনে। পরমার্থে সবার সন্তোষ বড় মনে॥ কৌতুকে কহিতে আইসেন মিশ্র স্থানে॥" "কৌতুকে সে কথা কহিলাঙ তোমা' স্থানে। তোমা' বই ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে॥ সে-হেন নন্দন যাঁর গৃহ-মাঝে থাকে। কি করিতে পারে তারে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শোকে? তুমি সে সেবিলা সত্য প্রভুর চরণ। তার মহাভাগ্য,—যাঁর এ-হেন নন্দন॥ কোটী অপরাধ যদি বিশ্বম্ভর করে। তবু তারে থুইবাঙ হৃদয়-উপরে॥" জন্মে জন্মে কৃষ্ণভক্ত এই সব জন। এ সব উত্তম-বুদ্ধি ইহার কারণ॥ অতএব প্রভু নিজ-সেবক সহিতে। নানা ক্রীড়া করে, কেহ না পারে বুঝিতে॥

এদিকে নিমাই অন্য পথে গৃহে আসিয়া মায়ের নিকট স্নান করিতে যাইবেন বলিয়া তৈল চাহিলেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে স্নানের কোন চিহ্ন না দেখিয়া ও কালি-বিন্দু আদি দেখিয়া শ্রীশচীমাতা চিন্তা করিলেন—ব্রাহ্মণগণ ও বালিকারা যে নিমাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া গেল তাহা কি মিথ্যা! তাহাও ত নহে; তবে নিমাইয়ের শ্রীঅঙ্গে ধূলা, কালি-বিন্দু, শুষ্ক কেশ, শুষ্ক বস্ত্রাদিতে স্নানচিহ্ন নাই কেন! তবে নিমাই কি

মনুষ্য নহে! কারণ সকল কার্য্যই তাহার অমানুষী। ঐ সকল ঐশ্বর্য্য প্রকট করিয়াও মাধুর্য্যের প্লাবনে স্বরূপশক্তি শচীমাতার বুদ্ধিকে আবৃত করিয়া শ্রীগৌরলীলার ভৌমমাধুর্য্য প্রচুরভাবে আস্বাদন করাইতে লাগিলেন। প্রভুও শচী ও মিশ্রবরের ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া অপূর্ব্ব ভৌম-গৌর-বাৎসল্য-রসাস্বাদনে প্লাবিত করিলেন। এ সকল মহামাধুর্য্যময় লীলা। দৈব-গৌরলীলায় এত গাঢ়, সুষ্ঠু ও প্রবলভাবে প্রকাশিত নাই। মহামাধুর্য্য-লীলা প্রকট করিয়াও নরলীলার ভৌম-রসাস্বাদন বৈশিষ্ট্য পূর্ণভাবে প্রকাশ করিলেন। আবার ধর্ম্ম-সংস্থাপক সত্যসনাতন প্রভু মাতা-পিতার নিকট মিথ্যা বলিলেন কেন? কাহারও কাহারও এ প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। তদুত্তরে—শ্রীভগবানের লীলা সকলই সত্য। অবতরীর মধ্যে সকল অবতারই সর্ব্বক্ষণ বিরাজিত। গঙ্গায় বহুবিধ অবতারের ও রসের ভক্তগণ অধিক রসাস্বাদন কৌতূহল-পরায়ণ হইয়া ভৌম গৌরধামে গৌরলীলা দর্শনার্থে ও সেবোৎসুক হইয়া আসিয়াছেন। অতএব প্রভুও সর্ব্বভক্তের মনোবাঞ্ছা যথাযথ-ভাবে সম্পাদনার্থে 'পরিপূর্ণ রস সমুদ্র-লীলাময়' নিজ-গৌর-স্বরূপ হইতে তাহাদের ইষ্ট ও রসোপযোগী ভগবৎ-স্বরূপ প্রকট করিয়া লীলা রসাস্বাদন করেন। তৎসহ গৌরলীলার বৈশিষ্ট্য ও ভাবমাধুর্য্যও সংযুক্ত করিয়া ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। সকল ভক্তের শ্রীকৃষ্ণাদি অবতারের লীলামাধুর্য্য আস্বাদন করাইয়াও স্বয়ং শ্রীগৌরহরির বিদ্যাবিলাস ও শ্রীশচী-জগন্নাথের বাৎসল্য

রসাস্বাদন এককালে প্রকাশ করিলেন। তিনি গৌর-স্বরূপে শ্রীশচী-জগন্নাথের কোলে উঠিলেন এবং অন্য ভগবৎ স্বরূপ দ্বারা যথাযথ ভক্তবাঞ্ছাপূরণ এককালেই সম্পাদন করিলেন। ইহা স্বয়ং ভগবানের অচিন্ত্য-সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মের সামঞ্জস্য সর্ব্বদা সম্ভব হেতু মহা-চমৎকৃতির উদয় করাইতেছে। এবং এই মিথ্যা-প্রতিম বাক্যাবলীও শ্রীগৌরলীলাতে মহা-চমৎকৃতি সাধক হইয়া ভূষণ-স্বরূপে পরম শোভা-চমৎকৃতির প্রকাশ করিতেছে। ইহা দূষণ নহে ভূষণই হইয়াছে।

উপনয়ন ঃ—শ্রীগৌরলীলা নিত্য হইলেও ভৌম-নবদ্বীপ-লীলার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ-কল্পে শ্রীগৌরহরি নিত্য নব-নবায়মান-ভাবে নানাপ্রকার লীলা প্রকট করিতে লাগিলেন। তিনি নরলীলায় ব্রাহ্মণ কুমাররূপে লীলা প্রকাশ করায় অষ্টম বর্ষকালে-উপনয়ন সংস্কারগ্রহণ করিলেন। সংস্কার-গ্রহণের পরই স্বাধ্যায়ে অধিকার জন্মে; যেহেতু অনুপনীত ব্যক্তি ব্রহ্মসূত্রের অপশূদ্রাধিকরণ-বিচারানুসারে বেদান্ত শ্রবণে অযোগ্য। পঞ্চরাত্রিক-মন্ত্র-গ্রহণের পর শ্রীনারদপঞ্চরাত্র-মতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তি দশসংস্কার অবশ্যই গ্রহণ এবং তদনন্তর মন্ত্রের অর্থ শ্রবণ করিবেন। আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী প্রভু নিজে উক্ত বিচার সংরক্ষণার্থে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীশেষদেব নিজ সেবার সময় বুঝিয়া যজ্ঞসূত্ররূপে প্রভুর শ্রীঅঙ্গের শোভায় শোভমান হইলেন। উপনয়ন হইলে মানবককে ভিক্ষা করিতে হয়। তখন সর্ব্বঅবতারীগণেরও অবতারী প্রভু বিশ্বম্ভর বামনদেবের

দেব-রূপমাধুরী ও লীলামাধুরী প্রকট করিয়া দেব ও নরশরীর-ধারী ভক্তগণকে কৃপা করিলেন। শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি নিত্য ও অপ্রাকৃত হইলেও সেই সেই ভক্তের সেই সেই রসের উপযোগী শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়া ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। তাই ভক্তগণের সেই বামনরূপ দর্শনাকাঙ্ক্ষা পূরণার্থে খর্ব্বাকৃতি ব্রাহ্মণবটুরূপী বিষ্ণু-অবতারের ন্যায় শ্রীমূর্ত্তি ও লীলা প্রকট করিলেন। শ্রীবামনদেব সখ্যরতি, কিন্তু তৎসহ বাৎসল্য রস মিশ্রিত করিয়া ভৌম-গৌর-লীলার বৈচিত্র্য প্রকট করিয়া অভিনব সেই শ্রীবামনদেবের শ্রীমূর্ত্তি অপেক্ষাও মহাসৌন্দর্য্যময়ী শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া ভক্তচিত্ত-হরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীবামন-অবতার কেবলমাত্র অশ্বমেধ-যজ্ঞে দীক্ষিত বলি মহারাজের নিকট ত্রিপাদভূমি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। মায়িক ত্রিগুণময়-সর্গে ভগবন্ বিষ্ণুর একপাদ-বিভূতি এবং মায়াতীত শুদ্ধসত্ত্ব বৈকুণ্ঠে ত্রিপাদ-বিভূতি অবস্থিত। 'কায়'-শব্দে স্থূলজগৎ, 'মনঃ'-শব্দে সূক্ষ্মজগৎ এবং বাক্-শব্দে 'বৈকুণ্ঠ' উদ্দিষ্ট। অতএব যাহা স্থূল এবং সূক্ষ্ম জগতের অতীতরাজ্যে অবস্থিত হইয়া অক্ষজ-জ্ঞানাতীত, সেই ত্রিপাদ-ভূমিই শ্রীবামনদেব বলির নিকট যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। স্থূলজগৎ 'ভূর্লোক', সূক্ষ্মজগৎ 'ভুবর্লোক' এবং প্রকৃতির অতীত শব্দ-বাচ্য বৈকুণ্ঠ জগৎ 'স্বর্লোক'—এই ব্যাহৃতিত্রয়ে নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া অর্থাৎ শরণাগত হইয়াই ভগবান্ বিষ্ণুর অনুশীলন কর্ত্তব্য। বহির্জগতে বিষ্ণুর উপলব্ধি নাই। বিশুদ্ধসত্ত্বেই 'বাসুদেব' অবস্থিত। ভগবান্

শ্রীবামনদেব নিবেদিত বলি বা উপহার অর্থাৎ নৈবেদ্যই স্বীকার করেন, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু স্বীকার করেন না। জড়বিচারপর সৌরসম্প্রদায় উদয়াচল ও অস্তাচলকে লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণু-বস্তুকে সূর্য্যরূপে দর্শন করেন। ইহা প্রাকৃতবিচারপর জড়-কালীয় ত্রিসন্ধ্যা-শব্দ-বাচ্য। চতুর্দ্দশ ভুবনপতি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ত্রিসর্গের আকরবস্তু হইয়াও প্রাকৃত-জগতে কখনও বা বামনরূপ, কখনও বা সার্দ্ধত্রিহস্ত-পরিমিত স্বরূপ প্রদর্শন করেন। স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীগৌর-কৃষ্ণ শিশুরূপী ব্রাহ্মণ-বটুর সজ্জায় ভিক্ষা-গ্রহণরূপ ত্রিবিক্রমাবতারলীলা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীবামনাবতারে শ্রীবলি মহারাজকে কৃপা করিয়া বৈকুণ্ঠভূমিকা-রূপ ত্রিপাদ প্রদর্শন করিয়া বৈকুণ্ঠের কৃত্য শিক্ষা এবং নিজ শরণাগতপালকত্ব গুণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর শ্রীগৌরাবতারে বহুভক্তের নিকট ভিক্ষাগ্রহণ-রূপ লীলা করিয়া নিজ মাধুর্য্যে আকৃষ্ট করিয়া যে বস্তুদান করিলেন, তাহা শরণাগতি-দ্বারা প্রাপ্ত বস্তু হইতেও অনেক বড়-বস্তু-প্রদানরূপ মহাঔদার্য্যময়ী কৃপা করিলেন। ভক্তগণ সকলেই সেই প্রভুকে প্রাণ পর্য্যন্ত ভিক্ষা দিলেন। শ্রীভগবানের সেবা বা অর্পণ কখনও বিফল হয় না। তাই এই ঔদার্য্যময়ীলীলায় শ্রীবিশ্বম্ভরকে দেব-দেবী ও নর-নারী রূপধারী ভক্তগণ ভিক্ষা দিয়া প্রেম পর্য্যন্ত লাভ করিলেন। সেই প্রাপ্তি বলির প্রাপ্তি অপেক্ষাও কোটিগুণে অধিক। তাই শ্রীল বৃন্দাবন দাসঠাকুর লিখিয়াছেন—"যে শুনে প্রভুর যজ্ঞসূত্রের গ্রহণ। সে পায়

চৈতন্যচন্দ্র-চরণে শরণ ॥ হেনমতে বৈকুণ্ঠনায়ক শচী-ঘরে। বেদের নিগূঢ় নানামত ক্রীড়া করে ॥” শ্রীগৌরহরির কৃপা বেদে বর্ণিত প্রাপ্য অপেক্ষা আরও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ও নিগূঢ়। তাঁহার কর্ণবেধকালে নাপিত তাঁহার কর্ণে ছিদ্র দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছামতে কাহাকেও কিছু বলিল না।

বিদ্যাবিলাস ঃ—উপনয়ন গ্রহণ করিয়া বিদ্যাবধূ-জীবন শ্রীগৌরহরি সান্দীপনি মুনির অবতার গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে কৃপা করিতে তাঁহার নিকট বিদ্যাভ্যাসের লীলা করিলেন। গঙ্গাদাস বাৎসল্য স্নেহে মহাপ্রভুর বিদ্যাবিলাসের সেবায় কৃতার্থ হইলেন। শ্রীনিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া তিনি যে বিদ্যাবধূ-জীবন, বিনা অধ্যয়নেই সর্ব্বজ্ঞ, তাহা জানাইলেন। আবার গুরুর মর্য্যাদা রক্ষণার্থে গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের ব্যাখ্যা স্থাপন করিলেন। সরস্বতী-পতির “কর্ত্তুম-কর্ত্তুমন্যথা”-শক্তি প্রভাবে তিনি “হয় ব্যাখ্যা নয় ও নয় ব্যাখ্যা হয়” করিতে লাগিলেন। কেহই তাঁহার স্থাপিত ব্যাখ্যা কোনও প্রকারে খণ্ডন করিতে পারেন না। ক্রমশ শ্রীগঙ্গাদাস-পণ্ডিতের নিকট যে বহু বহু ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন, সকলেই শ্রীনিমাইয়ের অধীন হইয়া পড়িলেন এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। ধন্য প্রভু ও ধন্য সেই ছাত্রগণ। এই প্রকারে গঙ্গাস্নানে গিয়া অন্য অধ্যাপকের শিষ্যগণের সহিত বিচার করিয়া সকলকেই জড়বিদ্যার দম্ভ চূর্ণ করিয়া

নিজ পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিতে লাগিলেন। গঙ্গার প্রতি ঘাটে ঘাটে যাইয়া সর্ব্ব অধ্যাপকের শিষ্যগণকে পরাজিত করিয়া জড় বিদ্যার দম্ভ ছাড়াইয়া অপ্রাকৃত বিদ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন ও নিজ পাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়া মহাকৃপা বিতরণ করিয়া সরস্বতী-পতি ভৌম-গৌরলীলার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অপ্রকট গৌরধামে বিদ্যাবিলাস থাকিলেও তথায় জড়বিদ্যার প্রবেশাধিকার না থাকায় এই প্রকার বিচারাদি ও তৎসহ বহু বদ্ধ-জড়-বিদ্যানুশীলনকারীকে কৃপা-রূপ লীলা তথায় নাই। তথায় ভাবরূপী ব্যতিরেক-চেষ্টা উদ্দীপনময়ীরূপে থাকিলেও এই মহামাধুর্য্য বৈশিষ্ট্য এরূপ-ভাবে প্রকাশিত নাই। এই সকল মাহাত্ম্য দর্শনার্থে সর্ব্বজ্ঞ দেবগুরু বৃহস্পতি শিষ্যগণসহ নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় যমুনার সৌভাগ্য দর্শনে গঙ্গা অজ-ভবাদি-বন্দিতা হইয়াও যমুনার সৌভাগ্য বাঞ্ছা করিয়াছিলেন। বাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীভগবান্ গৌরহরি তাই গঙ্গার বাঞ্ছা পূরণার্থে বিভিন্ন ঘাটে ও জলে খেলা ও বিদ্যাবিলাসাদি বহু নব নব ভাবে লীলা করিয়া যমুনা অপেক্ষাও গঙ্গাকে অধিক সৌভাগ্যশালিনী করিলেন। শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীকমলাকান্ত ও শ্রীকৃষ্ণানন্দাদি বহু মুখ্য সহাধ্যায়ী শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিদ্যাবিলাস লীলার সঙ্গী হইয়া প্রভুর সেবায় ও বিদ্যাবিলাসলীলার মহামাধুর্য্যাস্বাদনে কৃতার্থ হইলেন। শ্রীজগন্নাথ-মিশ্র মহোদয় প্রভুর নিত্য নব

নবায়মান ভাবে প্রোদ্ভাষিত লীলা-মহিমা ও রূপ-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া মহাকৃতার্থ হইতে লাগিলেন। নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ যদিও প্রভুর সর্ব্বদা সঙ্গী হইয়া নানাপ্রকার লীলা-মাধুর্য্য নিত্যই নব নবায়মানভাবে আস্বাদন ও সেবা করেন তথাপি এই ভৌম-গৌর-লীলার মহামাধুর্য্য এত অধিক বৈশিষ্ট্য যে সর্ব্ব অবতারের সর্ব্বলীলার সর্ব্বোপরি বিরাজমান হইয়া ভক্তগণকে পরমানন্দে মগ্ন রাখিয়াছেন।

একদিন হঠাৎ শ্রীনিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মাতা-পিতার যত্নে কিয়ৎক্ষণে সুস্থ হইয়া বলিলেন,—'শ্রীবিশ্বরূপ আমাকে ডাকিতেছেন ও সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য বলিতেছেন।' এবং মিশ্রবরও রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন—"নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন; কৃষ্ণ বলিয়া হাস্য, ক্রন্দন ও নৃত্য করিতেছেন। অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমাইকে বেড়িয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। নিমাই কখনও বিষ্ণু খট্টায় বসিয়া সবার মাথায় শ্রীচরণ তুলিয়া দিতেছেন। চতুর্ম্মুখ, পঞ্চমুখ, সহস্রবদন সবাই 'জয় শ্রীশচী-নন্দন' বলিয়া চতুর্দ্দিকে মহানন্দে স্তুতি করিতেছেন। কোটী কোটী লোক সহ নিমাই প্রতি নগরে নাচিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। লক্ষ কোটী লোক নিমাঞির পাছে ব্রহ্মাণ্ডভেদী উচ্চ-কীর্ত্তন করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে কেবল নিমাঞির স্তুতি করিতেছেন। নিমাঞি সর্ব্ব ভক্ত সহ নীলাচলে যাইতেছেন" অতএব এ স্বপ্ন মিথ্যা হইবার নহে। নিশ্চয়ই নিমাঞি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। শ্রীশচীমাতাকে এই

অপূর্ব্ব স্বপ্ন বৃত্তান্ত মিশ্র মহোদয় বর্ণন করিলে শ্রীশচীমাতা বলিলেন—"নিমাই এতই বিদ্যারসে মগ্ন হইয়াছে যে সে রস পরিত্যাগ করিয়া কখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে না। তুমি বৃথা চিন্তা করিও না। নিমাই ঘরে থাকিয়া গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। কিন্তু ঐ সকল কথায় মিশ্রবরের চিন্তা ছাড়াইতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন এ স্বপ্ন কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। বিশেষতঃ প্রীতির ধর্ম্মই এই যে 'ইষ্টের অহিত ভাবটাই চিত্তে উদিত হয়।' তদুপরি ভক্তাগ্রশিরোমণি গৌর-বাৎসল্যের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীমিশ্রের ভক্তির স্বভাব সুলভ দৈন্যই প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

স্বপ্নপ্রসাদঃ—শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রবর দুর্ল্লভ স্বপ্ন-প্রসাদে ভাবী গৌরলীলা সন্দর্শন করিলেন। যথা চৈঃ ভাঃ অঃ ১০।১৪৮-১৫১, ১৫৫, ১৫৬—"সাক্ষাতেই মারে যা'র অপরাধ হয়। স্বপ্নের প্রসাদ-শাস্তি দৃশ্য কভু নয়॥ স্বপ্নে দণ্ড পায়, কিবা অর্থলাভ হয়। জাগিলে পুরুষ সে সকল কিছু নয়॥ শাস্তি বা প্রসাদ প্রভু স্বপ্নে যারে করে। সে যদি সাক্ষাত লোকে দেখে ফল ধরে॥ তাঁ'রে বড় ভাগ্যবান্ নাহিক সংসারে। স্বপ্নেহো না কহে কিছু অভক্ত জনেরে॥ ** অপরাধ হৈলে দুই লোকে দুঃখ পায়। স্বপ্নেহো অভক্ত পাপিষ্ঠেরে না শিখায়॥ স্বপ্নে প্রত্যাদেশ প্রভু করেন যাঁহারে। সে-ই মহা-ভাগ্য হেন মানে আপনারে॥" তাই মিশ্রবর প্রভুর ভাবী লীলা সকল স্বপ্নে দর্শন করিলে শ্রীশচীমাতা ও অন্যান্য বন্ধু-

গণের আশ্বাসবাক্যেও তাঁহার প্রত্যয় জন্মিল না। তিনি স্বপ্ন-দৃষ্ট-লীলাসকল স্মরণ করিয়া নানা ভাবের বিচার করিতে লাগিলেন। তাঁহাতে পূর্ব্বের দশরথ ও নন্দের বিপ্রলম্ভময়ী বাৎসল্য-রস আস্বাদনের মূল আশ্রয়-বিগহত্ব-ভাবসকল স্মৃতি পথে আসিয়া বিকল করিতে লাগিল। এবারে ভৌম-গৌর-লীলায় অন্য প্রকার রস চমৎকারিতাময়ী শ্রেষ্ঠতমভাবাস্বাদনের বিষয় বিচার করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ শ্রীনিমাই সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলে তাহার সেবা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। সেবক সেবা-ব্যতীত কোন প্রকারেই সুখলাভ করিতে পারেন না। অতএব শ্রীগৌরহরির সেবাবিহীন হইয়া প্রকট গৌর-ধামে অবস্থান সমীচিন নহে। অথচ শ্রীগৌরলীলার রস-মাধুর্য্যাস্বাদন কৌতূহলও নিবৃত্ত হইতেছে না। এমতাবস্থায় ভক্ত ও ভক্তশক্তি অভেদ বিচারে শ্রীশচী-দেহে নিজভাব স্থাপন করিয়া তাঁহা হইতে দশরথ, সুতপা, কশ্যপ ও ও বসুদেব এই অংশ চতুষ্টয়কে নিত্যধামে প্রেরণ করিলেন। কারণ ইঁহাদের মধ্যে ঐশ্বর্য্যমিশ্র বাৎসল্য প্রবল থাকাতে মাধুর্য্যপ্রবল ও বিপ্রলম্ভ রসাস্বাদনে কিছু ঐশ্বর্য্যমিশ্র শ্রীগৌরনারায়ণের সেবারস অভিনবভাবে শ্রেষ্ঠতরত্ব আস্বাদন-পূর্ব্বক প্রভুর ইচ্ছা ও ইঙ্গিত বুঝিয়া তাঁহাদের গৌরলীলার এই পর্য্যন্ত রস-চমৎকারিতাই প্রাপ্য জানিলেন। এবং ভাবীলীলার শ্রেষ্ঠতর ভাব স্বপ্নে আস্বাদন করিয়া প্রভুর ইচ্ছায় উক্ত অংশ-চতুষ্টয় নিত্য বৈকুণ্ঠে যোগমায়া কর্ত্তৃক প্রেরিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও

শ্রীগৌরলীলা অভিন্ন হেতুক শ্রীনন্দ ও শ্রীগৌরপিতা একত্ব প্রযুক্ত শ্রীশচীমাতাতে প্রবেশ করিয়া শ্রীগৌরহরির পরবর্ত্তীরস আর এই শ্রীমূর্ত্তিতে আস্বাদনীয় নহে জানিয়াবাহ্যতঃ শ্রীমিশ্রের অন্তর্দ্ধান-রূপ এই লীলার প্রকাশ। তাই "মিশ্রের বিজয়ে প্রভু কান্দিলা বিস্তর। দশরথ-বিজয়ে যেহেন রঘুবর॥" এই ইঙ্গিতে উক্ত গোপ্য বিষয় প্রকাশ করিলেন। এক্ষণে শ্রীশচীমাতা পরমৈকান্তিক হইয়া গৌরহরির সেবায় তৎপরা হইলেন। তাঁহার সকল আকর্ষণ এক্ষণে নিমাঞির উপর। ভক্তবৎসল প্রভুও ঐকান্তিক ও সর্ব্বস্বনিধি সর্ব্বপ্রকারে শ্রীশচীমাতার বাৎসল্য-সেবা গ্রহণ করিয়া শ্রীশচীমাতাকে নানাপ্রকার অভিনব লীলারসাস্বাদনে কৃত কৃতার্থ করিতে লাগিলেন। ধন্য শ্রীশচীমাতা ও ধন্য শ্রীগৌরহরি।

এখন শ্রীশচীমাতার ধ্যান, জ্ঞান, ধন, সম্পদ, চিন্তা আদি সর্ব্বস্ব হইয়াছেন শ্রীনিমাঞি। শ্রীনিমাঞিও শ্রীশচীমাতাকে অনর্পিতচর প্রেম-সম্পত্তির মহানিধি রত্ন-স্বরূপ নানা প্রকারে নানাবিধ প্রেমরসাস্বাদনে কৃত-কৃতার্থ করিতেছেন। ইহা বর্ণন করিবার কাহারও সাধ্য নাই। জানেন সেই প্রভু আর গৌরবাৎসল্যের মূল আশ্রয়-বিগ্রহ মহামহাভাগ্যবতী শ্রীশচীমাতা। এই প্রকার অসমোর্দ্ধ প্রেমানন্দ আস্বাদন ভৌম-গৌরলীলায় বাৎসল্য-রসের অভিনব আস্বাদন। ইহা নিত্য-অপ্রকট-বৈকুণ্ঠলীলায় এত তীব্র মাধুর্য্যাস্বাদন অপ্রস্ফুটিত। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র প্রভুর বাৎসল্য-রসাস্বাদন এক্ষণে নূতনস্বরূপ-

ধারণ করিয়া শ্রীশচীমাতাকে কৃপা করিতেছেন। তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছাশক্তি মুক্ত-প্রগ্রহ হইয়া সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। নানা-প্রকার দৌরাত্ম্য-প্রতিম ইচ্ছাশক্তির পূরণার্থে যত অসম্ভব সেবা গ্রহণার্থে শ্রীশচীমাতাকে কৃপা করিতে লাগিলেন। সেই লীলার অনুকুলে ও পোষকতায় মহাবৈকুণ্ঠ নাথের লক্ষ্মী-সেবিত মহৈশ্বর্য্যপূর্ণেরও অংশী ও অবতারী শ্রীবিশ্বম্ভরের গৃহে দারিদ্র্য-রূপ লীলা পোষক অভাব আসিয়া প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইল। আর প্রভু সেই অবস্থায় শ্রীশচীমাতার সেবামাধুর্য্য আস্বাদনার্থে অসাধ্য ও অসাধারণ লীলা-সকল প্রকাশ করিয়া শ্রীশচীমাতাকে সেবামাধুর্য্যে নিমগ্ন করিয়া নিজেও আস্বাদন করিতে লাগিলেন। দরিদ্রের স্বভাবতঃ ধন-লিপ্সা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই দারিদ্র্য-লীলার মধ্যে প্রভু মহামহেশ্বরত্ব-রূপ বিরুদ্ধভাব-সমন্বয়কারী অচিন্ত্য-সর্ব্বশক্তি-প্রকাশিকা-লীলা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভুর কার্য্য—সেবকের সেবা গ্রহণ, সেবকের কর্ত্তব্য—সেব্যের সেবোপকরণ সরবাহ। তাহা যে দারিদ্র্যতার কোন প্রকার বিঘ্ন প্রকৃত সেবকের সেবাকে বাধা দিতে পারে না, তাহা দেখাইতে ও শ্রীশচীদেবীর সেবার প্রগাঢ়-সুখতাৎপর্য্যতারূপ মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করিয়া অসম্ভব ও অসংরক্ষিত দ্রব্য-সকল চাইতে লাগিলেন। না পাইলেই ঘরে যাহা কিছু থাকে সবই ভাঙ্গিয়া ছড়াইয়া ফেলেন। ইচ্ছামাত্র ইচ্ছানুরূপ দ্রব্য সরবরাহ করাই ভক্তের (সেবকের) কর্ত্তব্য। তদ্ব্যতিরিক্ত

কোন দ্রব্যই সেবকের রক্ষণীয় নহে। সেবকের সেবাবৃত্তিতে শ্রীভগবান্ তাঁহার সেবোপকরণ তিনিই যোগাইয়া দেন। তাই শ্রীনিমাই অন্য দ্রব্যের অপচয় করিতে লাগিলেন এবং আবশ্যকমত আবার সমস্তই যোগাইয়া দেন। শ্রীশচীমাতাও আদর্শসেবিকা-সূত্রে পরম-স্বতন্ত্র প্রভুর কোন ইচ্ছারই প্রপুরণে বাধা দিতেছেন না। এত অপচয় ও দরিদ্র সেবিকা আনন্দে স্বতন্ত্রেচ্ছ শ্রীবিশ্বম্ভরের কার্য্যে বাধা না দিয়া বরং মহানন্দেই বরণ করিয়া বলিতেছেন,—তুমি বেশ করিয়াছ, তোমার যাহাতে সুখ হয়, তাহাই পরমানন্দ ও পরমলাভ। এ প্রকার শুদ্ধ-সেবাতৎপরতা একমাত্র শ্রীগৌরহরির ভক্তের মধ্যেই দেখা যায়, অন্যত্র সুদুর্ল্লভ। শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে শ্রীনন্দগৃহেও উক্তভাবে অপচয়াদি দ্বারা সেবানন্দ-লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তথায় শ্রীনন্দ—মহারাজ। এই মহামাধুর্য্যাস্বাদনার্থে লীলাদেবী শচীগৃহে দরিদ্রতাকে সেবায় নিযুক্ত করিয়া ও গৌরভক্তের মহা-মাধুর্য্য-লীলার অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

একদিন প্রভুর গঙ্গাপূজা করিতে ইচ্ছা হইল। গঙ্গাপূজা-সজ্জ শ্রীশচীমাতার নিকট চাহিলেন। শ্রীশচীমাতা বলিলেন—'একটু অপেক্ষা কর, আমি আনিয়া দিতেছি'। তখনই প্রভু মহাক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঘরে যাহা ছিল সমস্তই ফেলিয়া দিলেন। কারণ প্রভুর ইচ্ছামাত্রই সমস্ত বস্তু ইচ্ছানুরূপ যোগান দেওয়াই সেবকের সুষ্ঠু-উত্তম-সেবা। 'না চাহিতে সেবা করে সেই সে উত্তম।' তাহাতে আবার চাহিতে

হইতেছে। আবার তাহাও ঠিক সময় মত না পাইলে প্রভুর ক্রোধের উদ্রেক হয়। তাহাতে প্রভুর অন্য দ্রব্যের আবশ্যকতা সঞ্চয় বৃথা জানাইতে ঐ প্রকার ক্রোধের উদ্রেক। কিন্তু শ্রীশচীমাতার শুদ্ধাভক্তির অভাব না থাকায় তাঁহার সংগ্রহীত ও রক্ষিত হরিসেবার বস্তু কখনও প্রকৃত বা অনাবশ্যকীয় হইতে পারে না। এবং তাঁহার প্রদত্ত ও সংগৃহীত দ্রব্য ভগবান্ মহানন্দে স্বীকার করেন। অতএব শ্রীশচীমাতার সংগৃহীত ও প্রদত্ত প্রসাদ দ্রব্যাদি দেবগণেরও বাঞ্ছনীয়। শ্রীশচীমাতার দ্রব্য-রূপ প্রসাদ লাভাশায় জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে বহু দেবতা ও সুকৃতিমান জীব নানাপ্রকার সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া অলক্ষিতে সর্ব্বদাই প্রার্থনা করেন। ভক্ত-বাঞ্ছা-পূর্ণকারী ভগবান্ সেই সকল ভক্তের আশা পূর্ণ করিতে, সেই শচীমাতার সংগৃহীত প্রসাদ, সেই সকল ভক্তগণকে প্রদানেচ্ছায় ঐপ্রকার ক্রোধাবেশের অভিনয়। তৎপরে নীলা রূপিণী ধাম ও কল্পবৃক্ষের প্রতি যথা সময় সেবোপকরণ সরবরাহ না করার জন্য শাসন-দণ্ড দ্বারা কৃপা করিতে দোহাতিয়া প্রহার করিলেন। এবং সেই অপ্রাকৃত গৌর-শ্রীঅঙ্গ ধামরূপী নীলাশক্তির প্রতি কৃপা করিয়া শয়ন-দ্বারা তাঁহার আশা পূরণ করিলেম। নীলাশক্তি প্রভুর শয়ন-সুখ-রূপী-সেবা প্রাপ্তে নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া বাঞ্ছিত-বস্তুলাভে কৃতকৃতার্থ হইলেন। প্রভু অপ্রাকৃত লীলা-পুষ্টিকারিণী চিন্ময়ী নিরঙ্কুশেচ্ছাত্মিকা যোগমায়ার সাহায্যে নিদ্রাভিভূত হইয়া নীলাশক্তির মনোরথ পূরণ করিলেন। এই লীলা-দ্বারা নানা-দেহধারী ভক্তকে

শ্রীশচীদেবীর সংগৃহীত প্রসাদ-দ্বারা কৃপা, লীলাশক্তি ও কল্প-বৃক্ষগণকে শাসন-প্রতিম কৃপা এবং গঙ্গাপূজার শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করিলেন। শুদ্ধ-সেবকের সর্ব্বাবিধ সমাধান প্রভু সর্ব্বক্ষণ করিয়া থাকেন। প্রভুর নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রতার পূর্ণভাবে অভিব্যক্তি ও ভক্তগণকে বিভিন্ন-রসে, বিভিন্ন-ভাবে, বিভিন্ন লীলা-দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃপা এই ভৌম-গৌর-লীলার বৈশিষ্ট্য। আর গৌরভক্ত যে প্রভুর নিরঙ্কুশ সর্ব্বপ্রকার ইচ্ছা পূরণ করিয়া কি প্রকারে আনন্দে ক্রোধাবেশ ও অপচয়-রূপ ইচ্ছা-পূরণকে ও বরণ করিয়া প্রভুর সেবা করেন, তাহা অন্য ভগবদব-তারের ভক্তগণ অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ, তাহা জ্ঞাপন করিলেন। গঙ্গাপূজা ও তুলসীর সেবার মাহাত্ম্য প্রকাশার্থে তাঁহাদের সেবায় প্রভুর ব্যাকুলতাও ভৌম-গৌর-লীলার একটী বৈশিষ্ট্য। এই লীলা সন্ধিনী-শক্তির প্রতি মহৎকৃপা।

সম্বিৎশক্তির প্রতি কৃপা করিতে সরস্বতী-পতির বিদ্যা-বিলাসলীলা। আবার সম্বিৎশক্তির প্রতি কৃপা করিতে নিত্য প্রগতিশীল মহামাধুর্য্যামৃত প্রকাশে প্রপূরণ করিয়া সর্ব্বক্ষণ গ্রন্থকে শ্রীহস্তে ধারণ করিলেন। সেই বিদ্যাবিলাস-লীলার প্রপূরণে বহু পার্ষদ-ভক্তগণ যোগদান করিয়াছিলেন। সকলেই এই বিদ্যাবিলাস-লীলায় মহা-কৃতার্থ হইলেন। তাহার প্রধান অগ্রণী হইলেন শ্রীল গঙ্গাদাস পণ্ডিত মহাশয় ও তাঁহার ছাত্রবর্গ। প্রভুও স্নানে, ভোজনে, পর্য্যটনে, সর্ব্বক্ষণ, সর্ব্বাবস্থায়, বিদ্যাবিলাস-দ্বারা শুদ্ধা-সরস্বতী ও তদাশ্রিত-বর্গের প্রতি কৃপা করিতে লাগিলেন। এ-সকল নিত্য-অপ্রাকৃত-

লীলা বর্ণনাতীত। বহু জড়বিদ্যা-প্রমত্ত, দাম্ভিক, পণ্ডিতাভিমানীকে বিচারে পরাজিত করিয়া নিজপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিয়া শুদ্ধা-সরস্বতীর আবেশ-দ্বারা ‘শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনেই যে সর্ব্ব-শুদ্ধ বিদ্যার পর্য্যবসান’, তাহা ব্যক্ত করিয়া ভৌম-গৌর-লীলার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিলেন। সেই বিদ্যা-বিলাস-লীলার পুষ্টি করিলেন নিজ পার্ষদলীলা সঙ্গী—মুরারি গুপ্ত, মুকুন্দ দত্ত ও মুকুন্দ সঞ্জয়াদি ভক্তগণ। শ্রীগুরুকৃপা-ব্যতীত প্রাকৃত অপ্রাকৃত কোন বিদ্যাই লাভ হয় না, তাহা জানাইতে, প্রভু শ্রীগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তদীয় আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে লাগিলেন। আবার অপ্রাকৃত বিদ্যা যে প্রাকৃত গুরুর নিকট হইতে লাভ করা যায় না, তাহাও নিজ পার্ষদ-ভক্তগণকে গুরুত্ব আরোপ করিয়া তাঁহার প্রতি নিজ অপ্রাকৃত শুদ্ধা-সরস্বতীর আবেশ-দ্বারা প্রাকৃত বিচার খণ্ডন করিতে লাগিলেন। আবার সকল বিদ্যাই শুদ্ধা-সরস্বতীর আবেশে তাদাত্ম্য-সম্পন্ন করিয়া পুনঃ খণ্ডন-যোগ্য প্রাকৃত বিদ্যাকে অপ্রাকৃত শুদ্ধ-ভাবাবিষ্ট করিয়া তাহাকে পুনঃ সংস্থাপন, একমাত্র সরস্বতী-পতিরই যোগ্যতা বা তৎকৃপাবিষ্ট ভক্তগণেরও সম্ভব, তাহা নিজে, শ্রীবিশ্বরূপকে দিয়াও নিজ ভক্তগণকে দিয়া বিদ্যাবিলাস-লীলার একটী মহাবিশিষ্ট্য ও চমৎকৃতির বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। তাই নিজ প্রেমিক-ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদকে আকর্ষণ করিয়া সেই বিদ্যাবিলাস লীলার সঙ্গী করিলেন। শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদকে যথাযোগ্য সম্মানাদি-দ্বারা ও সেবা করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের মর্য্যাদা সংস্থাপন করিলেন। ভক্তের বর্ণিত

শ্রীকৃষ্ণলীলা যে কতবড় শুদ্ধ ও ভ্রমাদি-বিহীন তাহা প্রকাশার্থে শ্রীলঈশ্বরপুরীপাদ নিজ বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ-চরিত সংশোধনার্থে অনুরোধ করিলে, প্রভু বোলে,—"ভক্ত বাক্য কৃষ্ণের বর্ণন। ইহাতে যে দোষ দেখে, সে-ই 'পাপী' জন ॥ ভক্তের কবিত্ব যে-তে মতে কেনে নয়। সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীতি তাহাতে নিশ্চয় ॥ ইহাতে যে দোষ দেখে, তাহার সে দোষ। ভক্তের বর্ণনমাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ ॥ অতএব তোমার সে প্রেমের বর্ণন। ইহাতে দূষিবেক কোন্ সাহসিক জন ?" কৃষ্ণসুখানুসন্ধান-পরতা জন্য প্রেমের বৈশিষ্ট্য। ভক্ত অপ্রাকৃত, ভক্তি অপ্রাকৃত, শ্রীভগবান্ও অপ্রাকৃত। ভক্তের বর্ণিত অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ-চতুষ্টয়-শূন্য শুদ্ধা-সরস্বতীর আবেশের বর্ণন, অতএব তাহাতে কোনও প্রকার দোষের সম্ভাবনা নাই। প্রাকৃত বিদ্যার দ্বারা তাহা প্রাকৃত জ্ঞানের গোচরীভূত করিয়া শোধনাদি-কার্য্য-দ্বারা মায়াশ্রিত দম্ভই প্রকাশ পায়। ইহা বুঝাইতে একটী ধাতুর বিচার করিয়া শ্রী।পুরীপাদের 'আত্মনেপদী' প্রয়োগ 'পরস্মৈপদী' হওয়া উচিৎ বলিলেন। কিন্তু পুরীপাদ তাহা আত্মনেপদীতে স্থাপন করিলেন। প্রভু ভক্তের বাক্যে দোষ থাকিতে পারে না, জানাইতে—তাহাতে দোষ-দর্শন করিতে পারিলেন না। ইহা চিদ্বিদ্যার বিলাস-বিচিত্রতা বলিয়া জড়বিদ্যার ন্যায় খণ্ডন যোগ্য নহে।

একদা নিজশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিতগোস্বামির সহিত ন্যায়-শাস্ত্র মতে মুক্তির লক্ষণ 'আত্যন্তিক দুঃখ নাশ' বিচারের অসম্পূর্ণতা দেখাইয়া মুক্তির প্রকৃত স্বরূপ 'অন্যথারূপ পরিত্যাগ

করিয়া স্বরূপে ব্যবস্থিতিই প্রকৃত 'মুক্তি' ও বিষ্ণ্বংঙ্ঘ্রি লাভ, ইহা সাংখ্যাদি শাস্ত্রকারগণের দোষ দর্শন করিয়া স্থাপন করিলেন। মুকুন্দের সহিত অলঙ্কার শাস্ত্রের বিচার করিয়া প্রভু তাঁহার বিচারকে খণ্ড খণ্ড করিয়া আলঙ্কারিক-গণের দর্প চূর্ণ করিলেন। এই-সকল অমানুষী প্রতিভা প্রকাশ করিয়া জগতের বিদ্যাভিমানীগণের দর্প চূর্ণ করিয়া জড়বিদ্যার হেয়ত্ব প্রতিপাদন করিলেন। এতবড় বিদ্যাবিলাসী প্রভু কিন্তু শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে দেখিলে নমস্কারাদি-দ্বারা মর্য্যাদা-প্রদর্শন করেন। ভক্তগণও তাঁহাদের স্বভাবসুলভ ভক্তির প্রতি প্রীতি থাকায় সকলকেই সেই 'ভক্তিলাভ হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। প্রভুও সেই ভক্তগণের আশীর্ব্বাদের বিষয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলদায়ক বুঝাইতে—'মহাভাগ্যবন্ত-জনই ভক্তগণের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়', ইহা প্রকাশ করিলেন। এই প্রকারে প্রভু ভক্ত, অভক্ত, পণ্ডিত, মূর্খ প্রভৃতি সকলের চিত্তই আকর্ষণ করিয়া নানাপ্রকার বিচার, বিলাস ও কৌশল বিস্তার করিয়া ভৌম-লীলার বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন।

বিবাহ-লীলা ঃ—বদ্ধজীবগণ ব্যবহারিক-জগতে বর-কন্যার সম্মিলন নামক বিবাহে সংসার-বন্ধনে ক্লেশ পাইয়া থাকে। কিন্তু মায়াধীশ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদ্বাহাভিযানের কথা সেরূপ নহে। সংসারের নিরর্থকতা, বন্ধন ও শাস্তি-ভোগার্থে ভগবদ্বহির্ম্মুখ গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের হেয়তা-প্রদর্শনই প্রভুর এই লীলার ব্যতিরেক উদ্দেশ্য। জড়সম্ভোগবাদী জীব প্রাকৃত-বরকন্যার মিলনকে যেরূপ স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়-তর্পণের

আদর্শ বলিয়া জ্ঞান করেন, শ্রীভগবানের বিবাহোৎসব-রূপ চিল্লীলা-বিলাসকেও তাদৃশ আপাতমধুর অথচ পরিণামে বিষময় জীবভোগ্য-কর্ম্মের সহিত সম বা সদৃশ মনে করিলে, নিশ্চয়ই ঘোর সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়। কিন্তু সকল সম্ভোগের একমাত্র বিষয় শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার আশ্রয় যাবতীয় সেবক-সেবিকা ও সেবোপকরণ-নিচয়রূপ বিচিত্র অধিষ্ঠানসমূহ তাদৃশ অমঙ্গল প্রসব করিতে পারে না। যেস্থানে ভগবৎসুখাপ্তি বর্ত্তমান, তথায় জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ নাই। শ্রীভগবান—মায়াধীশ অপ্রাকৃত বস্তু; সুতরাং তাঁহাকে প্রাকৃত বা জীব-বুদ্ধি—মহাপরাধের কারণ। ভগবদ্ বিষ্ণুবস্তুতে অপ্রাকৃত সেবা-বুদ্ধি উদিত হইলেই সেবোন্মুখ জীবন্মুক্ত ভক্ত সংসারবন্ধনে আর আবদ্ধ হন না অর্থাৎ ভগবৎসুখতাৎপর্য্যময় হইলেই জীব ভগবদিতর সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং ইন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশ্যে আর কখনও জড়ভোগী হন না। ভগবানের স্বরূপ-শক্তির অন্যতমা সাক্ষাৎ 'শ্রীশক্তি-স্বরূপিণী শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবী। তিনি বৈকুণ্ঠনাথের লক্ষ্মীর অবতার নহেন। বৈকুণ্ঠনাথের শ্রীলক্ষ্মীর অংশিনী। শ্রীগৌরহরি যেমন সর্ব্ব অবতারগণের অবতারীগণেরও অবতারী সাক্ষাৎ অভিন্ন স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার শক্তি শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবীও শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের লক্ষ্মীদেবীর ও অন্যান্য লক্ষ্মীগণের অংশিনী। তাঁহার সহিত শ্রীসীতাদেবী ও রুক্মিণীদেবী শ্রীগৌর-কৃষ্ণের গৌরনারায়ণ-লীলারূপ গার্হস্থ্য-লীলার সেবার্থে মিলিত হইয়া শ্রীগৌরের ভৌম-লীলার রস-বৈশিষ্ট্য আস্বাদন ও তৎসেবার্থে

ভৌম-গৌর-নারায়ণের লীলা-পোষণার্থে ভৌম গৌরধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (গৌঃ গঃ দীঃ)।

শ্রীগৌরহরি নিত্যধামে নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ-সহ নিত্য নব নবায়মান লীলা-বিলাস-পরায়ণ থাকিলেও নিজজনমোহরূপ লীলাপরায়ণ ছিলেন। তথায় লীলার বাধক বিষয়গুলি ব্যতিরেকভাবে লীলাপোষণার্থে উদ্দীপক-কারণরূপে বিরজিত। তথায় তাহাদিগের বাস্তব-বিজ্ঞানের অভাব-হেতু ব্যতিরেক-লীলা রসাস্বাদন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে নাই। তাই শ্রীনবদ্বীপের ভৌম-লীলায় তাহার সুষ্ঠু আস্বাদনার্থে বিমুখ জীবগণের বিরুদ্ধ ভাবাবলীর সহিত ছন্নলীলাময় প্রভু নিজভাব ও শক্তি সঙ্গোপন-প্রায় করিলেও ভৌম গৌরের নবদ্বীপ-লীলার বৈশিষ্ট্য-স্বরূপে অভিনব ভাব প্রকট করিয়া সেই সেই লীলা পরমোপাদেয় হইয়াছিল। তাঁহার ভক্তজনচিত্তহারী মধুর শ্রীমূর্ত্তি এক্ষণে এক অভিনব মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়া যখন নগরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন অভক্তগণও পরমাদরে তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিয়াছিল। অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তিতে রসাভাস-মূলক অক্ষজ-দর্শনে স্ব স্ব-চিত্ত-বৃত্ত্যানুসারে দৃগ্‌ভেদে একই অদ্বয়জ্ঞান গৌরহরি নানা প্রকারে প্রতীতি হইতে লাগিলেন। নারীগণ-সাক্ষাৎ মদনরূপে, পণ্ডিতগণ—সাক্ষাৎ বৃহস্পতিসমরূপে, যোগিগণ—সিদ্ধ-কলেবর-স্বরূপে, ও দুষ্টগণ—মহাভয়ঙ্কর-স্বরূপে দর্শন করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণলীলায় কংস সভার দর্শন অপেক্ষা এই দর্শনে বহুপ্রকার বৈশিষ্ট্য আছে। বদ্ধজীবগণের মধ্যে পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ নিজের সমান বা শ্রেষ্ঠ-

পণ্ডিতকে দেখিলে হিংসা করে কিন্তু প্রভুকর্ত্তৃক পণ্ডিতাভিমানি ব্যক্তিগণ পরাজিত হইয়াও তাঁহার প্রতি কেহই হিংসা বা মাৎসর্য্য প্রকাশ করিবার পরিবর্ত্তে প্রীতিই করিতে লাগিল। এ বৈশিষ্ট্য ভৌম-নবদ্বীপ লীলায়ই মাত্র প্রকটিত হইয়াছিল। আবার ভক্তগণও ছন্নাবতারী প্রভুর যোগমায়া কর্ত্তৃক ছন্নলীলায় এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে নিত্যসিদ্ধ পার্ষদভক্তগণ মহাভাগবতও সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও চিনিতে না পারিয়া প্রভুকে আশীর্ব্বাদাদি প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আবার প্রভুও ভক্তের সেবা নিজহস্তে করিয়া নিজেকে বদ্ধজীবের ন্যায় কৃতকৃতার্থ হওয়ার ন্যায় বোধ করিলেন। ইহা অভিনয় মাত্র নহে। আশ্রয়াভিমানে ভক্তগণের সেবায় যে কি আনন্দ তাহা বিষয়বিগ্রহ এবার সাক্ষাদ্‌ভাবে উপলব্ধি করিলেন। এ প্রকার উপলব্ধি ভৌমলীলারই বৈশিষ্ট্য।

অভক্তগণ চিরদিনই ভক্তগণের প্রতি বিদ্বেষভাব-পোষণ করিয়া নানাপ্রকার দুর্ব্ব্যবহার ও দুর্ব্বাক্যাদি প্রয়োগ করিয়া থাকে। তৎকালে অভক্তগণ প্রবলভাবে নানাপ্রকার রূপ ধারণ করিয়া ভক্তগণের প্রতি বিদ্বেষ করিতে লাগিল। অপ্রকট দেবলীলায় যাহা ভাবমাত্র ভাবোদ্দীপকরূপে বিরাজিত, ভৌম-নবদ্বীপ-লীলায় তাহাদের প্রবল প্রতাপ। প্রভু তাহাদের প্রতাপের প্রাবল্য বিশেষভাবে অবলোকনার্থে নিজেকে সঙ্গোপন করিয়া চলিতেছিলেন এবং তাহাদের উদ্ধারার্থে নানাপ্রকার লীলা-বৈচিত্র্য অন্তরে অন্তরে ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। বিদ্যাবিলাস—সম্বিচ্ছক্তির বিলাস। বদ্ধজীব

অবিদ্যাগ্রস্ত জড়সম্বিতের কবলিত। প্রভু বিদ্যাবিলাস-লীলা-দ্বারা বদ্ধজীবের প্রতি চিৎসম্বিতের প্রভাব বিস্তার দ্বারা মহাবদান্য-লীলা বিস্তার করিয়া এক্ষণে হ্লাদিনীর বৃত্তিভূত প্রেম প্রকাশলীলার মহা-বৈজ্ঞানিক উপায় বিস্তার করিয়া নিজে আশ্রয়বিগ্রহের ভাবে একদিন হঠাৎ প্রেম-বিকার-প্রকাশ করিলেন। এ বিকার আবার নূতন প্রকারের। অলৌকিক শব্দোচ্চারণ, গড়াগড়ি, হাস্য ও ঘর দুয়ার ভাঙ্গিয়া খেলিতে লাগিলেন। হুঙ্কার, গর্জ্জন, মালমাট্‌-পুরারূপ বাহ্বাস্ফোটন করিতেছেন এবং সম্মুখে যাহাকে দেখিতে পাইতেছেন তাহাকেই প্রহার করিতেছেন। ক্ষণে স্তম্ভাকৃতি কখনও বা প্রবল মূর্চ্ছাগত হইতে লাগিলেন। বদ্ধজীবের বিচারে 'বায়ুর বিকারের ন্যায়।' নানাপ্রকার বায়ুবিকারের চিকিৎসা সকলে করিতে লাগিলেন, প্রভুও তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে কৃপা করিতে লাগিলেন। তাহা যে জাগতিক বিদ্যাবিস্কৃত চিকিৎসায় আরোগ্য হইবার নহে, পরন্তু উহাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন পরাকাষ্ঠা ইহা কোন কোন মহাভাগ্যবানের গোচরীভূত করিয়া এবং কাহারও কাহারও সেবাগ্রহণরূপ কৃপা করিয়া আপন ইচ্ছায় তাহা সঙ্গোপন করিলেন।

সেবা-গ্রহণরূপ কৃপা বিতরণার্থে প্রভু তন্তুবায়ের নিকট বস্ত্রগ্রহণ, গোপের নিকট দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, সর ও নবনী গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে কৃপা করিয়া বণিকের নিকট হইতে গন্ধ-দ্রব্য গ্রহণ করিয়া কৃপা করিলেন। তথা হইতে মালাকার,

তাম্বুলী প্রভৃতিকে কৃপা করিলেন। প্রভুশঙ্খবণিককে কৃপা করিয়া এক সর্ব্বজ্ঞের নিকট যাইয়া কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে সর্ব্ব-অবতারের স্বরূপপ্রদর্শন করিয়া তিনি যে সর্ব্ব অবতারীও অবতারী ইহা প্রকাশ করিয়া মহাকৃপা করিলেন। তথা হইতে প্রভু শ্রীধরের গৃহে গমন করিয়া তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ কথোপকথনাদি করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়া প্রতিদিন বিনামূল্যে থোড়, কলা, মুলা, খোলা দিবার প্রতিশ্রুতি লইয়া নিজস্বরূপ শ্রীধরকে কৃপা করিয়া জানাইলেন। কিন্তু ভৌম-গৌর-লীলায় যোগমায়ার প্রভাব বিচিত্রতাময়ী। অপ্রকট দেবলীলায় যোগমায়া প্রভুর স্বরূপ ভক্তগণকে জানাইয়া ভক্ত-ভগবানে মিলন করাইয়া লীলা পোষণ করেন। আর ভৌম-নবদ্বীপ-লীলায় ভক্তগণের অন্তরে মিলন ও পরিচয় করাইয়া বাহিরে সঙ্গোপন, এমনভাবে চাতুর্য্য-সহকারে বিধান করেন, তাহা অভিনব। শ্রীভগবান্‌কে প্রকাশ করিয়াও অপ্রকাশিতবৎ রাখিয়া লীলা সম্পাদন করেন। কখনও শ্রীভগবান্‌কেও পর্য্যন্ত নিজ স্বরূপ লুকাইয়া কখনও প্রকাশিত করিয়া নানালীলা-বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়া ভৌম-গৌর-লীলার মহামাধুর্য্যামৃত ভক্ত ও ভগবান্‌কে আস্বাদন করাইয়া থাকেন।

শ্রীশচীমায়ের প্রতি স্বপ্রকাশ-লীলা—পৃশ্নিগর্ভা, দেবকী, বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী। শুদ্ধ বাৎসল্য-রসে যশোদা-দেবকী-শচী প্রভৃতি মাতৃগণ ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। সুতরাং মাতৃগণ ভগবানের পূজ্যা হইলেও ভগবানের চিন্ময়

শুদ্ধদাস্য হইতে বঞ্চিতা নহেন। শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীযশোদাদেবী বাৎসল্যরসে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলেও কেবলমাত্র বাৎসল্যরস-মাধুর্য্যাস্বাদনই করিয়াছিলেন। অন্য মাতৃবর্গ অর্থাৎ পৃশ্নি-গর্ভা, অদিতি, দেবকী প্রভৃতি যাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের অপূর্ব্ব ভৌম-লীলামৃত-বৈশিষ্ট্য আস্বাদন করিতে শ্রীশচীমাতাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন এককালে সকলেরই বাঞ্ছাপ্রপূরণ ও শ্রেষ্ঠতম রসমাধুর্য্যপরাকাষ্ঠা আস্বাদন করাইয়া কৃপা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণাবতারের ও অন্যাবতারের লীলা প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন। নিরঙ্কুশ-লীলেচ্ছাময় "লীলা-কল্লোল বারিধি" সর্ব্বাবতারের অবতারীগণের ও অবতারী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি লীলা যাহা শ্রীকৃষ্ণাবতারে শ্রীযশোদারও অজ্ঞাত ছিল সেই সকল অপ্রাকৃত লীলামৃত এই অভিনব শ্রীগৌরসুন্দরের ভৌমলীলায় শ্রীশচীদেহে প্রবিষ্ট শ্রীযশোদাও অন্যান্য মাতৃগণেরও সেই সেই অপ্রাকৃত লীলামৃত দর্শন সৌভাগ্য হইল। ইহা শ্রীগৌরসুন্দরের ভৌম-লীলার একটী মহাবিচিত্রতা।

অধ্যাপক লীলায় কৃপা ঃ—প্রভুর বিদ্যাবিলাস-লীলায় যখন অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন, তখন শুদ্ধা ও বিদ্ধা উভয় সরস্বতীর আশ্রিতগণকে কৃপা করিতে মনস্থ করিলেন। সেকারণে শুদ্ধাসরস্বতী তদীয় ছায়াশক্তিকে ক্রোড়ীভূত করিয়া নবদ্বীপে গৌরলীলার সেবায় পূর্ব্ব হইতেই লীলাশক্তির ব্যবস্থায় সজ্জিত হইয়া মহাবিদ্যা বিলাসকেন্দ্ররূপে সর্ব্বদেশ হইতে সুকৃতি সম্পন্ন জীবকুলকে আকর্ষণ করিয়া একত্রিত

করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে কৃপা করিতে প্রভু এমত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলেন, যাহা সকল অধ্যাপকগণকে সর্ব্বতোভাবে আকৃষ্ট হইতে হইল। তাঁহাদের পণ্ডিত্যদম্ভ চূর্ণ করিয়া সশিষ্য অধ্যাপকগণকে কৃপা করিলেন। পরে আরও বহু সুকৃতিসম্পন্নছাত্রগণকে বিভিন্ন স্থান হইতে আকর্ষণ করিয়া কৃপা করিলেন। পৃথক্‌ভাবে কৃপা ও সকলকে গঙ্গাতীরে আকর্ষণ করিয়া—স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রকট করিয়া অপূর্ব্ব অপ্রাকৃত অসমোর্দ্ধ রূপামৃত পান করাইয়া কৃতার্থ করিলেন। অপ্রকট লীলায় কেবল নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণকে দর্শনদানাদিদ্বারা কৃপা, আর এই ভৌম-প্রকট-লীলায় কত জীবকে যে নূতন-ভাবে কৃপা করিয়া দর্শন দান ও ঐশ্বর্য্য-প্রদর্শনাদিদ্বারা কৃপা করিয়া শেষে প্রেম প্রদান পর্য্যন্ত করিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই শ্রীলবৃন্দাবনদাসঠাকুর গাহিয়াছেন ঃ—গঙ্গাতীরে শিষ্য-সঙ্গে মণ্ডলী করিয়া। বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি আছেন বসিয়া ॥ চতুর্দ্দিকে দেখে সব ভাগ্যবন্ত লোক। সর্ব্ব-নবদ্বীপ প্রভু-প্রভাবে অশোক। সে আনন্দ যে-যে-ভাগ্যবন্ত দেখিলেক। কোন্ জন আছে,—তা'র ভাগ্য বলিবেক? সে আনন্দ দেখিলেক যে সুকৃতি জন। তানে দেখিলেও, খণ্ডে' সংসার-বন্ধন ॥ হইল পাপিষ্ঠ-জন্ম, না হইল তখনে! হইলাঙ বঞ্চিত সে-সুখ-দরশনে! তথাপিহ এই কৃপা কর' গৌরচন্দ্র! সে লীলা-স্মৃতি মোর হউক জন্ম জন্ম ॥ স-পার্ষদে তুমি নিত্যানন্দ যথা-যথা। লীলা কর';—মুই যেন ভৃত্য হঙ তথা ॥

দিগ্বিজয়ী পরাজয় লীলা ঃ—অভক্ত কেশব-ভট্টকে

'ভক্ত' করিবার এই লীলাটি—অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন। তৎকালে শ্রীগৌর সুন্দর জগতে অভক্ত অন্য কাহাকেও ভজন-রাজ্যে অগ্রসর করিবার নিমিত্ত কৃপা করেন নাই। ইনি শ্রীসরস্বতী উপাসনায় তদীয় মন্ত্র-সিদ্ধিলাভ করিয়া দিগ্বিজয়ী হইয়াছিলেন। রমা—বিষ্ণুবক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মী বা শ্রী-শক্তি। সরস্বতী,—ভক্তিস্বরূপিণী ভূ-শক্তি—ভগবন্নাম-প্রভুর বধূস্বরূপিণী। জগন্মাতা,—বিষ্ণুর 'নীলা', 'লীলা' বা 'দুর্গা'-শক্তি। পরস্পর মূর্ত্তিভেদ থাকিলেও রমা, সরস্বতী বা দুর্গা, প্রত্যেকেই বস্তুতঃ ভগবান্ শ্রীনারায়ণেরই অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি শ্রীনারায়ণী বা লক্ষ্মী;—প্রত্যেকেই মূর্ত্তিমতী ভগবদ্-বিষ্ণু-দাস্য-স্বরূপিণী,—প্রত্যেকেই মূল-আশ্রয়-বিগ্রহ বলিয়া নিখিল আশ্রয়কোটি-জগতের আকররূপিণী প্রসূতি। পরা বিদ্যা বা সরস্বতী অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশযুক্ত ভোগবাঞ্ছা-প্রবণ জীবগণের নিকট স্বীয় স্বরূপ গুপ্ত বা লুক্কায়িত রাখিয়া ছায়ামূর্ত্তি দুষ্টা-সরস্বতীরূপে তাহাদিগকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত বরাদি প্রদান করেন। তাদৃশ লব্ধবর অনূচানমানী ব্যক্তিগণ ত্রিভুবনবিজয়ে সমর্থ হইলেও বরদাপতি ভগবানের নিকট সর্ব্বতোভাবে পরাভূত হইবার যোগ্য। সরস্বতীদেবী নিজ-অধীশ্বরের পরাজয় আকাঙ্ক্ষা করেন না বলিয়া তিনি মায়া-বিমোহিত বদ্ধজীবকে ভগবন্নাম-মহিমার কীর্ত্তন হইতে বঞ্চিত করেন। শুদ্ধা সরস্বতীদেবী স্বীয় সাধক-ভক্তকে ভগবৎসেবোন্মুখ না দেখিলে তাহাকে স্বীয় ছায়ারূপিণী অপরাবিদ্যা-দ্বারা বিমোহিত করেন। যে শুদ্ধা সরস্বতীদেবীর নিষ্কপট করুণা-কটাক্ষে বিষ্ণুভক্তিরূপ পরম শ্রেয়ো লাভ ঘটে,

তাঁহার পক্ষে মানুষকে জড়রাজ্যে দিগ্বিজয়াদি বর-প্রদান—অতীব অনায়াসসাধ্য—অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপার।

এই ভারতবর্ষের বিশ্বজ্জনাধ্যুষিত সমস্ত ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া তৎকালে নবদ্বীপ স্ব-মহিমায় জগতের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও প্রসংশিত ছিল। দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিত নবদ্বীপে আগমন করিয়া বিরুদ্ধদলভুক্ত স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতের অনুসন্ধান করিলেন। যদি কোন পণ্ডিত তাদৃশ্ বিচার-সমর্থ না থাকেন, তবে জয়পত্র চাহিলেন। তখন তাঁহার দর্প চূর্ণ করিয়া কৃপা করিতে শ্রীগৌরহরি গঙ্গাতীরে তাহাকে গঙ্গা মাহাত্ম্যসূচক স্তোত্র পড়িতে বলিলেন। ‘গঙ্গা অপ্রাকৃত সলিলা। তাঁহাকে জড়-বিদ্যাদ্বারা বর্ণন করিতে গেলে, তাহার তত্ত্ব-বর্ণনে প্রাকৃতভাব আসিয়া নিন্দায়ই পর্য্যবসিত হয়।’ ইহা বুঝাইতে প্রাকৃত শুদ্ধ-অলঙ্কারাদিও শ্রীগঙ্গাদেবীর তত্ত্ব-বর্ণনে বহুদোষ শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদর্শন করিয়া তাহার জড়বিদ্যার দম্ভ চূর্ণ করিতঃ—‘অপ্রাকৃত বিদ্যার মহামাহাত্ম্য ও প্রাকৃত বিদ্যার দ্বারা তাহা জানিতে অসমর্থ’—ইহা জানাইলেন। জগতের পণ্ডিতগণ জড়বিদ্যারই বিশারদ, তাই জড় বিদ্যার পণ্ডিতগণ জড়-সরস্বতীর কৃপাপ্রাপ্ত দিগ্বিজয়ীর নিকট সকলেই পরাভব স্বীকার করিয়া জয়পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন। জড়বিদ্যাও আবার নিজের চেষ্টায় উপার্জ্জিত বিদ্যা জড়-সরস্বতীর কৃপাপ্রাপ্ত পণ্ডিতের নিকট পরাভূত হ’ন। আবার সেই ছায়া সরস্বতীও জীবকে অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজ-তত্ত্ব দানে অসমর্থ। তাহা কেবল শ্রীভগবান, তদ্ভক্ত ও তদীয় কৃপালব্ধ গুরুর নিকট আম্নায়-

ধারায় লভ্য। তাই সেই তত্ত্ব-জ্ঞান দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে স্বপ্নে শ্রীসরস্বতীদেবী কহিয়াছেন। প্রথমে দেবী স্বপ্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব কহিলেন যে—"শ্রীগৌরহরি সকল বিষ্ণু অবতারের অবতারী অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন অদ্বয়জ্ঞান স্বয়ংভগবান্। তাঁহার সহিত জড়মায়ার সম্বন্ধ বিচারে লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রভৃতি ভগবচ্ছক্তিসমূহের ছায়া-রূপিণী মায়া ও তদীয় বৈভবসমূহ ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণকারী ভগবদ্বিমুখ বদ্ধ-জীবগণকে জড় আধ্যক্ষিক-জ্ঞানপ্রদানপূর্ব্বক বিজ্ঞানের বিপরীত অজ্ঞান জাল বিস্তার করে। পরব্যোমস্থা স্বরূপশক্তি-স্বরূপিণী যে-সকল অন্তরঙ্গা মহালক্ষ্মীগণের ছায়া-রূপিণী বহিরঙ্গা মায়ার বৈভবসমূহে বর্হিস্মুখ-জীবগণ বিমুগ্ধ, তাঁহারাও ভগবানের পরমৈশ্বর্য্য-দর্শনে বিমুগ্ধা হইয়া আপনাদিগকে ভগবৎকিঙ্করীজ্ঞানে নিত্য ভগবদিচ্ছাপরতন্ত্রা ও নিরন্তর ভগবদ্দোস্যে নিরতা থাকেন। ভগবানের পরম-সন্তোষের নিমিত্ত দাস্য-রসেই তাঁহারা সেবা করেন; আবার ভগবদ্বিমুখ জীবের অধিক-পরিমাণে মোহ উৎপাদন করিবার জন্য প্রাপঞ্চিক-বিচারে তাহাদের কর্ম্মফল প্রদাত্রী মায়ারূপেও দৃষ্ট হন। সেই মায়ার দুর্জ্জয়ত্ব কথিত থাকিলেও সাক্ষাদ্‌ভগবানের নিকট তাহাদের গমনের অযোগ্যতার বিষয় বলিতেছেন। 'আমার কপটতা বা ছলনা ভগবান্ বেশ জানেন';—এই ভাবিয়া মায়া-শক্তি যাঁহার দৃষ্টি-পথে অবস্থান করিতে লজ্জা বোধ করিয়া থাকেন। সেই মায়া-কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধি অর্থাৎ অবিদ্যাকৃত জ্ঞান-বিশিষ্ট বদ্ধজীব কেবল আমিও আমার বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকে।

মায়ার এই জীব-সম্মোহন-কর্ম্ম যে শ্রীভগবানের রুচিকর নহে ইহা জানিয়াই মায়ার লজ্জা। ইহা দ্বারা স্বরূপশক্তির কৃপা ও কাহারও ছায়ারূপা মায়াশক্তির কৃপার পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। সাধারণতঃ মূঢ়লোকগণ 'অপরা' ও 'পরা বিদ্যা'কে এক বা তুল্যরূপে বিচার করে বলিয়া অবিদ্যা-বন্ধনকেই 'বিদ্যাবত্তা' মনে করে। মানবের পরপক্ষ-জিগীষা-রূপা দিগ্বিজয়-স্পৃহা অবিদ্যা-জনিত অহঙ্কার-বশে উৎপত্তি লাভ করে। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর উত্তমা সেবাই যথার্থ বিদ্যা-শব্দ বাচ্য; যেহেতু ধন ও দৈহিক বল বা স্বাস্থ্য প্রভৃতি বাহ্য সম্পৎসমূহ মৃত্যুকালে জীবের অনুগমন করে না। ভোগসর্ব্বস্ব ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের ভোগবর্দ্ধনার্থই ধন, বিদ্যা ও বলাদি সম্পদ্ নিয়োগ করে, কিন্তু মানবের জীবিতোত্তর-কালে ঐ সমস্ত জড়-সম্পদের অকিঞ্চিৎকরতা স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়। এইসকল তত্ত্ব বিচার করিয়াই উদার-চিত্ত সাধুগণ প্রাপঞ্চিক সমস্ত সম্পত্তির আশা-ভরসা পরিত্যাগ করিয়া জীবদ্দশায় তীব্র-ভক্তিযোগে ভগবানের যজন করিয়া থাকেন। এজন্য বাহ্য জড়-জগতে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের চরণ অর্চ্চন করাই কর্ত্তব্য। শ্রীগৌরসুন্দরের ইহাই উপদেশ। "শুন, দ্বিজবর, তুমি—মহা-ভাগ্যবান্। সরস্বতী যাহার জিহ্বায় অধিষ্ঠান॥ 'দিগ্বিজয় করিব',—বিদ্যার কার্য্য নহে। ঈশ্বরে ভজিলে, সেই বিদ্যা 'সত্য' কহে॥ মন দিয়া বুঝ, দেহ ছাড়িয়া চলিলে। ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে॥ এতেকে মহান্ত সব সর্ব্ব পরিহরি'। করেন

ঈশ্বর-সেবা দৃঢ়-চিত্ত করি'॥ এতেকে ছাড়িয়া, বিপ্র, সকল জঞ্জাল। শ্রীকৃষ্ণচরণ গিয়া ভজহ সকাল॥ যাবৎ মরণ নাহি উপসন্ন হয়। তাবৎ সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয়। সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। 'কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয়'॥ মহা-উপদেশ এই কহিলুঁ তোমারে। 'সবে বিষ্ণু-ভক্তি সত্য অনন্ত-সংসারে'॥ এত বলি' মহাপ্রভু সন্তোষিত হৈয়া। আলিঙ্গন করিলেন দ্বিজেরে ধরিয়া॥ পাইয়া বৈকুণ্ঠ নায়কের আলিঙ্গন। বিপ্রের হইল সর্ব্ববন্ধ-বিমোচন॥ প্রভু বোলে,—'বিপ্র, সব দম্ভ পরিহরি'। ভজ গিয়া কৃষ্ণ, সর্ব্বভূতে দয়া করি'॥ চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩।১৭২-১৮২। প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তি, বিরক্তি, বিজ্ঞান। সেইক্ষণে বিপ্রদেহে হৈল অধিষ্ঠান॥ ঐ ঐ ১৮৭। সেই দিগ্বীজয়ি পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় কৃতার্থ হইয়া 'শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন-প্রণালী' 'ক্রমদীপিকা' রচনা করেন। শ্রীসনাতন ও শ্রীগোপালভট্ট-গোস্বামি-প্রভুগণ উক্ত গ্রন্থ হইতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-স্মৃতির উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই লীলাদ্বারা পৃথিবীর বিদ্বন্মণ্ডলীকে তাহাদের জড়বিদ্যার দম্ভ চূর্ণ করিয়া অপ্রাকৃত চিন্ময়ী বিদ্যার বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে নিজপাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়া কৃপা করিলেন। তৎসহ সেই সেই আচার্য্যগণের শিষ্যগণকেও নিজপাদপদ্মে আকর্ষণ ও কৃপা করিবার এক অভূতপূর্ব্ব মহাবদান্যতার নিদর্শন প্রদর্শন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণধামে (অপ্রকটলীলায়) ব্রজবাসিগণ, যাদবগণ, ব্রহ্মা,

ইন্দ্র, কুবেরতনয়দ্বয়—নলকুবর-মণিগ্রীব প্রভৃতি দেবগণ, নারদাদি মুনিগণ, কেশী প্রভৃতি দানবগণ, কালিয়াদি নাগগণ এবং শঙ্খচূড় প্রভৃতি যক্ষগণ—ইঁহারা সকলেই লীলা-পরিকর। নিত্যধামে উক্ত লীলাপরিকরগণসহ লীলাময়ের লীলা-অনুকরণ ভাবোদ্দীপকরূপে সর্ব্বদা বিরাজিত। লীলা শক্তি শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ানুসারে সেই সকল পরিকরগণের সেই সেই ভাব উদ্ভাবিত করেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকট ধামেও ঠিক তদ্রূপ। তথায় লীলা-পরিকরগণসহ লীলা এবং প্রপঞ্চ-লীলায় সেই সেই লীলার মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য বর্ত্তমান থাকায় অপ্রকট-লীলা অপেক্ষা প্রকট-লীলার মাধুর্য্য ও কৃপাধিক্য বর্ত্তমান। অপ্রকট লীলায় জড়বিদ্যার ও জড়-বিদ্যার্থীর প্রবেশাধিকার না থাকায়, অপ্রাকৃতা-চিণ্ময়ী-সম্বিদ-শক্তি ও তদনুগগণের সহিত বিদ্যাবিলাস নিত্য বর্ত্তমান আছে। প্রকটলীলায় সেই বিদ্যাবিলাস-লীলায় জড়বিদ্যার প্রাবল্য ও দৌরাত্ম্য প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। অপ্রাকৃত চিণ্ময়ীবিদ্যায় প্রকাশাল্পতাপ্রযুক্ত প্রভুকে জড়বিদ্যার দৌরাত্ম্য ও প্রাবল্য দমন করিয়া চিণ্ময়ীবিদ্যার প্রকাশপূর্ব্বক তৎসহ বিলাসাদির মহাবিচিত্রতা ও মহাবদান্যতার অভিনব ভাব ও সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ করিয়া দিগ্বিজয়ী কেশব-ভট্টের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সকল মঙ্গলের আকর জানিয়া তিনি প্রভুর পাদপদ্ম বন্দন করিলেন। প্রভুর শক্তি সঞ্চারিত হইবার পর তিনি ঈশ-সেবা, পরেশানুভূতি ও

ভগবদিতর-ব্যাপারে বিরক্তি প্রভৃতি উত্তম গুণরাশি যুগপৎ লাভ করিলেন। তিনি বৈষ্ণব-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন।

এই সকল গূঢ় রহস্য মহাপ্রভু অন্যকে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। কারণ ইহলোকে বহির্ম্মুখ লোকে তদ্দ্বারা লাভবান হয় না, পরন্তু বক্তার রহস্যোদ্ঘাটন-চেষ্টা-মুখে আয়ুক্ষয় মাত্রই লব্ধ হয়। অশ্রদ্দধান জনগণকে পরম-গুহ্য বেদমন্ত্রার্থ প্রদান করিলে সেই সকল দুর্ভগ ব্যক্তি মন্ত্রার্থের অপব্যবহার করিয়া প্রাকৃত-বাউল-সহজিয়া-স্মার্ত্তাদির মতকে 'ভক্তিপথ' বলিয়া প্রচার করিবে। সুতরাং তাহাতে অসৎ-পাত্রকে শিষ্য করিবার দোষেও কুফল ফলিবে। কেশব-ভট্টের অধস্তনগণ পরবর্ত্তিকালে গৌর-কৃপা-বিহীন হইয়া পড়িলেন।

শ্রীবিশ্বম্ভরের গার্হস্থ্য লীলাঃ—নিমাই পণ্ডিতের প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া বড় বড় বিষয়ী ও নবদ্বীপের ধর্ম্মকর্ম্মাচরণ-কারি ব্যক্তিগণ সকলেই বিশেষ সম্মান করিতেন। প্রভু গৃহস্থ-ধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন কল্পে বিত্তশাঠ্যাদি দোষের প্রশ্রয় না দিয়া দীন-দুঃখীকে দয়া করিতেন। শ্রীমায়াপুর-স্থিত প্রভু-গৃহে-অতিথিগণ অনুক্ষণ সংকৃত হইতেন। লোক-শিক্ষক প্রভু স্বয়ং দরিদ্র গৃহস্থের লীলাভিনয় করিয়াও অনুক্ষণ ত্যাগী বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের সেবার জন্য অশেষ যত্ন করিতেন। শ্রীশচীমাতা সন্ন্যাসিগণের ভিক্ষার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহের অভাব বোধ করিবামাত্র প্রভু কোথা হইতে বৈষ্ণব-সেবার যাবতীয় সম্ভার আনিয়া দিতেন॥ শ্রীলক্ষ্মীদেবী বৈষ্ণব-

সেবার্থ রন্ধন-কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন এবং প্রভু স্বয়ং বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের নিকট বসিয়া তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া উত্তমরূপে ভিক্ষা করাইতেন। অতিথি-সেবাই গৃহস্থের মূল-ধর্ম্ম; গৃহস্থ হইয়া যাহারা অতিথির সেবা না করে, তাহারা পশু পক্ষী হইতেও অধম। পূর্ব্বাদৃষ্ট দোষে অর্থাদি-সম্পদহীন হইলেও গৃহস্থ অন্ততঃ তৃণ, জল ও ভূমি দ্বারা নিষ্কপট-চিত্তে অতিথির সেবা করিবেন। লক্ষ্মীনারায়ণ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন জানিয়া ব্রহ্মা-শিব-শুক-ব্যাস-নারদাদি ভিক্ষুকের বেশে শ্রীমায়াপুরে প্রভু-গৃহে আগমন করিতেন। ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। কেননা, তাঁহারা ব্যতীত আর কোন সাধারণ মর্ত্ত্য-জীবেরই অতিথিরূপে সাক্ষাদ্ ভগবানের ভবনে তদীয় অন্ন-প্রসাদ লাভ-রূপ অনুগ্রহ পাইবার সামর্থ্য নাই। আবার কেহ কেহ বলেন,—যাবতীয় দুঃখার্ত্ত-জনগণকে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্যই লক্ষ্মীনারায়ণের এইযুগে লক্ষ্মী-গৌররূপে অবতরণ। তিনি পরম-দয়াময় বলিয়া পাত্রা-পাত্রের যোগ্যতা বিচার না করিয়াই অতিথিরূপী সকলকেই অন্নাদিপ্রদান দ্বারা অনুগ্রহ বিতরণ করিতেছেন। যে-সকল প্রাকৃত-অতিথি প্রাকৃত-গৃহস্থের নিকট গ্রাহক-সূত্রে অন্নাদি লাভ করেন, তদপেক্ষা যাঁহারা অতিথিরূপে শ্রীমায়াপুরে যোগপীঠে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের নিকট অন্ন-প্রসাদ লাভ করিলেন, তাঁহারা যে মহাভাগ্যবন্ত তাহাতে আর বক্তব্য কি? যদিও ব্রহ্মাদি শ্রীভগবানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তুল্য এবং প্রিয় সেবক, তথাপি পরমকরুণ গৌরাবতারে তাঁহার অহৈতুকী-করুণার

বিশেষত্ব এই যে, তিনি বিরিঞ্চি-প্রভৃতি মহাধিকারী দেবশ্রেষ্ঠ-গণেরও দুষ্প্রাপ্য ভগবৎ-প্রসাদ এই কলিযুগে সকল-জীবকেই তাঁহাদের যোগ্যতা বা অযোগ্যতার বিচার না করিয়া অর্থাৎ অধিকার-নির্ব্বিশেষে তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত বিতরণ করিয়া থাকেন।

বিশ্বম্ভরের গার্হস্থ্য লীলা ঃ—তাহা বর্ণাশ্রমান্তর্গত আশ্রম স্বীকার মাত্র নহে। পরন্তু ভৌম-লীলার বিশেষ-বৈচিত্র্য-বিশেষ। তিনি যে গার্হস্থ্য লীলাভিনয় করিলেন, তাহাদ্বারা জগতের মনুষ্যগণের 'একমাত্র গৃহস্থাশ্রমই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পালনীয়' ইহা শিক্ষা দিবার জন্য মাত্র নহে। তাহা হইলে তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণ লীলা করিতেন না। আবার সন্ন্যাস-গ্রহণই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, তাহাও নহে। কারণ শ্রীরায়রামানন্দ-সংবাদে (চৈঃ চঃ মঃ ৮) ইহা বাহ্য বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার গৃহস্থ-লীলা তাঁহার মহাবদান্যতার একটী মহা-প্রকাশ মাত্র। অপ্রাকৃত ভগবৎপ্রসাদ-দানে কত দুঃখী, দুর্গত, সুকৃতিসম্পন্ন, সুকৃতিহীন, ভাগ্যবান ও হতভাগা জীবকে যে কত বড় কৃপা করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের প্রেম-ধন বিতরণের পাত্র করিলেন, তাহা অন্য কোন ভগবদবতারে দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণও দ্বারকালীলায় এই গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম-পালন-লীলা প্রকাশ করিলেও তথায় সকল সাধারণ জীবের যাইবার অধিকার ছিল না। এবং শ্রীকৃষ্ণের গৃহস্থ-লীলা ও শ্রীবিশ্বম্ভরের গৃহস্থ-লীলার মধ্যে একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ মহারাজরাজেশ্বর ছিলেন, আর শ্রীনিমাই পণ্ডিত

গৌরনারায়ণ হইলেও ছন্নাবতারে দরিদ্র-রূপে লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। এই দারিদ্র্যতাই ভৌম-গৌর-লীলার মহা-বৈশিষ্ট্য। শ্রীলক্ষ্মীদেবী যাঁহার পদসেবিকা দাসী—সেই গৌর নারায়ণের দারিদ্র্য-লীলা—ভক্ততোষণ-লীলা। আবার কেহ কেহ দরিদ্রতার অছিলায় কৃপণতা করিয়া অতিথিসেবা বঞ্চিত হন। শ্রীবিশ্বম্ভরের দরিদ্র-গৃহস্থ-লীলায় তাহাকে নিরাশ করিয়া শরণাগতকে যে শ্রীভগবান্ সর্ব্বক্ষণ পালন ও রক্ষা করেন, তাহারও আদর্শ শিক্ষক। কেহ যেন শ্রীগৌর নারায়ণের দারিদ্র্যতা-লীলার অনুকরণে—দরিদ্র-নারায়ণের আদর্শরূপ প্রমাণ উত্থাপন না করেন। কারণ শ্রীগৌরনারায়ণ সাক্ষাৎ ভগবান্; ঈশ্বর। তিনি মায়াধীশ, তাঁহার দরিদ্রতার আবরণে নারায়ণ-লীলার মহা-মাধুর্য্যামৃত আস্বাদন ও বিতরণার্থে তাঁহার এই ভৌম-দারিদ্র্য-লীলা। আর মায়াবদ্ধ জীব কর্ম্ম-ফল ভোগের জন্য মায়াকৃত শাসন অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর করিয়া বাধ্য হইয়া কত কষ্টের সহিত ভোগ করে। উভয়ে কখনও এক নহে। একের দরিদ্রতা মহানন্দের প্রস্রবণ ও অন্যটী মহা-দুঃখের শাসন-প্রণালী। আর জীবে কখনও ঈশ্বর বুদ্ধি করিতে নাই—তাহা মহা-অপরাধ। 'জীবেতে ঈশ্বর বুদ্ধি কভু না করিবে'। 'মায়াধীশ' মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া অজ্ঞ মায়াবাদী মায়া-কবলিত জীব অবিদ্যারদ্বারা হতবুদ্ধি হইয়া – উক্ত অপরাধময়ী উক্তিটী, খুব উদারতার প্রকাশের জন্য ব্যবহার করিয়া খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে গিয়া মহাঅপরাধ পঙ্কে নিমগ্ন হয়।

তাহার শোধনার্থে যত্ন করিতে সুযুক্তি ও সুবিচার সিদ্ধান্ত বলিলেও ধরিতে না পারিয়া নানাবিধ বিতর্ক ও বিদ্বেষ প্রকাশ করিতঃ আরও অসুবিধার চরমপ্রাপ্তি লাভ করে। ধন্য অঘটন ঘটীয়সী মায়া! ধন্য তোমার বিমুখ মোহিনী প্রভাব!

শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর গৌরসেবাঃ—শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী মহালক্ষ্মীরও অংশিনী হইয়াও এই ভৌমলীলায় নিজহস্তে শ্রীশচীমাতা বা কোন পরিচারক পরিচারিকার সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং একাকিনীই পরমানন্দিত-মনে সমস্ত গৃহকর্ম্ম, সকলের নিমিত্ত রন্ধন, দেবগৃহে স্বস্তিক-মণ্ডলী-রচনা, গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-সুবাসিত জলাদি ঈশ্বর-পূজার সজ্জা সরবরাহ ও তুলসী সেবনাদি যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেন। আবার ততোঃধিক শ্রীশচীমাতার সকলপ্রকার সেবা বিশেষ আদর করিয়া করিতেন। তাহাতে শ্রীগৌরনারায়ণ তাঁহার-প্রতি অন্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। কোথায় বৈকুণ্ঠে বহু সেবক-সেবিকার সেবা গ্রহণ করিয়া মহৈশ্বর্য্যের উপভোগ, আর কোথায় স্বহস্তে কত পরিশ্রম করিয়া শ্রীগৌরনারায়ণের সাক্ষাৎ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রকার সেবা। সে-সেবানন্দ অপ্রকট-লীলায় আস্বাদন সম্ভব নহে। কারণ তথায় ধামের ভৌমত্ব না থাকায় সর্ব্ব-উপাদেয়-সম্ভার ও সুষ্ঠুভক্তগণদ্বারা পরিসেবিত হওয়ায় এই প্রকার সেবার সুযোগ তথায় নাই। সেবায় যে কত আনন্দ, তাহা সেবকই জানেন, সেব্যের পক্ষেও তাহার উপলব্ধি অসম্ভব। বৈকুণ্ঠ-লীলায় শ্রীলক্ষ্মী-আদি সেবিকা হইলেও তন্মধ্যে সেব্য ভাব বিজড়িত থাকায় সর্ব্বপ্রকার সেবা-

নন্দ লাভ তথায় সম্ভবপর নহে। তাই এই ভৌম-গৌর-লীলায় শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সেই সেবানন্দরূপ পরমসুখ-লাভাশায় এই অবতার গ্রহণ। সেই সেবানন্দ সেব্যের সুখতাৎপর্য্য-পরা হওয়ায় মায়িক ভোগোত্থ সকাম সুখ-লিপ্সার বিপরীত ভগবৎ-সুখানুসন্ধানস্পৃহা-পুষ্ট সাক্ষাৎ প্রেমভক্তি। শ্রীগৌর-নারায়ণের শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াসহ বিলাস যোগমায়া এমত ভাবে গৌরসুন্দরের ইচ্ছানুসারে ছন্নলীলা গোপন করিয়াছেন যে,—তাহা কেহই জানিতে পরিতেছেন না। কেবল-মাত্র শ্রীশচী-মাতা কখনও শ্রীগৌর-পদতলে মহাজ্যোতি ও সর্ব্বত্র পদ্মগন্ধ-আদি ঐশ্বর্য্যাদিশক্তি অনুভব করিতেন।

এদিকে শ্রীগৌরহরি প্রথমেই বিদ্যাবিলাস-দ্বারা পূর্ব্ববঙ্গ উদ্ধার ও শ্রীতপনমিশ্রকে কৃপা করিতে পূর্ব্বদেশ-বিজয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াকে শ্রীশচীমাতার সুষ্ঠু-সেবায় নিযুক্ত করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিলেন। পথে যাইতে যাইতে শ্রীরূপ-মাধুরী-দ্বারা বহু জীবকে কৃপা করিয়া পদ্মাবতী-তীরে অবস্থিতি করিলেন। গঙ্গা-যমুনার সৌভাগ্য দর্শনে পদ্মাবতীর লোভ হওয়ায় তাঁহার তীব্রভক্তিযোগের প্রার্থনা পূরণার্থে প্রভু তথায় কিছুদিন অবস্থান করিলেন। প্রভু পাদ-স্পর্শে তদবধি উহাতেও গঙ্গার ন্যায় নিখিল-লোক-পাবনত্ব আরোপিত হইল। বিদ্যার্থীগণের আর আনন্দের সীমা নাই। আজ নিজদেশে সশিষ্য (সপার্ষদ) শ্রীনিমাই পণ্ডিতকে পাইয়া প্রতিদিন অসংখ্য ছাত্র আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে সম্বিদ-শক্তি-সমন্বিত ভগবৎ-কৃপালাভে কৃতকৃতার্থ হইতে লাগিলেন।

প্রবাদ—'প্রভু কলাপ ব্যাকরণের একটী টিপ্পনী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই পদ্মাবতী-তীরবাসী পণ্ডিতগণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন। এতদ্দ্বারা প্রভুর নাম পূর্ব্ববঙ্গে খুবই প্রচারিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহাকে সাক্ষাতে পাইয়া তাঁহার শ্রীমুখে শ্রবণ ও সাক্ষাৎ-অধ্যাপনাদ্বারা কৃতার্থ হইলেন। সেই-ভাগ্যে আজও পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। আবার তথায় হতভাগা দুষ্ট জীবগণের মোহন-নিমিত্ত পাপীগণ যাইয়া তথায় সুকৃতিহীন অসুরগণকে নিজ দলভুক্ত করে। তাহারাও নিজে ভগবান্ বলিয়া প্রচার করে। যথায় স্বয়ং-ভগবানের পদাঙ্ক-অধ্যুষিত, কৃপাভিষিক্ত স্থান, তথায়ও ভাগবত-কীর্ত্তন-উপজীবি মহা-অপরাধীগণ অর্থ, প্রতিষ্ঠা ও শিষ্য-সংগ্রহার্থে গমন করিয়া মহাপ্রভুর অনুকরণে কীর্ত্তনাদি করিয়া অজ্ঞ জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করে। পাপিষ্ঠগণের অপরাধ অত্যন্ত প্রবল হইলেই তাহারা অহংগ্রহোপাসনা-মূলে গুরু-সজ্জায় সকল কল্যাণ-গুণৈকাকর, কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন বর্জ্জন করিয়া তত্ত্ব-বিচারানভিজ্ঞ মূঢ়-সম্প্রদায়কে নিজের কামনা-পূরণার্থ লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে শিক্ষা দেয় এবং আপনাকে 'নারায়ণ' অর্থাৎ 'ঈশ্বর' ভগবান্ বা অবতার প্রভৃতি বলিয়া প্রচার করায়। তদ্দ্বারা সেই গুরুব্রুব বঞ্চক ও বঞ্চিত ব্যক্তিগণ, উভয়েই মহা-পাপ-ভারে নরকে প্রবেশ করে।

মুক্তিবাদী অহংগ্রহোপাসক গুরুসজ্জায় আপনাকে সেব্য-বস্তু বলিয়া স্থাপন করিবার প্রয়াস করে। কিন্তু দেখা যায়

যে, জড়দেহাত্মবাদী দিনে সুস্থ, অসুস্থ, আবার সুস্থ এই তিন অবস্থা মূঢ়তাবশতঃ উপভোগ করে। অথবা মতান্তরে, একই দিবসের মধ্যে ত্রিগুণ-বদ্ধ প্রকৃতিবশ্য জীব স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, অথবা জাগর, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিনটী ভিন্ন দশা বা উপাধিরূপ প্রকৃতির ত্রিবিধ-বিক্রমে অভিভূত হইয়া থাকে। তাদৃশ অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত মায়া-বশ্য জীব নিতান্ত লজ্জাহীন হইয়া আপনাকে মায়াধীশ সেব্যতত্ত্বরূপে প্রচার করিয়া বেড়ায়। দিবসের মধ্যে তিনবার বিভিন্ন পরিণামে যাহার বাধ্য হইবার যোগ্যতা বর্ত্তমান, সেই জীবতত্ত্বের পক্ষে ত্রিগুণাতীত তুরীয় মায়াধীশ ঈশ্বর-অভিমান—নিতান্ত হাস্যাস্পদ।

ভক্তিরত্নাকরে ১৪ তরঙ্গে বর্ণিত আছে—“কেহ কহে,—ওহে ভাই, বহির্ম্মুখগণ। হইয়া স্বতন্ত্র, ধর্ম্ম করয়ে লঙ্ঘন।। বহির্ম্মুখগণ-মধ্যে যে প্রধান, তারে। ‘রঘুনাথ’ সাজাইয়া ভাঁড়ায় লোকেরে। স্ব-মত রচিয়া সে পাপিষ্ঠ দুরাচার। কহয়ে ‘কবীন্দ্র’ বঙ্গদেশেতে প্রচার।। কেহ কহে,—দেখিলাম মহা-পাপিগণ। আপনাকে গাওয়ায় ছাড়ি’ শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন।। (জগবন্ধু) কেহ কহে,—রাঢ়দেশে এক বিপ্রাধম। ‘মল্লিক’-খেয়াতি, দুষ্ট নাহি তার সম।। সে পাপিষ্ঠ আপনারে ‘গোপাল’ কহায়। প্রকাশি’ রাক্ষস-মায়া লোকেরে ভাঁড়ায়।।*** “রাঢ়দেশে কাঁদরা-নামেতে গ্রাম হয়। তথায় শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয়।। তথায় কায়স্থ জয়গোপালের স্থিতি। বিদ্যা-অহঙ্কারে তার জন্মিল দুর্ম্মতি।। ‘গুরু—বিদ্যাহীন, ইথে হেয় অতিশয়।’ জিজ্ঞাসিলে ‘পরমগুরু’রে ‘গুরু’ কয়।। প্রভু-

বীরচন্দ্র প্রকারেতে ব্যক্ত কৈলা ॥ লঙ্ঘিল প্রসাদ, তেঞি তারে ত্যাগ দিলা ॥

মায়া-বশ অজ্ঞ পাষণ্ডি-জীবের আপনাকে, 'ঈশ্বর', 'বিষ্ণু' বা 'অবতার' প্রভৃতি সংজ্ঞায় প্রচার-চেষ্টারূপ অহংগ্রহোপাসনার বিগর্হণ-সম্বন্ধে শ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে ২৭৬ সংখ্যায় বলিয়াছেন,—শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে মায়াবশ কর্ম্মফল-বাধ্য যমদণ্ড্য বদ্ধ-জীবের 'আমিই মায়াধীশ ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান্ বিষ্ণু বা তাঁহার অবতার' এইরূপ অহংগ্রহোপাসনা (অভিমান) নিরতিশয় ঘৃণা-ভরে নিন্দিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, 'আমিই ভগবান্ বাসুদেব'—এইরূপ অভিমানী হইয়া পৌণ্ড্রক-বাসুদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে স্বীয় দূত প্রেরণ করিলে দূতমুখে উহার ঢঙ্গ-চেষ্টা-বিষয়ক প্রলাপ-শ্রবণে উগ্রসেনাদি শুদ্ধভক্ত যাদবগণ উচ্চৈঃস্বরে উপহাস করিয়া উঠিয়াছিলেন। কারণ—'শুদ্ধভক্তগণকে ভগবান্ বিষ্ণু পঞ্চবিধ মুক্তি দিতে গেলেও তাঁহারা ভগবৎসেবা ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করেন না। মহাভাগবত শ্রীহনুমান-জীও ইহাই বলিয়াছেন,—'এমন কোন্ মূঢ় আছে যে, সাক্ষাদ্ভগবদ্দাস্য লাভ করিয়াও সে নিজ-প্রভু ভগবানের পদবীলাভের ইচ্ছা করে ?' এই সকল অভিপ্রায়ে ভগবান্ নিষ্কিঞ্চনা অর্থাৎ নিষ্কামা-ভক্তিকেই সর্ব্বোচ্চ অভিধেয় বা সাধনরূপে উপদেশ করিয়াছেন।

যাহারা মায়া-বশ্য ক্ষুদ্র জীবাধমকে মায়াধীশ 'ঈশ্বর' জ্ঞান করে, তাহারা নিতান্ত অধম ; তাহাদিগের শোচনীয় অধম-চরিত্রের আর তুলনা নাই। চতুর্দ্দশ-ভুবন ও তদতীত পর-

ব্যোম-বৈকুণ্ঠ-গোলোক-ব্রজ-নবদ্বীপপতি অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে স্বয়ংরূপ অবতারী সাক্ষাদ্ভগবান্ বা পরমেশ্বর বলিয়া সঙ্কীর্ত্তিত ও সংস্তুত হইতে দেখিয়া যে পাষণ্ডী জীবাধম তদনুকরণে ঐরূপ মিথ্যা প্রতিযোগিতা করিতে যায়, তাহার দুর্ভাগ্যের আর পরিসীমা নাই। অধুনা মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি মায়া-বশ রিপুদাস সামান্য ইতর-মনুষ্যকে কৃষ্ণাবতার, রামাবতার, গৌরাঙ্গাবতার, গোপালাবতার, কল্কি-অবতার, নিতাই-গৌর-মিলিত-অবতার, জগদ্গুরু, বিশ্বগুরু, যুগাবতার, মহা-মহাপ্রভু, সাজাইবার দুর্ব্বুদ্ধি-বশে যে অপরাধের আবাহন করিয়াছেন, তৎফলে শ্রৌতপথ অর্থাৎ অবরোহ বা বিষ্ণুর অবতারবাদের বিরোধী কুতর্কপথাশ্রিত হেতুবাদী তথা-কথিত অবতার-পুঙ্গবগণ জীবিতোত্তরকালে ঈশ্বরত্বলাভের পরিবর্ত্তে শৃগাল-যোনি লাভ করিবেন (আন্বীক্ষিকীমধীয়ানঃ শার্গালীং যোনিমাপ্নুয়াৎ॥ (—মহাভারত শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্বে ১৮০ অঃ ৪৮-৫০ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ॥

নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্ববঙ্গে পদ্মাবতী নদীর তীরে দুইমাস অবস্থান করিয়া তথায় অসংখ্য ছাত্রকে বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিয়াছিলেন। বিদ্যাধ্যয়ন-সমাপান্তে শাস্ত্র বিশেষের উপাধি লাভ করিয়া অসংখ্য ছাত্র কৃতার্থ হইলেন। তখন মহাপ্রভু শ্রীমায়াপুরে ফিরিবার প্রস্তাব করিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া সকলেই সুবর্ণ, রজত, জলপাত্র, দিব্যাসন, সুরঙ্গ-কম্বল ও বহুপ্রকার উত্তম পদার্থ যাহার গৃহে যাহা ছিল তাহা দিয়া

প্রভুকে সম্মান করিলেন। প্রভু শ্রদ্ধধান উপায়নদাতৃগণের প্রতি কৃপা পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া সকলকে কৃপা-দৃষ্টি-দানে কৃতকৃতার্থ করিলেন। প্রভু সন্তোষে সবার স্থানে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বহুছাত্র প্রভুর সহিত নবদ্বীপে বিদ্যালাভার্থে যাত্রা করিলেন।

তপন মিশ্রকে কৃপা—এমন সময় মহাভাগ্যবান্-সুকৃতি-সম্পন্ন, অতি-সারগ্রাহী তপন মিশ্র আসিয়া প্রভুর শ্রীচরণে পতিত হইলেন। ইহা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত আছে—"হেনই সময়ে এক সুকৃতি ব্রাহ্মণ। অতি-সারগ্রাহী, নাম—মিশ্র তপন ॥ সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নিরূপিতে নারে। হেন জন নাহি তথা, জিজ্ঞাসিবে যাঁরে ॥ নিজ-ইষ্ট-মন্ত্র সদা জপে রাত্রি-দিনে। সোয়াস্তি নাহিক চিত্তে সাধনাঙ্গ বিনে ॥ ভাবিতে চিন্তিতে একদিন রাত্রি-শেষে। সুস্বপ্ন দেখিলা দ্বিজ নিজ-ভাগ্যবশে ॥ সম্মুখে আসিয়া এক দেব মূর্ত্তিমান্। ব্রাহ্মণেরে কহে গুপ্ত চরিত্র-আখ্যান ॥ "শুন, শুন, ওহে দ্বিজ পরম-সুধীর! চিন্তা না করিহ আর, মন কর' স্থির ॥ নিমাই পণ্ডিত-পাশ করহ গমন। তোঁহা কহিবেন তোমা' সাধ্য-সাধন ॥ মনুষ্য নহেন তোঁহা— নর-নারায়ণ। নর-রূপে লীলা তাঁর জগৎ-কারণ ॥ বেদ-গোপ্য এ-সকল না কহিবে কারে। কহিলে পাইবে দুঃখ জন্ম-জন্মান্তরে।" অন্তর্দ্ধান হৈলা দেব, ব্রাহ্মণ জাগিলা। সুস্বপ্ন দেখিয়া বিপ্র কাঁদিতে লাগিলা ॥ 'অহো ভাগ্য' মানি' পুনঃ চেতন পাইয়া। সেইক্ষণে চলিলেন প্রভু ধেয়াইয়া ॥ বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌরসুন্দর।

শিষ্যগণ-সহিত পরম-মনোহর ॥ আসিয়া পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরণে। যোড়-হস্তে দাণ্ডাইলা সবার সদনে ॥ বিপ্র ব'লে—"আমি অতি দীন-হীন জন। কৃপা-দৃষ্ট্যে কর' মোর সংসার মোচন ॥ সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব কিছুই না জানি। কৃপা করি' আমা' প্রতি কহিবা আপনি ॥ বিষয়াদি-সুখ মোর চিত্তে নাহি ভায়। কিসে জুড়াইবে প্রাণ, কহ দয়াময় ॥ প্রভু ব'লে,—"বিপ্র, তোমার ভাগ্যের কি কথা। কৃষ্ণভজিবারে চাহ, সেই সে সর্ব্বথা ॥ ঈশ্বর-ভজন অতি দুর্গম অপার। যুগধর্ম্ম স্থাপিয়াছে করি' পরচার ॥ চারি-যুগে চারি-ধর্ম্ম রাখি' ক্ষিতিতলে। স্বধর্ম্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজ-স্থানে চলে ॥ কলিযুগ-ধর্ম্ম হয় নাম-সঙ্কীর্ত্তন। চারি-যুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ ॥ অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার। আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার ॥ রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে। তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥ শুন, মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ। যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তাঁর মহাভাগ্য ॥ অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণভজ গিয়া। কুটিনাটি পরিহরি' একান্ত হইয়া ॥ সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে-কিছু সকল। হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল ॥ হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ এই শ্লোক নাম বলি' লয় মহামন্ত্র। ষোল-নাম বত্রিশ-অক্ষর এই তন্ত্র ॥ সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে। সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে ॥" (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪ পঃ)

সুকৃতি ব্রাহ্মণ :—ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণকারী জীবগণের মধ্যে কর্ম্মফলে নানা যোনি ভ্রমণকারী ও নানাবিধ জ্ঞান-চেষ্টাকারীর মধ্যে ব্রাহ্মণত্বই বা ব্রাহ্মণ্যদেবের জ্ঞানই-সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সমস্ত সৎকর্ম্ম-ফলের একমাত্র চরম অবস্থা। সেই ব্রহ্মজ্ঞ যদি ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর সেবায় মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সৌভাগ্যসীমা অতুলনীয়া। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে,—"সহস্রব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সহস্রযাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্ত-পারদর্শীব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, কোটিসর্ব্ববেদান্তবিৎ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ, সহস্রবিষ্ণুভক্ত অপেক্ষা একজন ঐকান্তিক-বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। তাদৃশ ব্যক্তিকেই 'সারগ্রাহী' বলা হয়। সারগ্রাহীর বিপরীত ভারবাহী অর্থাৎ যিনি শ্রুতি ও তদনুগ-শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া নির্ব্বুদ্ধিতা-বশতঃ বাহ্য-বিচার লইয়াই ব্যস্ত থাকেন, তিনি সারগ্রাহী না হইয়া 'ভারবাহী'। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণকেই ভারবাহী বলা হয়। শুদ্ধভক্ত বা বৈষ্ণবই একমাত্র চতুর ও বুদ্ধিমান্; তিনি বৃথা ভারবাহিত্ব পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রের যথার্থ গুহ্যতম তাৎপর্য্যে সম্যক্ অভিজ্ঞ।

সাধন :—যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া অভীষ্ট-বস্তুর লাভ হয়, তাহাকে 'সাধন' বলে। ভক্তি-শাস্ত্রে উহাই অভিধেয় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। অভক্তগণের মধ্যে সম্বন্ধজ্ঞানাভাব-বশতঃ নানাপ্রকার অভিনব কল্পনা-মূলে অভীষ্ট-সিদ্ধি-প্রাপ্তির উপায় বর্ণিত ও প্রবর্তিত আছে। তপঃ, ইজ্যা, পুরশ্চরণ, ব্রত,

স্বাধ্যায়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসাদি-বায়ু-সংযম-দ্বারা কুম্ভক, পূরক ও রেচকাভ্যাস, নির্ব্বপণ (পিত্রুদ্দেশে অন্নাদি-দান), ত্যাগ, আসন, ত্রিসবন-স্নানাদি, তীর্থ-পর্য্যটন, চিত্তনিরোধ-চেষ্টা-মূলে ধ্যান-ধারণা এবং কর্ম্মপর অর্চ্চন প্রভৃতি নানা পন্থা সাধারণতঃ দৈব-মায়া-মোহিত ভারবাহি-জনগণ-কর্ত্তৃক সাধনরূপে নির্ণীত হয়। তাদৃশ সাধনগুলি—জীবছলনারই প্রকারান্তর-মাত্র। বস্তুতঃ একমাত্র বৈষ্ণবই প্রকৃত শুদ্ধসাধন ও সাধ্য-তত্ত্বনিরূপণ ও বিচার করিতে সমর্থ। আর বিষ্ণুভক্তি-রহিত ব্যক্তি সাধন-তত্ত্ব নিরূপণ করিতে গেলে তাহার পথ-ভ্রষ্ট হইবারই অধিক সম্ভাবনা। বিশেষতঃ তারতম্য-বিচারে দেখা যায় যে, মনোধর্ম্মের সাহায্যে সাধনতত্ত্ব-নিরূপণ-চেষ্টা বদ্ধ-জীবের ভ্রম, প্রমাদ ও বিঘ্ন আনয়ন করে এবং নিত্যসত্য বাস্তব সাধ্য-তত্ত্বে উপনীত হইতে দেয় না।

সাধ্য-বিচারে :—মুমুক্ষু-সম্প্রদায় ত্রিবিধ আত্যন্তিক দুঃখ হইতে পরিত্রাণ-লাভকেই 'সাধ্য' বলিয়া নির্ণয় করিতে গিয়া ভ্রান্ত হন। বুভুক্ষুসম্প্রদায় ইহামুত্র ইন্দ্রিয়তর্পণকেই 'সাধ্য' এবং মুমুক্ষুগণ নির্ভেদব্রহ্মসাযুজ্যকেই 'সাধ্য' বলিয়া নির্ণয় করেন। তাঁহাদের বিচার-ধারণার মূলে কেবলমাত্র ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। শাস্ত্রের সারগ্রাহী ভগবদ্ভক্তগণ সাধ্যবিচারে 'ভগবৎপ্রেমা'কেই লক্ষ্য করেন। তাঁহারা স্বর্গসুখ বা নির্ভেদ ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ ভাবদ্বয়কে 'কৈতব' বলিয়াই জানেন। তাৎকালিক বঙ্গদেশে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী প্রভৃতি নানা-সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতাভিমানিগণ প্রকৃত শুদ্ধ-

সাধনতত্ত্বে অনভিজ্ঞ থাকায় শ্রুতি ও তদনুগ-শাস্ত্রের সারগ্রহণে পরম-যোগ্যতা-বিশিষ্ট তীক্ষ্ণবুদ্ধি, শুশ্রূষু সুকৃতব্রাহ্মণ তপনমিশ্র তাঁহাদের নিকট সাধ্য-সাধনতত্ত্ববিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াও কাহারও নিকট কোনও সদুত্তর লাভ করেন নাই। অহর্নিশ অভীষ্ট দেবতার মন্ত্র জপ করিয়াও তাঁহার চিত্তে শান্তিলাভ ঘটে নাই। ভক্তিশাস্ত্রে চতুঃষষ্টিপ্রকার সাধন-অঙ্গের বিষয় বর্ণিত আছে। আবার, সকল সাধনাঙ্গের মধ্যে পাঁচপ্রকার সাধনাঙ্গেরই শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রদর্শিত পথ। ভক্তির কোন অঙ্গই সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইতে পারে না,—যে কাল-পর্য্যন্ত না এবং যদি না, শ্রীনামকীর্ত্তনের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। সাধন-ব্যতীত চিত্তে কখনও শান্তিলাভ ঘটে না,—ইহার তাৎপর্য্য,—কৃষ্ণ-প্রীতিমূলক শ্রীনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র সাধন এবং তদ্দ্বারা একমাত্র সাধ্য কৃষ্ণ-প্রেমার লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সাধনে সিদ্ধি-লাভ দুরূহ ও তাহা অসম্পূর্ণ মাত্র। অখণ্ড সুকৃতি-সম্পন্নব্যক্তিরই জন্ম-জন্মান্তরীণ পুঞ্জ-পুঞ্জ-সুকৃতি-ফলে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উদিত হয়। সর্ব্বভাবে জীবের তাহাই একমাত্র প্রয়োজন।

ঈশ্বর-ভজন—অত্যন্ত দুরধিগম্য ব্যাপার। আদৌ 'কে প্রভু? কাহারা তাঁহার দাস?' —এই সমস্ত বিচারে অনেক সময় সংসারি-জীবের ভ্রম হয়। মায়াবদ্ধ জীব সর্ব্বদা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আপনাকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া অন্যের নিকট হইতে লাভ, পূজা বা প্রতিষ্ঠার আশা করে। তদ্বিপরীত

নিষ্কপট দৈন্য ও প্রপত্তির ভাব যাঁহার হৃদয়ে উদিত হয়, তিনিই ধন্য। তাদৃশ সুকৃতি-সম্পন্ন-ব্যক্তিই ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। তিনি নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণে বা অপরের নিকট হইতে পূজা-গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। ইহ-জগতে শুদ্ধভক্তিহীন অনর্থযুক্ত জীব সর্ব্বদা অন্যের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করিয়া নিজের ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করে। কালে-কালে মায়া-বদ্ধ দীন জীবগণকে অনর্থাধিক্য হইতে মোচন করিবার জন্য ভাগবত-কথা আলোচনা-মুখে ভগবান্ ও ভক্তগণ প্রচার করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা যুগোচিত ধর্ম্ম সংস্থাপিত হয়। সাধারণতঃ কাল চারিভাগে বিভক্ত—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। আদিমকালে যখন জীবের চিত্তে সরলতার অভাব ছিল না, সেইকালে জীব-হৃদয়ে ভগবদ্ধ্যানের সম্ভাবনা ছিল এবং তাহাই কৃতযুগ বলিয়া কথিত হইত। পরে যজ্ঞবিধির দ্বারা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উপাসনাই যুগ-ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত ছিল। এই কালে ত্রিপাদ-ধর্ম্মের অধিষ্ঠান থাকায় উহা ত্রেতাযুগ বলিয়া সংজ্ঞিত হইত। ধর্ম্মের অর্দ্ধাবসানে যুগ-ধর্ম্ম অর্চ্চ্যবিষ্ণুর অর্চ্চন-মূলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন দ্বিপাদ-ধর্ম্মের অধিষ্ঠান-হেতু উহা দ্বাপরযুগ-নামে অভিহিত হইত। তৎপর ক্রমশঃ দ্বিপাদ-ধর্ম্ম ক্ষীণ হইয়া কলির প্রারম্ভে একপাদ-মাত্র অবশিষ্ট হইল। কলিযুগে যখন একপাদ ধর্ম্মও ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য-প্রকার সাধন-প্রণালীর অধিষ্ঠান থাকিতে পারে না। নাম-সঙ্কীর্ত্তনই কলিযুগের ধর্ম্ম। যে-স্থানে কৃষ্ণ-নাম-কথা-প্রচারের

অভাব, সেইস্থানেই প্রচার-রহিত নির্জ্জন-ভজন-মুখে অর্চ্চনাদি, বাহ্যানুষ্ঠানমুখে যজ্ঞবিধি এবং পুনরায় নির্জ্জন-ভজন-চেষ্টা-মূলে ধ্যান-স্মরণাদির প্রক্রিয়া। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাগ্ যুগ-ত্রয়ের সাধন-প্রণালী-ত্রয় অপেক্ষা নাম-সঙ্কীর্ত্তনেরই প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়াছেন। যাঁহারা কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা অস্বীকার করেন, তাহাদের নিকট শুদ্ধা ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচারিত হয় নাই জানিতে হইবে।

ভগবান্ যুগে-যুগে যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনার্থে-অবতীর্ণ হন। যুগে-যুগে তনুগ্রহণকারী ভগবানের তিনটী বর্ণ প্রকট হইয়াছিল। তন্মধ্যে শুক্লবর্ণ অবতার, রক্তবর্ণ অবতার, কৃষ্ণবর্ণ অবতার (অন্যান্য দ্বাপর যুগীয় শুকপক্ষ-বর্ণ-অবতার কৃষ্ণবর্ণ অবতারের অভ্যন্তরে অন্তর্ভুক্ত হন) এবং বর্ত্তমান এই কলিযুগে পীতবর্ণ অবতার গ্রহণ করিয়া যুগধর্ম্ম 'কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন'কেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীবের চরম সাধ্য-বস্তু বা প্রয়োজন দানে সমর্থ বলিয়া স্থাপন ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অন্য তিন যুগে সাধনত্রয়-দ্বারা লভ্য ফলসকল এই নাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা সহজেই লভ্য হয়। কিন্তু কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন পরিহার করিয়া বৈতানিক মহা-কর্ম্মকাণ্ড বা নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞান-কাণ্ডাদি ইতর-পন্থা গ্রহণ করিলে কখনই স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অথবা ভববন্ধ হইতে মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা প্রপঞ্চে ভগবত্তোষণ-মূলে সকলকার্য্য করিবার কালে ভগবানের নাম অনুক্ষণ গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে নিত্য ভগবৎস্মৃতি-পরায়ণ মুক্তপুরুষ বলিয়া বেদশাস্ত্র গান করিয়া থাকেন। যাঁহারা

সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণাদিতে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগের নিকট বেদের প্রতিপাদিত ও নিষিদ্ধ ব্যাপার কিছুই নাই। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহাদের হৃদয়ে ঐ প্রকার বৃত্তি অবস্থিত। শ্রীভগবন্নাম সাক্ষাদ্ বৈকুণ্ঠবস্তু। উহা জড়জগতের কোন জীব ভোগ্যদ্রব্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংজ্ঞা বা শব্দ নহে। অতএব যিনি চিৎ ও অচিৎ এই উভয় জগতের একমাত্র আরাধ্য শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই পরম-মুক্ত-পুরুষ; লৌকিক-পরিমাণ-দ্বারা তাঁহার পরিমিতি চেষ্টা নিতান্ত অসম্ভব। জ্ঞান-কর্ম্মাদি প্রাকৃত অভিধেয় ব্যতীত ও সত্য-যুগের ধ্যান, ত্রেতা-যুগের যজ্ঞ ও দ্বাপর-যুগের অর্চ্চনাদি অভিধেয়-সমূহের অনুশীলনে সুফল প্রসব করিবার পক্ষে কলিযুগে বহু অন্তরায় বর্ত্তমান। অতএব অভিন্ন-কৃষ্ণ-শ্রীনামাশ্রয়ে যিনি নিরন্তর হরিভজন করেন, তাঁহার ন্যায় মহাভাগ্যবান্ আর কেহই নাই।

উক্ত বিচারে শ্রীতপন-মিশ্রকে শ্রীমন্মহাপ্রভু কেবলমাত্র "শ্রীনাম-ভজনই সাধন ও কৃষ্ণপ্রেমাই সাধ্য, এতৎসম্পর্কে যতপ্রকার প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, তাহার সমস্ত মীমাংসা একমাত্র কৃষ্ণ-নামেই পাওয়া যাইবে, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানি প্রভৃতির যাবতীয় তুচ্ছ-বাসনার অপ্রয়োজনীয়তা, একমাত্র কৃষ্ণনামাশ্রিতব্যক্তিরই কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রভাবে উপলব্ধি হয়। অতএব নিষিদ্ধাচার ও কাপট্যনাট্য অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ,—এই চতুর্ব্বর্গরূপ কৈতবচতুষ্টয়কে অর্থ বা প্রয়োজন-জ্ঞানে যে-সমুদয় সাধন কল্পিত হয়, উহাদিগের

অনুশীলন করিবার দুর্ব্বাসনা পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে কৃষ্ণনাম আশ্রয় করিলেই কৃষ্ণের প্রীতি উৎপন্ন হয়। উক্ত ফল্গু-বাসনা প্রবল থাকিলে কৃষ্ণনামে রুচির উদয় হয় না।” ইত্যাদি নাম-ভজনের বিষয় উপদেশ প্রদান করিয়া ষোল নাম বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্র প্রদান করিলেন। ইহা সমস্তই সম্বোধনের পদ,—ইহাই মহামন্ত্র। পাঞ্চরাত্রিক-বিধানমতে এই মহামন্ত্রের উচ্চ কীর্ত্তন এবং জপ, উভয়বিধ অনুশীলনই বিহিত। যিনি এই মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন, তাঁহারই হৃদয়ে উচ্চকীর্ত্তনপ্রভাবে কৃষ্ণপ্রীতি-বাসনাঙ্কুর উদ্গত হয় এবং ক্রমশঃ শ্রীনামপ্রভুর কৃপায় তিনি অচিরেই সাধ্য-সাধন-তত্ত্বে পারদর্শী হন। ‘ছড়ানাম’ বা কল্পিত রসাভাস-দুষ্ট নামাপরাধের চীৎকার, অথবা মহামন্ত্রকে কেবল জপ্য-জ্ঞানে উচ্চকীর্ত্তন-বিরোধী হইলে, তাহা কৃষ্ণ-প্রেমের পরিবর্ত্তে অপরাধই উৎপাদন করে। আবার কেহবা অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন সকলশক্তিধর ও স্বেচ্ছাময় পরমস্বতন্ত্র নামকে সংখ্যাত বিধির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া ‘অসংখ্যাত নাম ভজনীয় নহে’ বিচার করিয়া মহাপ্রভুর ‘ন কাল নিয়ম’ উপদেশের বিরুদ্ধাচরণ করতঃ অপরাধ সঞ্চয় করেন। যাহারা এইরূপ অপরাধ করিতে কৃত-সঙ্কল্প, তাহাদের হৃদয়ে কোনদিন সাধ্য-সাধন-তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না। এই সকল গুরুদ্রোহী ভগবৎ অপরাধীগণ মায়া-শৃঙ্খলে ওতঃ-প্রোতভাবে আবদ্ধ হইয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিতে করিতে মঙ্গললাভের পরিবর্ত্তে চিরতরে নিরয়গামী হয়। শ্রীতপন মিশ্রকে কৃপা

করিয়া, শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে শ্রীমায়াপুরাভিমুখে ফিরিলেন।

শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর অন্তর্দ্ধানঃ—এদিকে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী গৌরকৃপালব্ধ মহাসম্পত্তিরূপ প্রভুর বিরহে ব্যাকুলা হইয়া বাহিরে শ্রীশচীমাতার সুষ্ঠুসেবা করিতেন। এবং নামমাত্র জীবন ধারণোপযোগী সামান্য আহার গ্রহণ ও সারারাত্রি ধরিয়া একাকী নির্জ্জনে বসিয়া কেবল ক্রন্দন করিতেন। অবশেষে সতীকুলশিরোমণি মহালক্ষ্মী নিজের প্রতিকৃতি-দেহ গাঙ্গতটোপকণ্ঠে সংরক্ষণ করিয়া মহালক্ষ্মী স্ব-স্বরূপে লোক-নয়ন হইতে অন্তর্হিত হইলেন। নিজারাধ্যপতি শ্রীগৌরনারায়ণের পাদপদ্ম-ধ্যানে সমাধি লাভ করিয়া সতীকুলশিরোমণি নিজ বৈকুণ্ঠস্থ ধামে গমন করিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তিস্বরূপ প্রকাশিত হইবার প্রাক্কালে শ্রীলক্ষ্মীদেবী অন্তর্হিতা হইলেন, অর্থাৎ প্রেমভক্তি-স্বরূপিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া যখন পরিবর্দ্ধিতা হইতেছিলেন, তখন শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া গৌরনারায়ণের সেবিকা-স্বরূপে বিরাজিতা ছিলেন। ক্রমে সেই প্রেমভক্তি যখন পরিবর্দ্ধিতা হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাযোগ্যা হইলেন, তখন শ্রীলক্ষ্মীদেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

নিজ-প্রতিকৃতি-দেহ থুই' পৃথিবীতে। চলিলেন প্রভু-পাশে অতি অলক্ষিতে॥ প্রভু-পাদপদ্ম লক্ষ্মী ধরিয়া হৃদয়। ধ্যানে গঙ্গাতীরে দেবী করিলা বিজয়॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১০৪-৫)

মায়ামুগ্ধ অক্ষজজ্ঞানী অনভিজ্ঞগণ গৌর-নারায়ণের স্বরূপ-

শক্তি মহালক্ষ্মী—শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে বদ্ধজীবের ন্যায় সর্পদংশনে দেহত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া যে সংশয় উপস্থিত করে, তাহার মীমাংসা শাস্ত্র ও মহাজনগণ কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান-তত্ত্ব-বিচার-প্রদর্শন-প্রসঙ্গে সুসিদ্ধান্ত-রহস্যের বিচারমুখে সুষ্ঠুভাবে নির্ণয় করিয়াছেন। যথা—বরাহপুরাণ বলেন,—"শ্রীভগবানের বা তাঁহার স্বরূপশক্তির মাংস-মেদ-অস্থিজাত কোন প্রাকৃত-মূর্ত্তি নাই। যোগিত্বনিবন্ধন অর্থাৎ যোগৈশ্বর্য্যলাভ-প্রভাবে যে তাঁহাদের তাদৃশ অপ্রাকৃত রূপ, তাহা নহে; পরন্তু স্বয়ংই সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া—সত্যরূপ, অচ্যুত ও বিভু। তাহা নিত্য ও শাশ্বত, জড়ীয় হেয়তা ও উপাদেয়তা—উভয় ভাব-শূন্য এবং কখনও প্রকৃতিজাত অর্থাৎ প্রাকৃত নহে। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে অখণ্ড পরমানন্দরাশি (সমষ্টি), কেবল চিন্ময় এবং অপ্রাকৃত সর্ব্বসদ্‌গুণ-পূর্ণ ও পরস্পর ভেদরহিত। ঈশ্বর-বিষ্ণুবস্তুতে কখনও দেহ ও দেহীর ভেদ নাই, তবে যে ঈশ্বর বিষ্ণুর একটী 'দেহ-স্বীকার' প্রভৃতি শব্দ শ্রুত হয়, তাহা নট-কর্ত্তৃক অভিনয়ার্থ পরিহিত অঙ্গরক্ষণীয় হস্তের ন্যায় উদ্দিষ্ট হইয়াছে। কেবল অর্থাৎ অবিমিশ্র-চিন্ময় ঐশ্বর্য্য-সংযোগ-হেতু প্রকৃতির অতীত-বস্তু ঈশ্বর বিষ্ণু অবতীর্ণ ও অন্তর্হিত হইয়াও 'তাঁহার এই রামরূপ', 'তাঁহার এই কৃষ্ণরূপ' ইত্যাদি উক্তি তাঁহার সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়।" বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণেও,—"যে ব্যক্তি পরমাত্মা কৃষ্ণের দেহকে 'ভৌতিক' বলিয়া জানে, তাহাকে সমস্ত শ্রৌত-স্মার্ত্তবিধান হইতে বহিষ্করণ কর্ত্তব্য। তাহার মুখ দর্শন করিবা-মাত্র সবস্ত্রে স্নান কর্ত্তব্য।" ভাঃ ১১।৩০।৪০ শ্লোকের ভাবার্থ—

"শুদ্ধসত্ত্বময়ী নিজের শ্রীমূর্ত্তিকে অন্তর্হিত করিয়া তৎপ্রতিকৃতি-মূর্ত্তি রাখিয়া মর্ত্ত্যমানবের অনুকরণ মাত্র করিলেন।" ভাঃ ১১।৩১।১৬—"ভগবান্ আগ্নেয়-ধারণা-দ্বারা স্বতনু দগ্ধ না করিয়াই স্বীয় ধামে প্রবেশ করিলেন।" ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলেন,—"বেদাদিতে কোথাও কোথাও সুহৃরাত্মা দৈত্যগণের মোহের নিমিত্ত জীব ও ঈশ্বর-বিষ্ণুর অভেদ, জীবের ন্যায় বিষ্ণুর দেহযোগ ও দেহত্যাগ, তাঁহার দুঃখ, বিপক্ষের শরাদি-নিক্ষেপ-জনিত তাঁহার দেহের ছেদ-ভেদাদি, তাঁহার পরাজয় এবং অস্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ অন্যের বশ্যতাদি প্রভৃতি চেষ্টা যেন আপাত-দৃষ্টিতেই কথিত হইয়াছে।" 'অগ্রে রুক্মিণী, পরে সত্যভামা বনমধ্যে অন্তর্হিতা হইলেন। শুদ্ধচিদাত্মা তাঁহাদের উভয়েরই প্রাকৃত জীববৎ দেহ-বিয়োগ নাই।' (শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত ভাগবত তাৎপর্য্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু গৃহে আসিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়ার অন্তর্দ্ধানের কথা শুনিয়া নরলীলাভিনয় বশতঃ কিছুক্ষণ বিরহ-দুঃখ-প্রকাশ করিয়া পরে তত্ত্বকথা-বর্ণনে সকলকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। শ্রীভগবান্ ও তৎপার্ষদগণের জীববৎ জন্মগ্রহণ নাই, সুতরাং তাঁহাদের মৃত্যুই বা কোথায়? তাঁহারা কাহারও দ্বারা বধ্য নহেন বা মোহপ্রাপ্ত হন না। নিত্যানন্দৈকস্বরূপ স্বতন্ত্র ভগবানের দুঃখই বা কোথায়? সর্ব্বজগতের উপর প্রভুত্ব করিয়াও ভগবান্ শ্রীহরি সামান্যকৃষকের ন্যায় আপনাকে দুর্ব্বল দেখাইয়া নিত্যলীলাসমূহ অনুষ্ঠান করেন। তবে যে তিনি কখনও কখনও নিজের স্বরূপ জানেন না বা

স্ত্রৈণবৎ পত্নী-বিরহে দুঃখী—ইত্যাদির লীলা প্রদর্শন করেন, তাহা তাঁহার অসুরমোহিনী লীলা বলিয়াই বুঝিতে হইবে। সুরগণ উহাকে 'অসত্যকুহক' অর্থাৎ মিথ্যা বঞ্চনা-মাত্র বলিয়াই জানেন। ভগবান্ ও তদ্ভক্তের যে প্রাদুর্ভাব ও তিরোভাবাদি-লীলা, তাহা প্রাকৃত-দেহধারী জীবের ন্যায় নহে, পরন্তু তৎসমুময়—নির্দ্দোষগুণ-সম্পূর্ণ। তদ্ব্যতীত যে অন্যথা-দর্শন, তাহাতে দুষ্টগণই, এমন কি, তত্ত্বানভিজ্ঞ সরল সজ্জন-ব্যক্তিগণও মুগ্ধ হন। শ্রীহরির এইলীলা—জীবগণের স্ব-স্ব-চিত্তবৃত্তির যোগ্যতানুযায়ি-ফল-প্রাপ্তির নিমিত্তই জানিতে হইবে। সর্ব্বজীবপ্রভু ঈশ্বর, অচ্যুত, স্বয়ং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ হইয়াও সেই সেই তিরোভাবেই আবার জীবদেহের ত্যাগানুকরণে অসুরগণকে অন্ধতমো-লোক লাভ করাইবার নিমিত্ত মোহিত করিয়া পরিত্যক্ত মৃতদেহবৎ অপর একটী ভৌতিক দেহ সৃষ্টি করিয়া উহাকেই পৃথিবীতে শয়ান রাখিয়া স্বয়ং বৈকুণ্ঠে গমন করেন। (চৈঃ ভাঃ ৩০৩)

শ্রীভগবানের নিত্যশক্তির সহিত কখনও বিচ্ছেদ না থাকায় তাহা লীলারসেরই উৎকর্ষতা সাধক স্বরূপশক্তি-কর্ত্তৃক প্রকটিত বিশুদ্ধ-লীলা পোষক। কিন্তু এই লীলা-বৈচিত্র্য বৈকুণ্ঠ-লীলায় যে ভাবে উপলব্ধ, ভৌম-লীলায় তাহার সবাস্তব তীব্র আস্বাদ্যময়ী-ভাবে বিশেষ রসবিধান করে। কিন্তু মহাপ্রভু বদ্ধজীবের কলত্রাদিতে মোহবশতঃ শোকাপনোদনার্থ নিজ মাতাকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ দিতেছেন ঃ—এই সংসারে কেই বা কাহার পতি, পুত্র, বান্ধব? অর্থাৎ

কেহই কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধযুক্ত নহে, পরন্তু স্বরূপ-বিস্মৃতিজনিত মোহ (অজ্ঞানই) ঐরূপ প্রতীতির কারণ। জীব স্বীয় বাসনাদ্বারা শুভাশুভ ফল সঞ্চয় করে। ভগবদিচ্ছা-ক্রমেই জীবের সংসারে সংযোগ ও বিয়োগ ঘটে ; ইহাতে অন্য কাহারও কর্ত্তৃত্ব নাই। প্রয়োজ্য ও প্রয়োজক-কর্ত্তৃত্ব জীবে ও ঈশ্বরে বর্ত্তমান। জীবের স্বতন্ত্রতা থাকিলেও তাহার ইন্দ্রিয়-প্রীতিকামনা অসমঞ্জস হওয়ায়, সে অপ্রিয়-ফল ভোগ করিতে বাধ্য। এই অনুপাদেয়ফল বদ্ধজীবের ভোগ-ভূমিতেই আবদ্ধ। কেবল ভজন-বলেই জীব এই কর্ত্তৃত্বাভিমান অর্থাৎ প্রাকৃতঅহঙ্কার হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হন। ভগবানের বহিরঙ্গা গর্হিতা মায়া জীবকে তাহার স্বতন্ত্র-ইচ্ছার অপব্যহার করিবার শাস্তিস্বরূপ ত্রিগুণ-দ্বারা নিষ্পেষিত করিয়া ত্রিতাপজ্বালায় জর্জ্জরিত করে। সুতরাং সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, সর্ব্বত্রই ভগবানের মঙ্গলময় হস্ত বিদ্যমান, এই ভাবিয়া সকলের মোহ পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ-সেবোন্মুখ হওয়াই কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা কোন শুভ-মুহূর্ত্তে ভগবৎকৃপা-প্রার্থনার আবশ্যকতা জীবের স্মৃতিপথে উদিত হইতে পারে।” ইত্যাদি উপদেশাদি-দানে সকলের আশ্বাস দানান্তে স্বগণসহ স্বকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন।

ছন্নাবতারী প্রভু গূঢ়ভাবে থাকিয়া বিদ্যাবিলাস-লীলায় মত্ত হইলেন। প্রতিদিন সাধক জীবের ন্যায় সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিয়া মাতাকে প্রণাম করতঃ প্রতিদিন মহাভাগ্যবান্ মুকুন্দ-সঞ্জয়ের গৃহে অধ্যাপনা করিতেন। তথায় সকল ছাত্রকে

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণের অত্যাবশ্যকীয়তা ও স্বধর্ম্মপরায়ণতা শিক্ষা দিয়া বিদ্যাদান করিতেন।

যদিও প্রভু নানাস্থানে বাল্যকোচিত চাপল্য দেখাইতেন, তথাপি কখনও স্ত্রী-সম্বন্ধি পাপকার্য্যের প্রশ্রয় দিতেন না। ভোক্তৃবুদ্ধিতে ব্যবহার দূরে থাকুক, ভোগ্যা যোষিদ্‌জ্ঞানে স্ত্রীলোক-দর্শনে জীবের মহা-মোহ-বশে নৈতিক ও পারমার্থিক সর্ব্বনাশ ঘটে বলিয়া সর্ব্বপ্রকার যোষিৎসঙ্গ হইতে যে দূরে অবস্থান কর্ত্তব্য, তাহা জগদ্‌গুরু লোকশিক্ষক প্রভু আপনি 'আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখাইয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার হরিজনোচিত হরিভক্তিময়ী লীলায় প্রাকৃত-স্ত্রীলোক-ঘটিত কোনপ্রসঙ্গই কোনপ্রকারে আলোচনা করিতেন না। যেস্থানে জীবের ভোগময়ী চিত্ত-বৃত্তি যোষিদ্‌ভোগে নিযুক্ত, সে-স্থলে সর্ব্বযোষিৎপতি কৃষ্ণের নিত্য নির্ব্ব্যলিক সেবার বুদ্ধির অভাব জানিতে হইবে। কেহ যদি তাঁহার নিকট স্ত্রী-ঘটিত গ্রাম্য-প্রসঙ্গ উত্থাপন বা আলোচনা করিতে আসিত, তিনি তৎক্ষণাৎ উহা বিশেষভাবে নিষেধ করিতেন। কৃষ্ণসেবা-বিরোধি-সাহিত্যচর্চ্চার ছলনায় এবং কৃষ্ণভক্তি-রস-বর্জ্জিত বৈরস্যময় কাব্য-রস-পানাশায় মানবের গ্রাম্য-রস-পান-প্রবণ চিত্ত যেরূপ বিষয়ভোগবাঞ্ছা-মূলক ব্যভিচারে প্রধাবিত ও প্রমত্ত হয়, কৃষ্ণভক্তিপ্রেমরস-প্রদাতা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার শুদ্ধভক্ত মহাজন-সম্প্রদায় কখনই তাদৃশ ব্যভিচারের পক্ষপাতী ছিলেন না।

গৌর-নাগরীবাদ নিরসন :—এজন্য প্রভুর

সিত্যসিদ্ধ স্তাবক মহাজন-সম্প্রদায় ও তাঁহাদের নিষ্কপট অনুগগণ—যাঁহারা তাঁহার স্তুতি-কীর্ত্তন গান বা পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা—কখনও কোনপ্রকারেই গৌরাঙ্গমহাপ্রভুকে অবৈধভাবে 'নাগর'-আখ্যায় আখ্যাত করিয়া তাঁহার গুণ-মহিমা গান করেন নাই, করেন না বা করিবেন না। শ্রীগৌর-সুন্দরই প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় রাজ্যের যাবতীয় নারীর একমাত্র বিষয় ব্রজেন্দ্রনন্দন, তাহা হইলেও কৃষ্ণের এই গৌর-লীলায় 'নাগর' বলিয়া মহিমা প্রচার বা স্তব করিবার কোনও ভিত্তি নাই এবং তাহা গৌর-কৃষ্ণ-সেবার অর্থাৎ সু-সিদ্ধান্তের নিতান্ত বিরুদ্ধ। গোপীজন-বল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণচন্দ্রই সম্ভোগরস-বিগ্রহ। কৃষ্ণের গৌরলালা স্বভাবতঃ বিপ্রলম্ভময়ী, সুতরাং কোন বুদ্ধিমান্ নিষ্কপট গৌরভক্তই প্রভুর বিদ্যা-বিলা-সাত্মিকা আদি-লীলায় নিখিল বৈধভক্ত্যাশ্রিতগণের সেব্য-বিগ্রহত্ব অর্থাৎ বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণত্ব, অথবা দীক্ষা-গ্রহণ-লীলাভিনয়ানন্তর প্রভুর বিপ্রলব্ধ রসাত্মিকা মধ্যও অন্ত্যলীলায় মূল-আশ্রয়বিগ্রহের কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিময় মহাভাবটীকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তাঁহাকে সম্ভোগরসের কুমনঃ-কল্পিত নায়করূপে গড়িয়া তুলিয়া গৌরভোগী হইবার জন্য ব্যস্ত হন না। নির্ব্বোধ অবৈধ পরদার-বুভুক্ষা-লম্পট ভাগ্যহীন সম্প্রদায় তাহাদের গ্রাম্য-প্রবৃত্তি-বশতঃ গৌর-সুন্দরকে ও তাঁহার সেবক-সেবিকা ভক্তগণকে 'কামুক' ও 'কামুকী' সাজাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া স্ব-স্ব-দুর্ব্বুদ্ধি ও নির্ব্বুদ্ধিতা জ্ঞাপন করেন মাত্র। প্রভুর আচার্য্য-লীলায় গ্রাম্য-বার্ত্তার শ্রবণ-কীর্ত্তন

—তাঁহার প্রচার ও স্বভাবের নিতান্ত বিরুদ্ধ; পরন্তু কৃষ্ণলীলায় যেরূপ অপ্রাকৃত সম্ভোগ-রসের অভিনয় নিত্যকাল বর্ত্তমান, গৌরলীলায়ও তদ্রূপ সম্ভোগের পরিবর্ত্তে চিন্ময় বিপ্রলম্ভরসের নিত্যাবস্থিতি। যোষিৎসঙ্গ বা প্রাকৃত যোষিতের দর্শনফলে বৈরস্যেরই উদয় হয়, তাহাতে ভাবনাবর্ত্মের অতীত শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়ে সর্ব্বতোভাবে আস্বাদনযোগ্য চিন্ময়রসের অধিষ্ঠান নাই, পরন্তু বদ্ধজীবের তমোগুণ-হৃদয়ে তদ্বিপরীত জড়ভোগেরই ব্যাপার নিহিত আছে।

শ্রীগৌরসুন্দরই সৎসিদ্ধান্তের একমাত্র উপদেশক-শিরোমণি। তিনি যাবতীয় ভগবদ্ ভক্তিমূলাকর সুসিদ্ধান্তসমূহের অনুমোদন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, জগৎ যে সিদ্ধান্ত-শিরোমণি জানিত না, তাহাও তিনি আপামরের সহজ-প্রাপ্য করিয়াছেন। তাঁহার সুসিদ্ধান্ত-ভূমিকাত্রয়েই শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভক্তি-সিদ্ধান্তাচার্য্যত্ব, তদনুগ শ্রীরূপগোস্বামীর অভিধেয়াচার্য্যত্ব এবং শ্রীজীব-গোস্বামি-কর্ত্তৃক তৎপরিপুষ্টি সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের উপাস্য-বস্তু হইয়াছে। শ্রীরূপানুগবর শ্রীদাস-গোস্বামীর সেই সুসিদ্ধান্তভিত্তিমূলা নিগূঢ়ভজন-প্রণালীই বৃন্দা-বিপিনের সুরসদ্মলতিকা। প্রভুর নিকট যাঁহারা একবর্ষ-কালও সুসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিবার সুযোগ-সৌভাগ্য লাভ করিতেন আধ্যক্ষিক-জ্ঞান তাঁহাদিগকে কখনও অধোক্ষজ-সেবা হইতে বঞ্চিত করিত না। এই বিদ্যাবিলাস-লীলাটীও ভৌমলীলায় মহা বিস্তৃতি ও বিচিত্রতা প্রকাশ-পূর্ব্বক ভক্ত ও ভগবানের লীলা-পুষ্টির এক অভিনব প্রদর্শনী উন্মোচিত হইয়াছে।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ঃ—সাক্ষাৎ প্রেমভক্তিস্বরূপিনী। তাঁহার কৃপা ব্যতীত ও প্রেমভক্তি লাভ হয় না। শ্রীগৌরনারায়ণ-'লীলায় তিনি গৌরনারায়ণের' ভূশক্তি-স্বরূপিণী। গৌরনারায়ণে তাঁহার মর্য্যাদা-বুদ্ধি, তথায় দাস্যভাবই প্রবল—অপ্রাকৃত বৈধ-পত্নীভাব। প্রাকৃত পতিপত্নী-ভাবের কোন স্থান সেখানে নাই। তিনি শ্রীগৌরগৃহের গৃহিণী। তাঁহার আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেই জীবের প্রাকৃত স্ত্রী-পুং-বিচার জনিত জড়ীয় ভোক্তৃ-ভোগ্যভাব-প্রধান সংসার বিদূরিত হইয়া শ্রীগৌরগৃহে প্রবেশাধিকার-লাভ হয় এবং তথায় শ্রীনামহট্টের সংমার্জ্জনী-স্বরূপে সেবাধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা উদিত হয়। কেহ কেহ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বহুবল্লভ দ্বারকেশ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া-পত্নী বাম্য-স্বভাববিশিষ্টা শ্রীসত্যভামা বলিয়া উল্লেখ করেন ; কিন্তু, তাঁহাতে বৈশিষ্ট্য এই যে, পুরমহিষী শ্রীসত্যভামার গর্ভে যেমন শ্রীকৃষ্ণের ঔরসজাত সন্তানের আবির্ভাব হইয়াছিলেন, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাদৃশ কোন লীলার প্রাকট্য না থাকায় তিনি মর্য্যাদামার্গে শ্রীগৌরনারায়ণের লীলার লক্ষ্মীস্বরূপেই বিচার্য্য হইয়া থাকেন। শ্রীগৌরনারায়ণের লীলায় শ্রীকৃষ্ণের পুরলীলার ন্যায় বহুবল্লভত্ব দৃষ্ট হয় না।

শ্রীগৌর বিশ্বম্ভর-লীলায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর অংশাবতাররূপে মূর্ত্তিমতী প্রেমভক্তিস্বরূপিণী হইয়া শ্রীবার্ষভানবীর আনুগত্যে শ্রীরাধাভাববিভাবিত শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের বিপ্রলম্ভ-লীলার পুষ্টি-বিধানকারিণী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-লীলায় বাধাপ্রদান-জনিত সম্ভোগময়ী কোন ধারণার

লেশমাত্রও তথায় নাই। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতি অতিভক্তি দেখাইতে গিয়া যাঁহারা তাঁহাকে নীলাচলে কাশীমিশ্র-ভবনস্থ গম্ভীরা-মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত মিলন করাইবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—উভয়েরই শ্রীপাদপদ্মে মহাঅপরাধী—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী, রসাভাস-দোষদুষ্ট, অতীব নিন্দনীয় প্রাকৃত-সহজিয়া। শ্রীগৌরনারায়ণ ও শ্রীগৌরবিশ্বম্ভর বস্তুতঃ এক অদ্বয়জ্ঞান হইলেও উভয়-প্রাকট্যের মধ্যে লীলাগত বৈশিষ্ট্য আছে, লীলার পৃথক্ প্রকোষ্ঠও আছে। তাঁহাদের সে লীলার বৈশিষ্ট্যের উপর হস্তক্ষেপ করিবার অর্ব্বাচীনতা ও ধৃষ্টতা সম্পূর্ণরূপে গর্হণীয়।

শ্রীশ্রীগৌরবিশ্বম্ভরের প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তদভিন্নবিগ্রহ স্বয়ং গৌরসুন্দরই। তাঁহার কৃপার লেশমাত্র-লাভ হইলেই জীব ধন্যাতিধন্য হন, তাঁহার শ্রীগুরু-বৈষ্ণবানুগত্যে নামভজনে নিষ্ঠা বর্দ্ধিত হয়। তিনিই শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ-লীলায় নামভজন-শিক্ষাদাত্রী আদর্শ আচার্য্য। “তিনি ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর নাম উচ্চারণান্তে একটি তণ্ডুল রক্ষা করিয়া যে কয়টি তণ্ডুল হইত, তাহা রন্ধন করিয়া মহাপ্রভুকে ভোগ দিয়া সেই প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। প্রসাদ-গ্রহণকালেও বিপ্রলম্ভের সহিত নাম গ্রহণ করিতেন। এইরূপ তাঁহার দিবারাত্র নাম ভজনে অতিবাহিত হইত।”

(প্রেমবিলাস)।

‘শ্রীগৌরগণোদ্দেশ’ শ্রীসনাতনমিশ্রকে শ্রীকৃষ্ণলীলার সত্রাজিৎ নৃপরূপে এবং তৎকন্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে সেই সত্রাজিৎ

নৃপদুহিতা জগন্মাতা 'ভূ'-স্বরূপিণী সত্যভামা-স্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন। সত্যভামা শ্রীবষভানু নন্দিনীর অবতার হওয়ায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকেও শ্রীবার্ষভানবীর অবতার বলা যাইতে পারে।' শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে' কবিকর্ণপূর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে পৃথিবীর অংশরূপা বলিয়াছেন।" তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তির সহায়কারিণী। শ্রীগৌরসুন্দর রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু ; সুতরাং ভক্তবাৎসল্য-বিধায়িণী জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে রাধাকৃষ্ণের সেবিকা বলা যাইতে পারে। তাঁহাকে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর একজন ভক্তা, সহচরী, পরমেশ্বরী বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। তাঁহাকে অংশিনী রাধা বলিয়া শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াকে যাঁহারা শ্রীরাধা-কৃষ্ণ বলিতে চাহেন, তাঁহারা উভয় লীলার বৈশিষ্ট্য ধ্বংস-প্রয়াস-হেতু উভয় স্থলেই ঘোরতর অপরাধী হন। শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরের নাগরত্ব কোথাও নাই।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণ-প্রসঙ্গে যে গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার অন্যোহন্যে সম্ভাষণ বর্ণন করিয়াছেন বলিয়া কথিত হয়, তাহাতেও শ্রীলক্ষ্মী-গৌরনারায়ণ-লীলা-বৈশিষ্ট্য উল্লঙ্ঘিত হইবার কোন কথা নাই। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে 'শ্রীরাধা' বলিয়াছেন বলিয়া একটি কথা গৌরনাগরী-সম্প্রদায়ে প্রচলিত। শুদ্ধ-গৌড়ীয়গণ জানেন—তাঁহার দ্বারা কখনও শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্যলীলা ও সন্ন্যাসলীলার বৈশিষ্ট্য উল্লঙ্ঘিত হইতে পারে না। কিন্তু শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলার সহিত শ্রীরাধা-ভাবদ্যুতি

সুবলিত কৃষ্ণচন্দ্রের বিপ্রলম্ভলীলা ও শ্রীগৌরনারায়ণ-লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-লীলার চিন্ময় বিচিত্রতা ও বৈশিষ্ট্য নিত্য বিদ্যমান।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কৃপার লেশমাত্র-লাভ হইলেই গৃহমেধীয় ধর্ম্ম ছুটি হইয়া যায়। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর ও তাঁহার নিজ জনের সংসারকে বদ্ধজীবের আত্মেন্দ্রিয়তোষণের সংসারের সহিত তুল্যজ্ঞানকারী গৃহিবাউল-সম্প্রদায়ের সহিত শুদ্ধ-গৌড়ীয়গণের বিচার চিরকালই পৃথক্।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—শুদ্ধা সরস্বতী, তিনিই পরবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী—শ্রীগৌরনৃসিংহের বদনবিলাসিনী বাগীশা। তিনিই শুদ্ধা বাক্ বা অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম-নামানুশীলনে স্ফূর্ত্তি প্রদান করিয়া জীবসকলের নিত্যমঙ্গল বিধান করেন। তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইবার দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইলেই জীব কৃষ্ণভজনের মূর্ত্তিমতী বাধা-স্বরূপা জড়বিদ্যার উপাসক হইয়া বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার কবলে কবলিত হয়। শ্রুত্যুক্ত পরবিদ্যা ও অপরাবিদ্যার পার্থক্য পাঠ করিয়াও অনূচানমানী ব্যক্তিসকল পরবিদ্যাবধূজীবন কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের বিজয় গান করিতে না পারিয়া চিরবঞ্চিত হইয়া থাকে। 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে' শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে সাক্ষাৎ ভক্তিস্বরূপিণী বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। ভক্তগণ তাঁহাকে 'ভূ-শক্তি' বলিয়া জানেন ; বস্তুতঃ তিনি হ্লাদিনী-সারসমবেত সম্বিৎ-শক্তি অর্থাৎ ভক্তিস্বরূপিণী—শ্রীগৌরাবতারে শ্রীনামপ্রচারের সহায়-স্বরূপে উদিতা হইয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপধাম যেরূপ নববিধাভক্তির স্বরূপ নয়টি দ্বীপ, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াও তদ্রূপ নবধা-শক্তির স্বরূপ।

শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গয়া-গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পরম ঐশ্বর্য্যপর অধোক্ষজ নারায়ণ-লীলাই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্য-লীলায় তিনি তাঁহার নারায়ণ-স্বরূপই প্রকাশিত করিয়াছেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া ও গৌরের গার্হস্থ্য-লীলা বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীনারায়ণের লীলা বলিয়াই জানিতে হইবে। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গয়া হইতে প্রত্যাগত হইবার পরও তিনি যে লীলা দেখাইয়াছেন, তাহাও অনেকটা মিশ্রভাবাপন্ন অর্থাৎ তাহাতেও ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ বর্ত্তমান রহিয়াছে;—যেমন শ্রীবাস-ভবনে চতুর্ভুজ নৃসিংহরূপ ও মুরারি গুপ্তের গৃহে বরাহমূর্ত্তি প্রভৃতি প্রকট করিয়াছেন, কখনও বা বিষ্ণুখট্বায় আরোহণ করিয়াছেন। গৃহাবস্থানের শেষলীলায় তিনি রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া মাধুর্য্যপর কৃষ্ণলীলার কথা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার গৃহাবস্থানের মধ্য-লীলায়ও তিনি যে কৃষ্ণলীলা-কথা প্রকাশ করেন নাই, তাহা নহে। তিনি গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পরে স্বয়ংরূপ-বিষয় হইয়াও আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত হইয়া 'গোপী' 'গোপী' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেন। তিনি ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীনিত্যানন্দকে জগতের দ্বারে-দ্বারে কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী-প্রদর্শিত ভজনাদর্শ অনুসরণের নির্ব্ব্যলীক দৃঢ়তার উদয় হইলেই আমরা শ্রীগৌরধামে শ্রীগৌরজন-সঙ্গে শ্রীগৌর-স্মরণ মহোৎসবে যোগদান করিবার সৌভাগ্য

বরণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর-প্রকটিত সঙ্কীর্ত্তন রাসস্থলীর সঙ্কীর্ত্তন মহাযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান পূর্ব্বক তদীয় সেবকানুসেবক হইবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভাবসর লাভ করিব।

শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌরসুন্দরের সম্ভোগ লীলার সেবিকা, আর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বিপ্রলম্ভ সেবাচমৎকারিতা প্রকাশিণী আচার্য্য-লীলা পোষণী-সেবিকা। তাঁহার বিবাহ-লীলা জগতের মহাসম্পদ প্রদায়িণী, জগৎপালণী, বাৎসল্য-বিধায়িণী ও মায়িক জগতের মায়াকর্ত্তৃক শাস্তিপ্রদায়িণী সংসার নাশিনী এবং বিপ্রলম্ভ-ভক্তি-দায়িণী হওয়ায় জগতের মহা উৎসব বিধায়িনী। শ্রীমন্মহাপ্রভু মহাসমারোহে ঐশ্বর্য্য প্রকটকরতঃ শ্রীবিষ্ণু-দেবীকে বিবাহ করিলেন। তাই তিনি সংসার বৃদ্ধিকারী আপত্যবিস্তারের পরিবর্ত্তে সংসার-বীজ নাশ করিয়া জীবগণের আশ্রয়দান ও বাৎসল্য বিধান-কারিণী। তাঁহার বিবাহের কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনকারীর সংসার দশা হইতে অব্যহতি লাভ করিয়া শ্রীগৌরগৃহের অপ্রাকৃত ধামের ও লীলার স্বরূপ উপলব্ধির বিষয় হইয়া নিত্য-সেবায় নিযুক্ত হইবার মহতী সুযোগ লাভ হয়। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া স্বরূপতঃ একতত্ত্ব, পরস্পর শ্রীগৌরসুন্দরের ভাবানুযায়ী সেবা বিধান কল্পে দুইটী স্বরূপ প্রকাশ করিয়া গৌরমনোঽভীষ্ট প্রপূরণার্থ বিভিন্ন রসচমৎকারিতা প্রকট-কারিণী।

* শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বিবাহটী ভৌম-লীলার একটী মহা-বৈশিষ্ট্য। দেবলীলায় বিবাহবিধি নাই, তথায় নিত্যশক্তি

সর্ব্বদা শক্তিমানের সেবায় নিযুক্তা। বিবাহ-বিধিটী অসংযত বদ্ধজীবের নিবৃত্তিমার্গে সংযত হইবার নিমিত্ত শাসন-বিধি। উহা শ্রীভগবানে কখনই প্রযোজ্য নহে। তথায় নিত্যশক্তি-সহ শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত চিন্ময়ী বিলাস। তথায় ঘৃণিত কাম না থাকায় তৎদমনোপায়ের ব্যবস্থা-বিধিও কখনই থাকিতে পারে না। তথায় বদ্ধজীবের জীবন শৃঙ্খলিত করিবার বর্ণাশ্রম-বিধি না থাকায় তদন্তর্গত 'সন্ন্যাস' ধর্ম্মপালনও তথায় নাই। ইহাও ভৌম-গৌর-লীলার একটী বৈশিষ্ট্য। উক্ত লীলাদ্বয় বদ্ধজীবের সংসার নাশের একটী মহা-অস্ত্র-স্বরূপে মহাবদান্য প্রভুর কৃপা-বৈশিষ্ট্য।

গয়া-যাত্রা :—শ্রীগৌরসুন্দর যেকালে অধ্যাপক-শিরোমণিরূপে নবদ্বীপে বিহার করিতেছিলেন, সেইকালে চতুর্দ্দিকে পার্ষণ্ড-স্মার্ত্তবাদাদি গুরুতরভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। ভক্তিযোগের নাম-শ্রবণও দুষ্কর হইয়া পড়িল। দুষ্টগণ বৈষ্ণবগণের অযথা নিন্দা করিতে থাকিল। শ্রীগৌর-সুন্দর আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে বিচার করিয়া স্মার্ত্ত-পাষণ্ডমত নিরাস ও বিমুখ-মোহন-কল্পে শিষ্যবর্গের সহিত আধ্যক্ষিক-দর্শনে-কর্ম্মমার্গীয় লৌকিক-বিচার-পালনার্থ গয়া-তীর্থ-যাত্রার অভিনয় করিলেন। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংই যে তাঁহার ভক্তগণের একমাত্র আশ্রয়, এইরূপ ঐশ্বর্য্য-লীলা প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে স্বয়ং ভক্তের বেষ-গ্রহণ-লীলাভিনয়ের জন্য গয়ায় শুভবিজয় করিতে ইচ্ছা করিলেন। গয়া এককালে বৌদ্ধগণের দ্বারা উপদ্রুত হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ

কর্ম্মকাণ্ড বিনাশ করিবার জন্য এখানে প্রবল অভিযান করে। গদাধর বিষ্ণু বৌদ্ধ-বিপ্লবের আক্রমণ হইতে বেদানুগজনগণের উদ্ধার-সাধনোদ্দেশ্যে গয়াসুরের শিরোভাগে স্বীয় পাদ-পদ্ম স্থাপন করেন। কর্ম্মকাণ্ডিগণ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর প্রতি নানা-প্রকার নির্য্যাতন করিতেছিল; এই জন্য বুদ্ধাবতার প্রকাশ করিয়া কর্ম্মকাণ্ডের অপব্যবহার লোক-সমক্ষে প্রদর্শন পূর্ব্বক উহার অসৎ ফল্গু বিচার-সমূহ নিরাস করেন। আবার পরবর্ত্তিকালে তদাশ্রিত বৌদ্ধব্রুবগণ স্বীয় স্বরূপধর্ম্ম বিষ্ণুভক্তি ভুলিয়া গিয়া বিষ্ণু হইতে বুদ্ধদেবকে পৃথক্ বুদ্ধিকরায় শ্রুতি বিরুদ্ধ নাস্তিক্যতমো-বাদ বর্দ্ধন করিয়াছিল। যদিও কুবিচার-ভ্রান্ত বৌদ্ধচার্য্যের শিরোদেশে বিষ্ণুপাদপদ্ম পতিত হইয়াছিল, তথাপি কর্ম্মাগ্রহিগণের বিচার-প্রণালীতে শুদ্ধাভক্তির বিরোধ লক্ষিত হইতেছিল। বিবিধ স্মৃতিনিবন্ধে ঐকান্তিক বিষ্ণু-সেবনের পরিবর্ত্তে নানা-প্রকার মনঃকল্পিত ফলভোগকাম প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। শ্রুতির তাৎপর্য্য-অনভিজ্ঞ প্রাকৃত কর্ম্মজড় জনসাধারণের বিশ্বাসানুকূলে তাহাদিগকে বঞ্চিত ও মোহিত করিয়া পিতার তর্পণোদ্দেশে শেষ-কৃত্য পিণ্ডদানের নিমিত্তই শ্রীগৌরসুন্দর গয়া-গমন-লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। তৎকালে চার্ব্বাক-মত অতিশয় প্রবল হওয়ায় জন্মান্তরবাদ বিপন্ন হইয়াছিল। বৌদ্ধগণের বিচার-যুক্তিতে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হইলেও ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের চিদ্-বিলাসরূপ সবিশেষত্ব-বিচার স্থান পায় নাই। তাদৃশ শ্রুতি-বিরুদ্ধ বৌদ্ধ-বিচারকে স্তব্ধ করিয়া ভগবান্ গদাধর বিষ্ণু স্বীয়

একেশ্বর সবিশেষ পরম-পদ স্থাপন করেন। গয়াধামে “ত্রেধা নিদধে পদম্” এই ঋঙ্মন্ত্রের উদ্দিষ্ট শ্রীবামনদেব অর্চ্চ্য-বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। সেই চিদ্বিলাসময় পাদপীঠের পূজায় ভগবানের নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-বিচার পরাভূত হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়া যাত্রা করিয়া পথের গ্রাম-নগরাদিকে পুণ্যতীর্থময় করিতে করিতে মন্দারে পর্ব্বতোপরি শ্রীমধুসূদন দর্শন করিলেন। তথা হইতে গয়া যাইবার পথে স্বয়ং ভগবান্ পরমেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যসিদ্ধ সচ্চিদানন্দ-কলেবর হইয়াও মায়ামূঢ় আধ্যক্ষিক অক্ষজ-দর্শনকারিগণের বুদ্ধি ও দর্শন মোহিত ও বঞ্চিত করিবার জন্য কর্ম্মফলবাধ্য প্রাকৃত-জীবের জড়শরীর যেরূপ জ্বরাদিতে বিকল হয়, তদ্রূপ জ্বরগ্রস্ত হইবার নাট্যাভিনয় প্রদর্শন করিলেন। মায়াধীশ সচ্চিদানন্দ বিষ্ণুকলেবরের কখনই প্রাকৃত মর্ত্ত্যজীবের দেহের ন্যায় প্রাকৃত সুখ-দুঃখাদি ত্রিগুণ-জাত বিকারযোগ্য নহেন। যিনি শ্রীচৈতন্য-দেবের পূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহকে প্রাকৃত জীবসম জ্ঞান করিবেন তিনি নিশ্চয়ই মহা-অপরাধপঙ্কে নিমগ্ন হইবেন। পাছে, প্রাকৃত-কর্ম্মফলবাধ্য, যমদণ্ড্য, মর্ত্ত্য, ভ্রান্ত জীবগণ নিজ-নিজ-প্রাকৃত-জড়শরীরকে অপ্রাকৃত বলিয়া মনে করে এবং প্রাকৃত-সহজিয়াগণ আপনাদিগকে অপ্রাকৃত মুক্ত-বৈষ্ণবাভিমান করেন, তজ্জন্য তাহার প্রতিষেধকল্পে লোকশিক্ষার নিমিত্ত তিনি নিজ-বিগ্রহে বিমুখ-জীবসুলভ জ্বর-ভোগ-লীলার অভিনয় প্রদর্শন করিলেন। বস্তুতঃ অনভিজ্ঞ মায়া-মূঢ়জনগণ পরমেশ্বর গৌরসুন্দরের এই লীলাভিনয় দর্শন করিয়া যাহাতে আরও

মোহিত হয়, তজ্জন্যই তাহাদের স্ব-স্ব মায়া-মোহিত বুদ্ধির তুচ্ছ যোগ্যতা প্রদর্শন করিবার ইচ্ছায় নিজের অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহেপ্রাকৃত-জ্বরের আরোপমাত্র করিলেন জানিতে হইবে।

যখন নানাবিধ ঔষধ-ব্যবহারেও প্রভুর জ্বরত্যাগ দেখা গেল না, তখন জগদ্‌গুরু প্রভু লোক-শিক্ষার জন্য বিষ্ণুতত্ত্ববেত্তা অচ্যুতাত্মা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা জগতে জ্ঞাপন করিবার ইচ্ছায় ঔষধরূপে নিজপ্রিয় বিপ্রপাদোদক গ্রহণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিলেন। এতদ্দ্বারা একদিকে যেমন কর্ম্মালানবদ্ধ প্রাকৃত যমদণ্ড্য মর্ত্ত্য-জীবের মূঢ়তা উৎপাদন করিবার-লীলা প্রদর্শন করিলেন, অপরদিকে জগতে যাহাতে বিষ্ণুতত্ত্ববিৎ অচ্যুতাত্মা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা অক্ষুন্ন থাকে, তাহার আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। নারায়ণলীলায় যেমন স্বীয় বক্ষোদেশে ভৃগুপদচিহ্ন ধারণ করিয়া নিজের ভক্তের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এই গৌর-লীলায়ও তিনি সামকীতনুর মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন। প্রভুর এই অচিন্ত্য গূঢ়-লীলার তাৎপর্য্য না বুঝিয়া প্রাকৃত মূর্খ সহজিয়া-সম্প্রদায় প্রায়শঃ জাতি-সামান্য-বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হইয়া রাক্ষস-বিপ্রের জড় পাদোদক পান করিয়া বসেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।১১।৩৫) কথিত—"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেতত্তত্তেনৈব বিনির্দ্দেশেৎ।" অর্থাৎ যে পুরুষের বর্ণ-প্রকাশক যে লক্ষণ উক্ত হইল, যদি অন্য বর্ণেও তাহা দৃষ্ট হয়, তবে তাহার বর্ণও সেই লক্ষণ দ্বারা বিনির্দ্দিষ্ট হইবে।—এই বিচার-

বিধিলঙ্ঘন করিয়া যাহারা সর্ব্বব্রাহ্মণ-গুরু বৈষ্ণবকে শূদ্র বলিয়া জ্ঞান করে, অবৈষ্ণবকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞান করে এবং শূদ্রতাকেই বৈষ্ণবতা বলিয়া ভ্রান্ত হয়, তাহাদিগের নিত্যমঙ্গল-সাধনের নিমিত্ত প্রভুর ভক্তবিপ্রপাদোদক-পান-লীলা সুমতি উদয় করাইবে। অচ্যুতাত্মা ব্রাহ্মণগণই ভগবান্ শ্রীঅচ্যুতের সেবা করিতে সমর্থ, তমোগুণাবৃত পাপিষ্ঠ শূদ্র তমোগুণের প্রাবল্যনিবন্ধন সর্ব্বদাই ব্রহ্মসূত্রহীন, সুতরাং ঈশসেবা-বিমুখ। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ অনাত্মদেহে আত্মবুদ্ধিযুক্ত মনোধর্ম্মী নহেন। তিনি সঙ্কীর্ণ, খণ্ডিত ভোগ্য জড়দ্রব্যে বিমূঢ়মতি হন না। তাঁহার কেবল-চেতন-বিচার প্রবল বলিয়া অচিন্মাত্রবাদের পরিবর্ত্তে তাঁহার সম্বন্ধজ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে অভিধেয়ানুশীলনই কর্ত্তব্য। 'ব্রাহ্মণ'-শব্দে 'কৃপণ' উদ্দিষ্ট হয় নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রকার অত্রি বলেন,—"ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ। স চৈব তেন পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ।" সুতরাং এইরূপ পশুবিপ্রের পাদোদক পান করিলে সাধারণ বিচার-বিমূঢ় অজ্ঞ জীব সঙ্গে-সঙ্গে পশুত্ব লাভ করে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অবমাননা ব্যভিচার সাধন করিয়া কখনই পরমার্থের অনুশীলন হইতে পারে না। সাধারণ প্রাকৃত কর্ম্মজড়গণ বর্ণাশ্রমের উন্নতভাব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। তাহাদিগের সন্তোষ-বিধানার্থও তত্তৎ অধিকার বিচার-পূর্ব্বক আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত ব্রাহ্মণকে সর্ব্বতোভাবে সম্মান-প্রদান অবশ্য কর্ত্তব্য। তাৎকালিক প্রচলিত সামাজিক লৌকিক-বিচার লঙ্ঘন

না করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর পিতৃপিণ্ড-প্রদানের ছলনায় কর্ম্মকাণ্ডেরও একেবারে অনাদর করেন নাই। ইহাতে মনে করিতে হইবে না যে, কর্ম্মকাণ্ডবিহিত পন্থাকেই পরমার্থ বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের বিশ্বাস ছিল। পাছে কেহ শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-জ্ঞানহীন বিচারবিমূঢ় হইয়া পরমার্থ-পথে কর্ম্মকাণ্ড-প্রথাকে প্রবেশ করায়, এইজন্যই জগদ্‌গুরু প্রভুর বিপ্র-পাদোদক-পানাভিনয় ও গয়ায় পিতৃপিণ্ড-প্রদানাভিনয় প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক তদনন্তর তাঁহার পারমার্থিকী বৈষ্ণবী-দীক্ষা-গ্রহণ-লীলা। শ্রীগৌরসুন্দরের সমগ্র সেশ্বর-নৈতিক আদর্শচরিত্রে শ্রীমদ্ভাগবতের (১১।২০।৯ শ্লোকে) কথিত বিধি-পালনাভিনয় দেখা যায়,—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" অর্থাৎ যেকাল-পর্য্যন্ত জীবের বর্ণাশ্রমধর্ম্মে আস্থা থাকে, সেকাল-পর্য্যন্ত তিনি মর্য্যাদা-পথ অবলম্বনপূর্ব্বক দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আদর এবং পালন করিবেন, পরে শ্রৌতপথে সন্নুখরিত ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া সেই কথায় সুদৃঢ় বিশ্বাস ও নিশ্চয়-যুক্ত হইলে আর তাঁহার কর্ম্মস্পৃহা থাকে না। তখন "লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। হরি-সেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"—এই নারদপঞ্চরাত্র-কথিত শুদ্ধ পারমার্থিক নির্গুণ-বিচার-দ্বারা তিনি সর্ব্বক্ষণ পরিচালিত হন। জীবের শারীরিক ও মানসিক সুখলাভই প্রয়োজন বলিয়া মনে হইলে নশ্বর জাগতিক চিন্তা-স্রোত জীবকে কখনই পরিত্যাগ করে না, সুতরাং বর্ণাশ্রমবিহিত

সদসৎকর্ম্ম-প্রবৃত্তি কালক্রমে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া বেদ-নিষিদ্ধ পাপকর্ম্মপ্রবৃত্তিতে পরিণত হয়, ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধান্বিত হইলেই জীবের ভগবৎসেবোন্মুখ-চিত্তে ঐকান্তিকভাবে শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয়ই একমাত্র নিত্য চরম-কল্যাণের কারণরূপে প্রতিভাত হয়। "এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ ॥"—এইরূপ পরমহংস-বৈষ্ণবাধিকারে উন্নত হইলে জীবন্মুক্ত ভাগবতের আর গয়ায় গিয়া পিণ্ড-প্রদান বা ব্রাহ্মণ-পাদোদক-পান প্রভৃতি অনুষ্ঠান প্রদর্শন করিতে হয় না। অমলপ্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১১।৩২ শ্লোকে) কথিত—"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপিস্বকান্। ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স সত্তমঃ ॥" এবং গীতায় (১৮।৬৬ শ্লোকে) কথিত "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥" প্রভৃতি মহাবাক্যের তাৎপর্য্য বিচার ও আলোচনা করিলে জীবের ক্রমশঃ প্রাপঞ্চিক নৈষ্কর্ম্ম ও নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানের প্রতি ঔদাসিন্য উপস্থিত হয়। ভগবান্ সর্ব্বলোক-পালক ও সনাতন-ধর্ম্মবর্ম্মা ধর্ম্মগোপ্তা হইয়াও সর্ব্বপ্রকার লোকের অধিকারনিষ্ঠা বিচার করিয়া তত্তৎ-অধিকারনিষ্ঠ লোকের চরম-কল্যাণ-বিধানার্থ ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণাধিকারোচিত লীলাভিনয় প্রদর্শন করিলেন। তাহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, ঐ সঙ্কীর্ণ অধিকার বা নিয়মাগ্রহেই জীবের পরমার্থ আবদ্ধ। পারমার্থিক-বিচারে অপবর্গ-বর্ত্মের ক্রমোন্নতি ও ক্রমিক উচ্চস্তর বা সোপান-সমূহ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রশ্নাবলীর

উত্তরে মহাভাগবত পরমহংসকুলগুরু, শ্রীরামানন্দের দ্বারা সুষ্ঠুরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণলীলায় অর্জ্জুনকে উপদেশ-কীর্ত্তনমুখে যে গীতা-শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতেও তিনি অপরাপ্রকৃতির অন্তর্গত বদ্ধজীবের অনুভূতি বিচারপূর্ব্বক কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের উপদেশ-প্রদানান্তে উহাদের আচরণও মিশ্রণ সর্ব্বতোভাবে গর্হণপূর্ব্বক জীবাত্মার পরমনির্ম্মল ধর্ম্ম কেবলা শুদ্ধভক্তিরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয়ত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। এই সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ শ্রবণ করিয়া সঙ্কীর্ণাধিকারবদ্ধ জনগণ পারমার্থিক ভক্তিচেষ্টার সহিত সঙ্কীর্ণাধিকারগত কু-চেষ্টার তুলনা-মুলে উভয়বিধ ক্রিয়াকে যে সমান বলিয়া জ্ঞান করেম, তাহা তাঁহাদের অজ্ঞানময় কুযোগোচিত হইলেও "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্"—এই গীতোক্ত (৩।২৬ শ্লোকের) বিধি-বাক্য অনুসরণপূর্ব্বক যাঁহাদিগের প্রাপঞ্চিক বিচার প্রবল, অথবা যাঁহারা প্রাপঞ্চিক-বিচারাবলম্বনে অপ্রাকৃত-বস্তুর বা ব্যাপারের বা কথার বিচার-বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়া তাহাকেও প্রাপঞ্চিক বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহাদের ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ অধিকার বিচার করিয়া তাঁহাদের প্রতি ভক্তগণের ক্ষমা-প্রদর্শনই বিধেয়।

ঈশ্বরের বিপ্রপাদোদক পান লীলায় বৈষম্য দোষাপনোদনার্থ বলিতেছেন—(গীঃ ৪।১১) "সকাম বা নিষ্কামভাবে যে-প্রকারে যাঁহারা আমার ভজন করেন, আমি সেইভাবেই তাঁহাদের ভজনানুরূপ ফল প্রদান-দ্বারাই তাঁহাদিগকে ভজন করি অর্থাৎ অনুগ্রহ প্রদান করি, পরন্তু যে-সকল সকাম ব্যক্তি আমাকে

পরিত্যাগ করিয়া ফলভোগ কামনা-মূলে সকামভাবে ইন্দ্রাদি নানা-দেবতার ভজন করে, তাহাদিগকেও আমি উপেক্ষা করি না। যেহেতু সর্ব্বপ্রকারে ইন্দ্রাদি-নানা-দেবসেবকগণও আমারই ভজনপথের গৌণভাবে অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে; কেননা, ইন্দ্রাদিরূপেও আমিই সেব্য।' (শ্রীধর-কৃত 'সুবোধিনী')।

কর্ম্মাধিকারে বা জ্ঞানাধিকারে শুদ্ধভগবদ্ভক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। যাহারা ভগবানের চরণে প্রপন্ন হইতে পারে না বা ইচ্ছা করে না, তাহাদের অধিকার বিচার করিয়াই ভগবান্ জগতে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বদ্ধজীবগণ ঐ কর্ম্ম ও জ্ঞান অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করে। তাহাদের ভগবদ্ভক্তিতে অধিকার লাভ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। তবে কর্ম্মমিশ্রাধিকারী বা জ্ঞানমিশ্রাধিকারীর কর্ম্ম ও জ্ঞান-বাঞ্ছা অর্থাৎ বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা ক্রমশঃ সমূলে বিনষ্ট হইলেই কেবলা-ভক্তির প্রভাবে তাহাদের নিত্য পরম-মঙ্গল-লাভ হইতে পারে। প্রপত্তি ব্যতীত কর্ম্মী বা জ্ঞানী, কাহারও ভগবৎসেবায় অধিকার নাই। ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বদাই ভগবানের নিত্য উপাদেয় কৈঙ্কর্য্য লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত। তিনি ভগবদিতর কোনও খণ্ড ভোগ্য নশ্বর বস্তুর দাস্য করিবার জন্য কখনও প্রস্তুত নহেন। যিনি যেরূপভাবে ভগবৎসেবায় প্রবৃত্তিবিশিষ্ট, ভগবান্ তাঁহাকে সেইপ্রকার সেবাতেই অনুরূপ যোগ্যতা প্রদান করেন। ইহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, ভগবান্‌কে স্বীয় ভৃত্য-পর্য্যায়ে পরিগণিত করিয়া বদ্ধজীব যে-কোন-প্রকারে তাঁহার অবৈধকামনা পূরণ করিবার অধীন

যন্ত্রবিশেষ-জ্ঞানে স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিবেন এবং সেইরূপ তথা-কথিত পাষণ্ডীর দাস হইয়া তথা-কথিত ভগবান্ তাহারই সেবা করিবেন। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, অনাদি-বিমুখ অক্ষজ জ্ঞানী জীবের এই আসুরিক-প্রবৃত্তিমূলক জড়কর্ম্মকাণ্ড-বশ্যতারূপ নির্ব্বুদ্ধিতার প্রশ্রয় দিবার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ নাস্তিক জীবকে মোহিত ও বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকেই তাদৃশ-জীবের পরিচর্য্যা করিবার ছলনায় নিযুক্ত করিয়াছেন। মায়াবদ্ধ জীব ভ্রান্তিবশতঃ নিজের ভোগ্য মোহিনী ভগবন্মায়াকেই প্রিয়, আত্মীয়, আরাধ্য সেব্যবস্তু-জ্ঞানে ভগবৎস্বরূপের ভ্রান্তিময়ী উপলব্ধি করিয়া বসে এবং ভগবদ্ভজনের পরিবর্ত্তে কর্ম্মফলভোগ-স্পৃহায় উন্মত্ত হয়। নিত্যসেব্য, মায়াধীশ, অধোক্ষজ ভগবানকে অহৈতুকী অপ্রতিহতা বা অব্যহিতা সেবা করিলেই সৌভাগ্যবান্ জীবের ভগবান্ ব্যতীত অন্য খণ্ড জড়বস্তুর সেবায় আর বাঞ্ছা বা প্রবৃত্তি থাকে না। সেইকালে ভগবান্ ঐকান্তিক-ভক্তের সেবা-গ্রহণ-ব্যপদেশে তিনিও নিজ-ভক্তের সেবা করিয়া থাকেন। যে-কালে ব্রাহ্মণ বাহ্য জড়জগতের নশ্বর হেয় অভিমান পরিত্যাগ করিয়া 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'তরোরপি সহিষ্ণু' হন এবং নিজেকে জড়াভিমানশূন্য জানিয়া নিত্যপ্রভু বিভু-চৈতন্যচন্দ্রের চিন্ময় চরণোদককেই আব্রহ্মস্তম্ব সকলেরই একমাত্র পানীয় বলিয়া জ্ঞান করেন, তখনই তাদৃশ ভগবদ্ভজন-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মণের ব্রাহ্মণতার সাফল্য জগতে প্রদর্শন পূর্ব্বক শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রপাদোদকগ্রহণ-

লীলাভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবদ্‌বিমুখ মায়ামূঢ় প্রাকৃত-সহজিয়া বা স্মার্ত্ত ভগবন্মায়ায় বিমূঢ় হইয়া শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত শুদ্ধবিপ্রের সহিত শ্রীচৈতন্যবিমুখ হরিগুরুবৈষ্ণববিরোধীরাক্ষস-বিপ্রের সমজ্ঞান করেন অর্থাৎ অক্ষর-অচ্যুত-ভগবদ্‌বিষয়ক চিদ্‌জ্ঞানহীন, ব্রহ্মেতর মায়ায় অভিনিবিষ্ট নরক পথের যাত্রী কৃপণ-সংজ্ঞক বিপ্রব্রুবকে অদ্বয়জ্ঞান-ভগবদুপাসক ব্রাহ্মণের সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত করেন ; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর “শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্” শ্লোকের সুসিদ্ধান্তবিচার প্রদর্শনপূর্ব্বক সদ্‌গুরুরূপে ঐসকল প্রাকৃত-সহজিয়া, স্মার্ত্তজীবের অজ্ঞান-তিমিরান্ধ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া নিত্যমঙ্গল সাধন করেন। গীতোক্ত “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং” শ্লোকের বিকৃতার্থ করিতে গিয়া, ভ্রান্ত প্রমত্ত বিপ্রলিপ্সু খর্ব্বদৃষ্টি আধ্যক্ষিকজ্ঞানী কপট অশ্রৌতপন্থিজনগণ যে প্রকার নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করে, তদ্দ্বারা শ্লোকের যথার্থ তাৎপর্য্য বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত হয় মাত্র। তাহারা ‘প্রপন্ন’-শব্দের প্রকৃত অর্থের জ্ঞানলাভে উদাসীন হইয়া শরণাগতি-রহিত অবৈষ্ণব দাম্ভিক জীবকে শরণাগত ‘বৈষ্ণব’-পর্য্যায়ে পরিগণিত করিয়া জগতের তত্ত্ববিচারানভিজ্ঞ কোমল-মতি লোকের অহিত অর্থাৎ সর্ব্বনাশ-সাধনে সচেষ্ট। নিষ্কপট প্রপন্ন ভগবদুপাসক ভক্ত-সম্প্রদায়েরই ভগবদ্‌ভজনে অধিকার এবং ভগবান্ও তাঁহাদিগকে মুক্তকুলের সুদুর্ল্লভ নিজ-প্রেমভক্তিযোগ প্রদানপূর্ব্বক সেবা করেন, আর কপট অভক্ত মুমুক্ষুগণকে কখনই তাদৃশী সেবা করেন না। (ভাঃ ৫।৬।১৮—)“অস্ত্বেবমঙ্গ

ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্।" তাঁহার বিমুখজীব-মোহিনী মায়াই বদ্ধজীবের মূঢ়তা-বর্দ্ধনের নিমিত্ত সেবিকা-সূত্রে খণ্ড-মায়িক-প্রতীতিতে ভগবত্তাকে কল্পিত করায়, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা মায়া-কর্ত্তৃক বিমুখ-জীবের গুণ-বন্ধন মাত্র।

শ্রীগৌরসুন্দর আরোগ্য লীলাভিনয়পূর্ব্বক পুন্‌পুন্-তীর্থে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে কর্ম্মকাণ্ডপর স্মার্ত্তগণকে বঞ্চিত ও মোহিত করিবার জন্য স্নান করিয়া অশুচি ও পিতৃঋণাদি দূরীভূত করিবার জন্য স্নান ও পিতৃতর্পণাদি কর্ম্মকাণ্ড-বিধিপালন-লীলাভিনয় প্রদর্শন করিতে গয়ায় প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্রাদি লৌকিক-কর্ম্মবিধির বিধানানুসারে অবগাহন-স্নানান্তেই তীর্থে-প্রবেশ বিধেয়—এই বিধিপালন-লীলা প্রদর্শন-পূর্ব্বক প্রভু গয়াতীর্থে প্রবেশ করিলেন। ঐকান্তিকভাবে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর অচ্যুতের ভজনেই যে সর্ব্বঋণ-মোচন হয়,—এই পারমার্থিক-বিশ্বাস রহিত হইয়া গৃহব্রতগণ প্রেতযোনি-প্রাপ্ত বলিয়া পিতৃপুরুষগণকে কল্পনা করিয়া তদুদ্দেশে পিণ্ড-প্রদান-দ্বারা পুনরায় তাহাদিগকে প্রপঞ্চে স্থূলশরীর-প্রাপ্তির সাহায্য করে। মহাপ্রভু ভক্তবাৎসল্যের প্রকারভেদরূপ গয়াতীর্থকে নমস্কার-লীলা-প্রদর্শন করিলেন। মহাপ্রভুর পুন্‌পুন্ তীর্থে প্রবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া গয়াতীর্থের যাবতীয় কৃত্যের তাৎপর্য্য—লোক-সংগ্রহের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎসঙ্গে পারমার্থিক বিচারও একেবারে অসংশ্লিষ্ট ছিল না।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ ভগবৎস্বরূপের নিরাকারত্ব কল্পনা করিয়া

ভগবানের আত্মারামাকর্ষক নিত্যরূপের পরম-চমৎকারিতা বুঝিতে পারেন না। নির্ব্বিশেষবাদীর বিচার-প্রণালী প্রাপঞ্চিক জড়-বিচার হইতে উৎপন্ন। গয়াতীর্থে ভগবানের যে শ্রীচরণ নির্ব্বিশেষ-বাদকে বিদলিত করিয়া গয়াসুরের শীর্ষোপরি স্থাপিত আছে, উহাই চিদ্বিলাস ভগবচ্চরণ। বৌদ্ধগণের নিরাকারবাদ বা পঞ্চোপাসকগণের নির্ব্বিশেষবাদ শ্রীগদাধরের পাদপদ্মের নিম্নে প্রোথিত আছে। পঞ্চোপাসকগণ অন্তিমে নির্ব্বিশিষ্ট অভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানে পরিণত হন বলিয়া তাঁহারা—প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ। বেদ-বিরুদ্ধ কর্ম্মকাণ্ডিগণের বিচার—অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্ত্যাশ্রিত কর্ম্মকাণ্ডপর, বৌদ্ধবিচার—বেদ-বিরুদ্ধ অচিন্মাত্রপর এবং নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবিচার—প্রকাশ্য বৌদ্ধমত না হইলেও শ্রৌতব্রুব চিন্মাত্রপর এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত। প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ নির্ব্বিশেষবাদী ও তদনুগ পঞ্চোপাসকগণ গদাধরের নিত্যরূপ ও নিত্যপাদপদ্মকে নিজ-নিজ-আধ্যক্ষিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মায়িক সগুণবস্তু মনে করিয়া তদ্দর্শন-সৌভাগ্যলাভে চিরতরে বঞ্চিত। চিদ্বিলাসবাদী সবিশেষ-ভক্তসম্প্রদায় এই শ্রৌতব্রুব প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ-মতের কখনই আদর করেন না। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম শ্রীশিব-ব্রহ্ম-শুকাদি আত্মারামগণেরও আকর্ষক, নিত্যবাস্তবসত্য বা সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ; সুতরাং নির্ব্বিশেষবাদীর লোক-প্রতারণা-কল্পে যে পঞ্চোপাসনা বিচার, উহা নির্ব্বোধগণকে প্রতারণা-মূলে বিপ্রলিপ্সা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুচতুর ভক্ত-সম্প্রদায় এই প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমত আদৌ স্বীকার করেন না। মহাপ্রভু বিপ্রগণ-মুখে গদাধরের পাদপদ্ম-মাহাত্ম্য শ্রবণে

প্রেমাবিষ্ট হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর জগতের নিত্য পরম মঙ্গল বিধান করিবার নিমিত্ত প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এতাবৎকাল তিনি জগতের প্রতি প্রেমভক্তি প্রদানের কোন লক্ষণই প্রকাশ করেন নাই। অতঃপর গয়া-তীর্থে শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম-দর্শনাবধি তাঁহার জগজ্জীবের প্রতি প্রেমভক্তিপ্রদান-লীলা প্রকাশ আরম্ভ হইল। নির্ব্বিশেষ মায়াবাদ-কবল-মুক্ত সুকৃতিসম্পন্ন জীবগণকে ভগবচ্চরণ-সেবনেৎমহা-সুযোগ-প্রদানোদ্দেশ্যে এই ভগবচ্চরণ প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছেন জানিয়া প্রভু অষ্টসাত্ত্বিক-ভাব-বিকারে ব্যাকুল হইলেন। প্রপঞ্চে কৃষ্ণবিমুখ জীবগণ কৃষ্ণসেবা-বঞ্চিত হইয়া বিষয়ের ভোক্তা বা প্রভু হইবার দুর্ব্বাসনা পোষণ করেন। ভগবৎপাদপদ্ম জগতের বদ্ধ-জীবগণের বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা ধ্বংস করিয়া শুদ্ধ-জীবহৃদয়ে আবির্ভূত হইলেই তাহার সুপ্ত ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি উদিত হয়। এই মহা-সত্য প্রচার ও প্রদর্শন করিবার জন্য ভগবান্ ভক্তবেষ ধারণ-পূর্ব্বক নিজ-সেবোন্মুখ-ইন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত শ্রীচরণ দর্শন করিলেন। স্থূল ও সূক্ষ্ম—এই দ্বিবিধ নিগড়াবদ্ধ জীব ভূতাকাশে বিচরণ করিবার কালে ভগবৎসেবায় বিমুখ থাকে। যখন হরি-গুরু-বৈষ্ণব-প্রসাদবলে তাহাদের সেবনবৃত্তি উন্মেষিত হয়, তখনই সেব্যবস্তু ভগবান্ বিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম তদীয় সেবকের উন্মেষিত চেতন-বৃত্তির বিষয়রূপে আবির্ভূত হন। সেবোন্মুখী চিত্ত-বৃত্তি ব্যতীত ভগবদ্রূপের দর্শন-সৌভাগ্য-লাভ হয় না। ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি ব্যতীত শ্রদ্ধার উদয় হয় না। ভক্ত-প্রসাদজ সুকৃতিবলে জীবের হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ

উপস্থিত হয়। কখনও কখনও কৃষ্ণ-প্রসাদজ সুকৃতি-ফলে জীব জড়েন্দ্রিয়-ভোগ্য জড়বস্তুর বন্ধন বা বঞ্চনা হইতে উন্মুখ হইয়া সেব্যবস্তু কৃষ্ণের সন্ধান লাভ করেন,—ইহাই অপ্রাকৃত-দর্শন। আত্মসমর্পণান্তর কৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্ত্তন-মুখেই জীবের চেতন-বৃত্তি কৃষ্ণসেবায় নিরন্তর নিযুক্ত হয়,—ইহাই ভক্তপ্রসাদজ সুকৃতি-ফল। শ্রীগৌরসুন্দর নিখিল আশ্রিতবর্গের একমাত্র আরাধ্য বিষয় হইয়াও স্বয়ং বিষয়ের আশ্রিতাভিমানে ভজনীয়-বস্তু কৃষ্ণের চিন্ময় প্রেমান্বেষণোদ্দেশে কীর্ত্তন-মুখে প্রচার আরম্ভ করিলেন। ভগবচ্চরণ-দর্শন জন্য প্রভুর অষ্টসাত্ত্বিকবিকারসমূহ জগতে তাঁহার প্রেমভক্তি-প্রচারারম্ভ সূচনা করিল।

যেকালে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিজ-পাদপদ্ম দর্শন করিয়া প্রেমে পুলকিত হইতেছিলেন, তৎকালে মহান্ত-গুরুরূপে ভগবল্লীলার সহায়তা-সাধন-দ্বারা নিজপ্রভুর সেবা করিবার জন্য শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ ভগবদিচ্ছায় দৈবাৎ তথায় শুভাগমন করিলেন। যাবতীয় আচার্য্যগণের পরমেশ্বর গৌরসুন্দর শ্রৌতপথে আম্নায়-পারম্পর্য্যে শ্রীমৎপূর্ণপ্রজ্ঞ-মধ্বাচার্য্য আনন্দ-তীর্থের পর্যায়ে আপনাকে অধস্তন জানাইবার জন্য ঈশ্বর-পুরীপাদকে তথায় আনয়ন করিলেন। শ্রীলঈশ্বরপুরীপাদ প্রেমামরকল্পতরুর আদি-অঙ্কুর শ্রীলমাধবেন্দ্র-পুরী-পাদের একান্ত স্নিগ্ধ অনুগত শিষ্যসূত্রে প্রেমভক্তিপরায়ণ। গৌরসুন্দরের ভক্ত-স্বভাব-প্রদর্শনে ভক্তের নিত্যসিদ্ধ ভাব পূর্ব্বে স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত ও প্রকাশিত হইয়াছিল ; এক্ষণে লোক-মঙ্গলের নিমিত্ত মহান্ত-গুরুরূপে ভক্তরাজ ও ভগবান্ উভয়ের পরস্পর সাক্ষাৎকার-

লাভে উভয়ের প্রেমভক্তি-বিকারকুসুমরাশি কৃষ্ণবিমুখ জীবের ত্রিগুণদোষ দুষ্ট-মলিন চিত্তের কলুষরাশি বিদূরিত করিল। প্রেমানন্দ-চমৎকারিতায় পূর্ণ হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর গয়াতীর্থ অপেক্ষা অনন্তগুণে অধিকরূপে দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের মহিমা বর্ণন করিতে লাগিলেন। জীব কর্ম্ম-জ্ঞান-কাণ্ডাশ্রয়ে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিবলে বহুসৌভাগ্যক্রমে ভগবদ্ভক্তি-বীজ-লাভের আকর শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন লাভ করে। শ্রীগুরুদেবের দর্শনে প্রাপঞ্চিক অক্ষজ আধ্যক্ষিক তর্কমূলক অশ্রৌত-বিচার স্তব্ধ হয় এবং শুদ্ধভক্তির অত্যুজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ মহিমা জীব-হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। উহাই তীর্থ-যাত্রার ফল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইলেন,—গয়াতীর্থে যে-যে-পিতৃপুরুষের পিণ্ড প্রদত্ত হয়, কেবলমাত্র সেই সেই পিতৃপুরুষই পিণ্ডপ্রাপ্তি-ফলে উদ্ধার লাভ করেন, কিন্তু যে-সকল উর্দ্ধতন পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-পিতৃপুরুষের নামাদি পর্য্যন্ত অজ্ঞাত, তাদৃশ কোটি-কোটি-সংখ্যক পিতৃপুরুষগণ কৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পরিকর-দর্শকের দর্শন-জন্য সুকৃতিপুঞ্জসঞ্চয়-ফলে ভব-সংসার হইতে মুক্ত হন। তাঁহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত স্বতন্ত্রভাবে পিণ্ড-প্রদানের আবশ্যকতা থাকে না। যে মহাসুকৃতিশালী জীব ভগবানের নিজ-জনের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার নিকট অনুগ্রহ লাভ করেন, তাঁহার কোটি কোটি পূর্ব্বপুরুষ পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণ-মালার বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত অর্থাৎ ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ লাভ করেন। সুতরাং তীর্থ অপেক্ষা বৈষ্ণবের প্রাধান্য অত্যন্ত অধিক। গুরু-

পাদাশ্রয়ই ভগবদ্ভক্তি-সাধনের আদি-দ্বার। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ব্যতীত কোনপ্রকারে কাহারও অনর্থসাগর হইতে উদ্ধার-লাভ ঘটে না। অতএব নিজের নিত্য চরমকল্যাণকামী জীব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে সর্ব্বাগ্রে ভগবৎ-প্রকাশ সদ্‌গুরুর শরণাগত হইবেন। তর্কপন্থী ভগবৎসেবা বিমুখ ব্যক্তি দম্ভবশে অশ্রৌত শৌক্রবিচারাচ্ছন্ন গৃহব্রত গুরুব্রুবকে 'গুরু' বলিয়া গ্রহণ-পূর্ব্বক কোটিকল্পকাল অন্ধবিশ্বাস-দ্বারা চালিত হইলেও তদ্দ্বারা তাহার কোনদিনই কোন নিত্যমঙ্গললাভ ঘটিতে পারে না। এই মহা-সত্যের প্রচার ও প্রদর্শনদ্বারা লোকশিক্ষার নিমিত্ত জগদ্‌গুরু শ্রীগৌরসুন্দর আপনাকে প্রপন্নজ্ঞানে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিক্ষেপ ও কার্পণ্যরূপ শরণাগতি শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীভগবৎপাদপদ্মকেই একমাত্র সেবনীয় বিচার করিয়া স্বয়ংভগবান্ প্রভু প্রেমারুরুক্ষু সাধকগণের আদর্শবিধি শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদের পরম-কৃপাপাত্র শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে গুরুদেবরূপে বরণ করিবার লীলাভিনয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। যে কৃষ্ণপাদপদ্মসুধারস-পানের নিমিত্ত শিষ্যত্বাভিনয়কারী প্রভুর গুরুপদে ভিক্ষা-প্রার্থনা এবং গুরু-লীলাভিনয়কারী দাতা ঈশ্বরপুরীপাদের সেই ভিক্ষা-প্রদান—এতদুভয়ের মধ্যে কোনপ্রকার বৈষম্যভেদ লক্ষিত হয় নাই। মহাপ্রভু শ্রীগদাধরের চরণতলে যে কৃষ্ণপ্রেমলাভার্থ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ হৃদ্‌গতভাবরূপে নিহিত ছিল।

শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ স্বীয় শিষ্যলীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরসুন্দরকে বলিলেন,—তুমি সর্ব্ব-জীবের বন্ধ-মোক্ষবিৎ পণ্ডিত, তুমি ঈশ্বর-অংশ অর্থাৎ তুমি স্বয়ং সাক্ষাৎ পরমেশ্বর এবং যাবতীয় ঈশ্বরবর্গ তোমারই অংশ—ইহা আমি নিশ্চিত জানিয়াছি। তত্ত্ববিচারে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ঈশ্বরের অণু-অংশই 'জীব', কিন্তু এক্ষেত্রে শ্রীগৌরসুন্দর শিষ্যের লীলাভিনয় করিয়াছেন বলিয়া জীবস্বরূপকে ঈশ্বর-বিষ্ণুর অংশ অর্থাৎ বিভিন্নাংশরূপে—এই বিচার-সিদ্ধান্ত শ্রৌতপথে শ্রীগুরুমুখপদ্ম হইতে শ্রবণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিলেন। ঈশ্বরাংশে কোন মায়ার পরিচয় থাকে না অর্থাৎ জীবাত্মা ঈশ্বরসেবা ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তিতে অবস্থান করেন না। শুদ্ধা-সরস্বতী মহাপ্রভুকে তাঁহার স্বরূপপ্রকাশেচ্ছায় সর্ব্বশাস্ত্র ও সর্ব্বসিদ্ধান্ত অভিজ্ঞ শ্রীলঈশ্বরপুরীপাদের শ্রীমুখে পূর্ব্বোক্তবাক্যের তাৎপর্য্য-প্রকাশ করিয়া-পরে জগজ্জীবের শিক্ষার্থে জীবস্বরূপের পরিচয় শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রবণলাভের কথা প্রকাশ করিয়া শেষে ঈশ্বর-অংশে মায়ার প্রভাবশূন্যতাও জ্ঞাপন করিলেন।

শ্রীগৌরহরি শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট দীক্ষা-গ্রহণ-লীলাভিনয় করিয়া কর্ম্মকাণ্ডীগণকে মোহনার্থে গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধ করিবার অভিনয় প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু পরমার্থ ভক্তিমার্গ ও স্মার্ত্তপর কর্ম্মমার্গ সমজাতীয় নহে। কর্ম্ম-কাণ্ডের ক্রিয়া-সমূহ পরিহার করিয়াই পরমার্থে প্রবেশ করিতে হয়। ভগবৎকথা শ্রবণের পূর্ব্বে প্রাকৃত-সংসার-ভ্রান্ত জীবগণের স্ব-স্বরূপ ও পরস্বরূপের জ্ঞানরূপ দিব্যজ্ঞান না থাকায় তাহারা

বাহ্য-বিচার অবলম্বন করিয়াই দেবপিতৃশ্রাদ্ধ-তর্পণাদি কর্ম্ম-কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। গয়ায় শ্রাদ্ধ-লীলার অভিনয় করিয়া প্রভু বিপ্রগণকে নানাবিধ মধুরবাক্যে সন্তোষ বিধান করিলেন। গয়া-তীর্থের পুরোহিতগণের প্রতি তীর্থযাত্রিগণের পূজাতিশয্য দেখা যায়। এমন কি, গয়াদি-তীর্থস্থানে মূর্খ অতি-লোভী পাণ্ডাগণ পুষ্পতুলস্যাদি-দ্বারা স্বীয় পাদ-পূজা করাইয়া লইয়া মহাপরাধ সঞ্চয় করে। তজ্জন্য প্রভু সেই অপরাধজনক অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্তে মধুর বাক্যের-দ্বারাই পাণ্ডাগণের সন্তোষ বিধান করিলেন।

লোক-শিক্ষা-প্রদানার্থ মন্ত্রগ্রহণ করিয়া নিজপ্রেষ্ঠ ভক্ত পুরীপাদের প্রতি প্রেম-কৃপা-প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রভু কিয়দ্দিবস গয়ায় অবস্থিতি করিলেন। ক্রমশঃ আশ্রয়াভিমানি প্রভুর হৃদয়ে কৃষ্ণবিরহ-প্রেমের উদয় ও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মন্ত্রদৈবত-বিগ্রহ প্রভুর সেবকাভিমানে একদা নিজ-ইষ্ট-দশাক্ষর-মন্ত্র নিভৃতে বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাহা জড়-জগতের কোন ভোগ্য-বস্তুর চিন্তন-চেষ্টারূপ ধ্যান নহে। বা আধ্যক্ষিক-জ্ঞানমূলে জড়বস্তুর মননশীল অনিত্য মনের দ্বারা কৃত্রিম-ধ্যান-প্রয়াসি-জনগণের নিজ-নিজ-কল্পিত ইষ্টদেবের ধ্যান নহে, অথবা অষ্টাঙ্গযোগীর যোগান্তর্গত ধ্যান নহে। এই ধ্যান—প্রকৃতির অতীত-রাজ্যে শুদ্ধসত্ত্ব-মনের ধ্যেয় অধোক্ষজবস্তু অবস্থিত থাকায় সেই শুদ্ধসত্ত্ব-মনে ধ্যানযোগে অধোক্ষজবস্তুর রূপচিন্তন-দ্বারা তাঁহার সুখ-বিধানও রাগ-প্রধান পঞ্চাঙ্গ স্মরণাখ্য ভক্ত্যঙ্গ ধ্যান বলিয়া কথিত। শ্রীগৌর-

সুন্দর ইষ্টমন্ত্রধ্যানরূপ কৃষ্ণানুশীলনে ব্যস্ত থাকিবার পর বাহ্য-জগতে যে অপ্রাকৃত-চেষ্টা প্রদর্শন করিলেন, তাহা বিপ্রলম্ভ বা কৃষ্ণবিরহ-রস-সূচক। তৎকালে কৃষ্ণসান্নিধ্যসত্ত্বেও তদপ্রাপ্তি-বোধ-হেতু প্রেমাশ্রু-বিসর্জ্জনই তাহার প্রধান লক্ষণ। বিপ্রলম্ভই সম্ভোগের সাধন ও পোষণ। যাঁহারা বিপ্রলম্ভকে সাধন-পর্য্যায়রূপে স্বীকার না করিয়া সম্ভোগ-সিদ্ধিকেই সাধন বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহাদের কুবিচার-সিদ্ধান্ত-লব্ধ বিবর্ত্তভ্রম অপনোদন করিবার জন্যই বিষয়জাতীয়-কৃষ্ণের বিরহদগ্ধ আশ্রয়-সেবকাভিমানী প্রভু বিপ্রলম্ভরসের অভি-ধেয়ত্ব প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণবিরহবিধুর আশ্রিত-সেবকাভিমানে উচ্চরবে করুণপ্লুতস্বরে কৃষ্ণকে কীর্ত্তন-মুখে সম্বোধনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

শুদ্ধকৃষ্ণদাস্যরসে অবস্থিত হইয়া প্রভু কৃষ্ণকে পিতা এবং আপনাকে পুত্রজ্ঞান করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন; শ্রীগৌরসুন্দর পঞ্চবিধ-রসের 'বিষয়' হইয়াও পঞ্চবিধরসের পঞ্চবিধ আশ্রয়-বিগ্রহের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীগৌরহরি বাৎসল্যান্তর্গত বিপ্রলম্ভ ভজনাদর্শই প্রথম প্রকাশরূপে ব্যক্ত করিলেন। ইহার পরেই মধুরভাবগত গোপীভাবময় কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ততায় বিহ্বল হইয়া মথুরাগত কৃষ্ণবিরহিনী গোপীভাবময় কৃষ্ণদর্শনার্থ ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়া মথুরা যাত্রা সঙ্কল্প করিলেন এবং প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণদর্শনান্বেষণে মথুরা যাত্রা করিলেন। তখন পথিমধ্যে দেবগণের আকাশবাণী-শ্রবণে নবদ্বীপে ফিরিলেন।

গয়াধাম হইতে প্রত্যাগত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহ-প্রেম বিকার প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। বিদ্যাবধূজীবন শ্রীগৌরহরি বিদ্যাবিলাস-লীলায় শব্দব্রহ্মের স্ফোটবাদের পরমমুখ্যা-বিদ্বদরূঢ়িবৃত্তিতে অধ্যাপনামুখে কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য প্রকাশারম্ভ করিলেন। নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ-মুক্ত চিণ্ময়ী পরম-মুখ্যা বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে প্রভু ব্যাখ্যারম্ভ করিয়া সর্ব্ববর্ণ, ধাতু, সূত্রাদি সকলই শ্রীকৃষ্ণ নামের শক্তিতেই পর্য্যবসিত ও প্রকাশিত স্ফোটের ক্রিয়া বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণনাম ভজনই যে সর্ব্ববিদ্যার সার ও ফল তাহা জ্ঞাপন করিয়া শিষ্যবর্গসহ প্রভু কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

ভক্তিসঞ্চার প্রক্রিয়া শিক্ষা ঃ—প্রত্যহ গঙ্গাস্নানকালে প্রভু শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে প্রণাম করিতেন। ভক্তগণও কৃষ্ণভজনার্থ প্রভুকে আশীর্ব্বাদ করিতেন। নিজ ভক্তের আশীর্ব্বাদ শুনিয়া প্রভুও বড়ই সুখী হইতেন। অমানী ও মানদধর্ম্মের পূর্ণাদর্শরূপে প্রভু দৈন্য-বিনয়-ভরে স্বীয় ভক্তগণের সেবা-যাচ্ঞা করিতেন। স্বয়ং প্রভু হইয়াও দাসাভিমানে প্রভুর স্বভক্তস্তুতি-দ্বারা বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য জ্ঞাপনার্থে এবং ভক্তবৈষ্ণবের সেবন-ফলেই কৃষ্ণসেবা লাভ-ঘটে বলিয়া বৈষ্ণবগণের সেবা-বিধান করিতেন। নিজহস্তে বিভিন্ন প্রকার সেবা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বসুহৃৎ, নিরপেক্ষ ও সমদর্শী হইলেও ভক্তবাৎসল্য গুণটী তাঁহার সর্ব্ব-অপ্রাকৃত গুণগণের শিরোভূষণরূপে শোভমান। ভক্তের স্বভাব যেমন কৃষ্ণের

সেবা করা ; ভগবানের স্বভাবও ভক্তের সেবা করা। অতএব ভক্ত ভগবানের সেবক আর ভগবান্ ভক্তের সেবক। কৃষ্ণভক্তি-সঞ্চারের একমাত্র প্রক্রিয়া "ভক্তসেবা"। তাহা প্রভু নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। প্রত্যহ ভক্তগণের পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতেন।

তৎকালে নবদ্বীপে কৃষ্ণের অভক্ত প্রসিদ্ধ কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগী, সন্ন্যাসী ও তপস্বীর অভাব ছিল না। কৃষ্ণকীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ ও ত্রিতাপ দুঃখদাবাগ্নি-জ্বালার প্রবল উত্তাপে নিরতিশয় সন্তপ্ত কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিরোধিগণের মর্ম্মন্তুদ ভীষণ কৃষ্ণবিদ্বেষপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ অতিশয় মনঃকষ্টে জীবনযাপন করিতেছেন দেখিয়া প্রভু পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধলীলা প্রকাশ করিলেন। প্রভু আপনাকে পাষণ্ডি-সংহারক বিষ্ণু বলিয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুলীলার দুষ্টনাশিনী-মূর্ত্তিরূপ বৈষ্ণব-আবেশে প্রভু ক্ষণে ক্ষণে হাসেন, ক্রন্দন করেন, কখনও মূর্চ্ছা যান। ইত্যাদি নানাবিধ উন্মাদের ন্যায় লীলা প্রকট করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-লোক তথা বাৎসল্য-প্রেমাকুল শচীমাতাও প্রভুর বায়ুব্যাধি হইয়াছে বলিয়া বায়ুরোগের চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু প্রভুর প্রকৃত-ভাব বুঝিলেন পরমভাগবত শ্রীবাস পণ্ডিত। পণ্ডিত তখন শ্রীশচীমাতাকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দান করিয়া কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। তৎপরেই নিজতত্ত্ব প্রকাশ করিতে প্রভু গদাধর-সহ শ্রীঅদ্বৈতের নিকট যাইয়া তাঁহার পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকেও পূজা করিলেন। পরস্পর

পরস্পরের তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া তাহা প্রকাশার্থে অদ্বৈত শান্তিপুরে গমন করিলেন।

এদিকে প্রভু ভক্তগণ সহ সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। গোপীভাবে বিভাবিত প্রভু সঙ্কীর্ত্তনে নানাবিধ প্রেমবিকার প্রকটন করিতে লাগিলেন। বহির্দ্দশায় গোপীভাবে কৃষ্ণবিরহে কৃষ্ণানুসন্ধান ও কৃষ্ণলাভার্থ অত্যুৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন তাঁহার অন্তরঙ্গ গদাধর। সেই সঙ্কীর্ত্তনে একে একে প্রভুর ভক্তগণ যোগ দিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে শ্রীমুকুন্দের শ্লোক ও গীত সেই সঙ্কীর্ত্তনকে উদ্বুদ্ধ ও প্রসারিত করিতে লাগিল। সারা রাত্রি সঙ্কীর্ত্তন-বিলাস চলিতে লাগিল।

শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে লীলা প্রকাশঃ— সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশকারী শ্রীনৃসিংহদেবকে সঙ্কীর্ত্তন বিঘ্ন বিনাশার্থে শ্রীবাস পণ্ডিত পূজা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাবতার অবতারী প্রভু নৃসিংহাবেশে শ্রীবাসের মন্দিরে প্রবেশ করতঃ পণ্ডিতকে চতুর্ভূজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। শ্রীবাস-পণ্ডিতকে স্তব করাইয়া তন্মুখে নিজতত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত সগোষ্ঠি সেই প্রকাশ দর্শন করিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিতের সেবাফলে তাঁহার দাসদাসীও সেই প্রকাশ দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিলেন। প্রভু বৈষ্ণবসেবার মাহাত্ম্য-পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিলেন।

এক্ষণে মহাপ্রভু মিশ্রভাব অর্থাৎ শ্রীগৌরনারায়ণ ও বিপ্রলম্ভভাবাবলম্বী মাধুর্য্যপর ঔদার্য্য-লীলারূপ ভৌমলীলার বৈশিষ্ট্য প্রকাশার্থে ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ ভক্তগণকে আকর্ষণ

করিয়া স্নেহপাশে বন্ধন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণসেবায় তন্ময়তা লাভ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার ভক্তগণের মুখে কৃষ্ণের যে যে লীলার কথা শ্রবণ করেন, তাদৃশী লীলায় প্রবিষ্ট হইয়া তদনুরূপ ভাব প্রদর্শন করেন। দাস্যভাবে রোদন করিতে করিতে দুইপ্রহরকাল গঙ্গাধারার ন্যায় অশ্রুবিসর্জ্জন করেন। কখনও বা সার্দ্ধ-সপ্তদণ্ড-কাল হাস্যরসে বিভোর থাকিলেন। কোন সময়ে বা তিনঘণ্টাকাল শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মূর্চ্ছিত থাকিলেন। কখনও বা দম্ভভরে নিজের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতে গিয়া হাস্য-পূর্ব্বক "আমিই সেই বস্তু" বলিয়া চীৎকার করিলেন। ভগবান্ গৌরসুন্দর আপনাকে ভগবান্ বলিয়া লোককে জানাইলে সত্য হইতে চ্যুত হইতে হয় না। কিন্তু অসুর স্বভাব-সম্পন্ন অপরাধী জীব "জীবমাত্রই ভগবান্" প্রভৃতি প্রলপিত বাক্যের দ্বারা আত্মবিনাশ সাধন করিলে তাহাদের মঙ্গল লাভ হয় না। যদিও গৌরলীলায় কৃষ্ণভক্ত-ভাব অঙ্গীকার-পূর্ব্বক জীবকুলকে তাঁহাদের সৌভাগ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া সেবকের লীলা দেখাইতেছেন, অথাপি তাহার মধ্যেও মায়াবাদী, পাষণ্ডী ও অসুর প্রকৃতি জনগণের মোহন-জন্য মায়াবাদীর ন্যায় বাক্য উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগের মূঢ়তা সম্পাদন করিতেছেন। এইরূপ নানাবিধ ভঙ্গী-দর্শনে ভক্তগণ আনন্দ-মগ্ন হইলেন।

শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ হনুমানের প্রতি আন্তরিক স্নেহবিশিষ্ট ছিলেন, তদ্রূপ মহাপ্রভুও মুরারি গুপ্তকে অত্যন্ত প্রীতিভাজন জানিতেন। একদিন বরাহ-আখ্যান শ্রবণ করিয়া প্রভু

বরাহের আবেশে মুরারির গৃহে গর্জ্জন করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন। সহসা 'শূকর' শূকর' বলিতে বলিতে তাঁহার বিষ্ণুগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। বিষ্ণুগৃহে একটী বৃহজ্জলপাত্রে জল দেখিয়া দন্তদ্বারা সেই জলপূর্ণ পাত্র উত্তোলন করিলেন। মুরারি তাঁহাকে তৎকালে চতুষ্পদ যজ্ঞবরাহরূপে গর্জ্জন করিতে দেখিলেন। বরাহ দেব বিষ্ণুর অবতার, সুতরাং ভগবান্ গৌরসুন্দরের অবতারবিশেষ হওয়ায় তাঁহার নিজানুভূতিতে বরাহ লীলার প্রাকট্য-সাধন তদনুরূপ বিচার-সম্পন্ন ভক্তের নিকট প্রকাশ করিলেন। ছন্নাবতার শ্রীগৌরসুন্দর নিজের স্বরূপ গোপন রাখিয়া ভক্তগণকেও বুঝিতে দেন নাই। অনন্ত নরকলাভের যোগ্য ঘৃণিত মায়াবদ্ধ জীব যাহার প্রত্যেক দিনে তিন অবস্থা হয়, সে যদি প্রভুকে জীব-জ্ঞানে আত্মসদৃশ মনে করিয়া নিজের বঞ্চিত প্রিয় জনগণের-দ্বারা এই প্রকারে স্তবসংগ্রহে যত্নবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাদৃশ বঞ্চক ও বঞ্চিত, উভয়েই মনুষ্য-নামের যোগ্যতা হারাইয়া বিড়্ভোজী বরাহের চতুষ্পদত্বের অভাবে দ্বিপদ পশুরূপে পরিণত হয়। এইরূপ দ্বিপদ পশু বাহিরের দিকে কোনদিনই চতুষ্পদ দেখাইতে পারে না। তাহাদের জন্মান্তরে ঐপ্রকার বিষ্ঠাভোজী চতুষ্পদত্ব-লাভ হয়। শ্রীচৈতন্যদেব স্বীয় বরাহ-অবতারের চতুষ্পদ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আর তদনুকরণে ক্ষুদ্রজীব, যে যাহা নহে, সে সেরূপ অভিনয় করিতে গেলে নিতান্ত হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে।

শ্রীগৌরসুন্দর নির্ব্বিশেষপর বেদপাঠিগণের অমঙ্গলপ্রসূ-

বিচারে ক্রোধ-লীলা প্রকাশ করিলেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে যে বেদশাস্ত্র তাঁহার সেবায় নিযুক্ত বলিয়া অপৌরুষেয় প্রমাণ-শাস্ত্র বলিয়া কথিত, তাহার প্রতি প্রভুর ক্রোধের কোন সম্ভাবনা নাই। নির্ব্বিশেষবিচারপর ব্যক্তিগণ ভগবানের নিত্য শ্রীমূর্ত্তি বুঝিতে না পারিয়া বেদ-কথিত প্রাকৃত হস্ত-পদ-মুখাদি আরোপ করিয়া ভগবদ্‌বস্তুর আকার নাই, বিলাস নাই প্রভৃতি বিচার করেন। বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে শব্দার্থে প্রবিষ্ট হইলে বুঝা যায় যে, ভগবানের জড়হস্ত-পদ-মুখের বিনিময়ে চিন্ময় হস্ত-পদ-মুখ-নেত্রাদি আছে। যে-সকল লোক বেদের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বিড়ম্বিত হয়, তাহাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন-কল্পে শ্রীগৌরহরি তাদৃশ দর্শনে দৃষ্ট বেদের আদর করিতে পারেন নাই। কাশীর মায়াবাদী প্রকাশানন্দ উপনিষৎ প্রভৃতি ব্যাখ্যা করে বটে, কিন্তু ভগবানের চিন্ময়-বিগ্রহের নিত্যাধিষ্ঠান স্বীকার করে না। ভগবদঙ্গ নিত্য, তাহাতে কোন প্রকার অনুপাদেয়তা, অবরতা, হেয়তা, খণ্ডিতাবস্থা প্রভৃতি আরোপিত হইতে পারে না। এবম্প্রকার পরমপাবনকারী ভগবদঙ্গস্পর্শে যে-সকল বস্তুর স্বল্প-পবিত্রতা আছে, তাহারাও প্রচুর-পরিমাণে পবিত্র হয়। এবং ব্রহ্মা-শিবাদির গানের বিষয় যে চরিত্র। তাদৃশ নিত্য শরীররকে ও চরিত্রকে অনিত্য বলিয়া স্থাপন করে। ভক্তমাল-নামক সহজিয়া গ্রন্থাভ্যন্তরে এই প্রকাশনন্দকে ব্যাঙ্কট-ভট্টানুজ মহাভাগবতপ্রবর শ্রীল প্রবোধানন্দের সহিত ভ্রমদোষে সমজ্ঞান করায় অধুনাতন লেখকগণের মধ্যেও সেই ভ্রমদোষ ন্যূনাধিক প্রবেশ করিয়াছে। "আমি যজ্ঞবরাহ-

রূপ ধারণ করিয়া বেদহীন পৃথিবীকে আধ্যক্ষিক জ্ঞানরূপ-জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম। আমি সকল বেদের সারবস্তু। আমি আমার ভক্তবিদ্বেষীর আচরণ আদৌ সহ্য করিতে পারি না। আমি ভগবদ্ভক্তের জন্য আমার নিজ-পুত্রকেও কাটিয়া ফেলিতে পারি। তাহার সাক্ষীস্বরূপ মৎপুত্র নরককেও আমি বধ করিয়াছি।” প্রভৃতি প্রভুর উক্তি।

শ্রীনিত্যানন্দ মিলনঃ—মহাপ্রভু কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রচার আরম্ভ করিলে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে আকর্ষণ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ অপেক্ষা করিয়াই বৃন্দাবনে তৎকালাবধি বাস করিতেছিলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছায় শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু নবদ্বীপে শ্রীমায়াপুরে শুভাগমন করিয়া শ্রীনন্দনআচার্য্যের গৃহে উঠিলেন। মহাভাগবতোত্তম মহাভাগ্যবান্ শ্রীনন্দন আচার্য্য শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি ও অপূর্ব্ব প্রেমপ্রকাশাদি-দর্শন করিয়া সেই অপূর্ব্ব-রতনকে অনায়াসে নিজগৃহে পাইয়া পরমাদরে নিজগৃহে রাখিলেন। সর্বজ্ঞ মহাপ্রভুর শ্রীনিত্যানন্দাগমন জানিতে পারিয়া শ্রীবাসগৃহে আসিয়া নিত্যানন্দ-ভাবে আবিষ্ট হইলেন। ক্ষণেকে স্থির হইয়া শ্রীবাসপণ্ডিত ও ঠাকুর হরিদাসকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সন্ধানের জন্য পাঠাইলেন। তাঁহারা সমস্ত নবদ্বীপ খুঁজিয়াও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া মহাপ্রভুকে নিবেদন করিলেন। তখন মহাপ্রভু নিজে তাঁহাদিগকে লইয়া শ্রীনন্দন আচার্য্যের আলয়ে যাইয়া মিলিত হইলেন। ভক্তকে আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবানের যত কিছু

লীলা-বিলাস। তাই শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু যে পরম গোপ্য ও গম্ভীরতত্ত্ব, তাহা জানাইতে পরমভাগবত শ্রীবাসপণ্ডিত ও শ্রীহরিদাসঠাকুরের দ্বারাই প্রতিপাদন করিলেন। মধ্যে কৃত-কৃতার্থ হইলেন শ্রীনন্দনআচার্য্য। তিনি শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অপূর্ব্ব মিলন মাধুর্য্য দর্শন করিয়া মহাকৃতার্থ হইলেন। সেই অপূর্ব্ব গৌর-নিত্যানন্দের প্রেমাবির্ভাবে পরস্পরের যে প্লাবন ও উন্মাদনা তাহা বর্ণনাতীত।

সঙ্কীর্ত্তন রাসস্থলীতে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর ব্যাসপূজা—শ্রীমন্নিত্যানন্দ-গৌরহরির মিলনের পরই প্রথমেই শ্রীব্যাসপূজা প্রবর্ত্তিত হইল। এই ব্যাসপূজার বৈশিষ্ট্য অভিনব। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ব্যাসপূজা একটি সাময়িক অনিত্য আনুষ্ঠান বিশেষ। আর শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীব্যাসপূজা সেই আনুষ্ঠানিক-বিধি ভঙ্গকারী নিত্য সেব্য-সেবকভাবের সেবার প্রগাঢ় আবেশ। তাহা জানাইতে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রভু অধিবাস দিবসে অন্য কৃত্যকে ক্রোড়ীভূত করিয়া মহাসঙ্কীর্ত্তনাবেশে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ সেবক ধ্যানরত, ভক্তও সেব্য-ধ্যানরত। এই ধ্যান—যোগীগণের অষ্টাঙ্গ জড়ীয় চিন্তাপর অনুশীলনমাত্র নহে। এ ধ্যান—স্থূল-জগৎ হইতে সূক্ষ্ম-ভাবের বস্তু-বিষয়ক ভাবসমূহ গ্রহণ করিয়া জড়ের স্থৌল্য সূক্ষ্মতায় পর্য্যবসিতকারী নহে, পরন্তু ইহা জড়ের স্থূল-সূক্ষ্ম-ভোগগণ কামনা পরিহার করিয়া নিত্য চিণ্ময় বস্তুর কেবল-কাম হইয়া চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য জগতে অবতীর্ণ হয়। বদ্ধজীবের হৃদ্দেশে চেতনের উন্মেষক্রমে

আঙ্গিক বিকার সমূহ উৎপত্তি লাভ করে। সেইকালে তাহার জাগতিক প্রতীতি বিলুপ্ত হইয়া চিদ্বলাস-বৈচিত্র্য-রঙ্গ বাহ্যজগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই অভিনয়ের আদর্শ প্রদর্শনকল্পে শ্রীচৈতন্যলীলায় প্রকৃতির অতীত তত্ত্ববস্তু চতুর্দশ-ভুবনপতি শ্রীগৌরসুন্দর সগোষ্ঠী প্রেমরঙ্গে নৃত্য করিয়াছিলেন। স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন মায়াবদ্ধ জীবের অজ্ঞানতমঃ-অপনোদন-কল্পে যে লোকাতীত লীলা প্রপঞ্চে প্রকট করেন, তাহাতে প্রাকৃত বদ্ধ-ভাব আরোপ করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত।

মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব প্রকাশার্থে বলরাম-ভাবে বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিলেন। বলদেবতত্ত্বে যে লীলাসমূহ বর্ত্তমান, তাহা প্রদর্শনার্থে স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন বলদেবের ভাবে বিভাবিত হইবার লীলা দেখাইলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-সমীপে হল-মূষল প্রার্থনা করিলে শ্রীনিত্যানন্দ তাহা প্রদান করিলেন। কোন কোন অধিকারী ভক্ত তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিলেন। এবং মহাপ্রভু বারুণী চাহিলে ভক্তগণ অপ্রাকৃত কাদম্বরীর বিনিময়ে অপ্রাকৃত বারি গঙ্গাজল প্রদান করিলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছায় তাহাতেই কাদম্বরীর আবির্ভাব হইলে মহাপ্রভু তাহা পান করিলেন। মহাপ্রভু পরমকারণ শ্রীনিত্যানন্দ-লীলার বৈশিষ্ট্য বৈষ্ণবাপরাধী ব্যতীত সকলকে প্রেমদানের প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু এই ব্যাস-পূজা বিধি-নিষেধের উত্তীর্ণতা জানাইতে নিজ দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। মহাপ্রভু তাহা লইয়া নিজ হস্তে গঙ্গায় দিয়া তাহার অনুমোদন করিলেন এবং বিধিকেও অপ্রাকৃতত্ত্বে

সমর্পণের ইঙ্গিত করিলেন। শ্রীবাস-পণ্ডিত ব্যাসপূজার পুরোহিত হইয়া যথাবিধি ব্যাসপূজার সকল বিষয় সমাধান করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুকে ব্যাস পূজার জন্য মাল্য প্রদান করিতে বলিলেন। কিন্তু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু এই লীলায় এই ব্যাসপূজার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিতে অনন্তকোটী সম্বিচ্ছক্তির আবেশাবতার যাঁহার পাদপদ্মে—সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মাল্যদান করিয়া ব্যাসপূজা করিলেন। তখন মহাপ্রভুও সেই ব্যাস-পূজা —যাহা সর্ব্বজীবগণের একমাত্র মঙ্গল লাভের প্রধান ও প্রথম উপায়স্বরূপ এবং সর্ব্বার্থপ্রদ, তাহা জানাইতে শ্রীগুরু-নিত্যানন্দানুগত্যে ব্যাসপূজার ফল স্বরূপ ষড়্‌ভুজ প্রদর্শন করিলেন। এ ষড়্‌ভুজ শ্রীবলদেবের সর্ব্বশোধনী ও শাসন-প্রকাশক হল-মূষল ও চরিষ্ণু ধর্ম্মের প্রকাশে বিষ্ণুর শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম অস্ত্রষট্‌ক-ষট্‌তত্ত্বের প্রকাশবাধক ভাবসমূহ শোধনকারী অস্ত্রষট্‌কধারী শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিলেন। এবং সেই শক্তি ও আজ্ঞা শ্রীমন্নিত্যানন্দের প্রতি আবিষ্ট হওয়ায় শ্রীনিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে স্থির করিয়া "তোমায় প্রবর্ত্তিত সঙ্কীর্ত্তন" প্রকাশ কর বলিলেন। এবং উক্ত অস্ত্র ষট্‌কের ব্যবহার বিষ্ণু-বৈষ্ণব নিন্দুকের উপরই প্রধানভাবে প্রযোজ্য। তন্মধ্যে বিষ্ণু-নিন্দক অপেক্ষা বৈষ্ণব-নিন্দকের অধোগতি ও শাস্তি অত্যন্ত প্রবল। যাঁহারা শ্রীগুরুকৃপায় তচ্চরণে আত্মসমর্পণ করেন তাঁহারাই এই অস্ত্রষট্‌কের দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিয়া ব্যাসপূজায় অধিকার লাভ করিয়া ভক্তিলাভে কৃতার্থ হইতে পারেন। শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর 'শ্রীগুরুপাদপদ্মে

পাদ্যার্পণ' বা 'শ্রীগুরুবর্গের তর্পণ' ইহার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্ট যে সুষ্ঠু ভগবৎসেবন, তাহাই উদ্দিষ্ট হয়। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ নিত্য-শুদ্ধজ্ঞানে জ্ঞানী। সেইরূপ অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের মধ্যে যে পরস্পর মতভেদ, তাহা কেবল চমৎকারিতা-বৃদ্ধির জন্য বর্ত্তমান। বস্তুতঃ আত্মধর্ম্মিগণের মধ্যে কোনও মতভেদ নাই। সকলেই সকল কার্য্য চিচ্ছক্তির অন্তরঙ্গাবৃত্তির অবেশে ভগবৎ-সুখানুসন্ধানে তৎপর। তাহাতে প্রাকৃত আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা না থাকায় ভগবানের বিভিন্নপ্রকার রসচমৎকারিতার অনুকূলে সেবাবিধান তৎপর। তবে সেই সেবার বৈশিষ্ট্য ও চমৎকারিতা সম্পাদনার্থে যে সকল বিভিন্ন ভাব, তাহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ পর স্বরূপশক্তির শুদ্ধাবৃত্তির আবেশ হেতু প্রকটিত হয়। বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া যদি কেহ অবৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া স্থির করেন, তাহা হইলে তাঁহার তাদৃশ ভ্রান্তি বৈষ্ণবগণের পরস্পরের মধ্যেও প্রবিষ্ট হইয়া বিবর্ত্ত-উপস্থিত করিবে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যদি কেহ নিষ্কপটে হরিসেবারত বৈষ্ণবের হিংসা করেন, তাঁহার অমঙ্গল অনিবার্য্য,—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত যাহারা মনুষ্যনামের অযোগ্য হইয়া জীবমাত্রেরই হিংসা করে, তাহাদিগকে পীড়ন করে, তাদৃশ ব্যক্তি 'বিষ্ণুভক্ত' বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিলেও তাহার বিষ্ণুভক্তি সেব্য-বস্তুর নিকট উপনীত হইতে পারে না। উদরভেদ থাকায় তাহার বিষ্ণুপূজাও বিড়ম্বনা হওয়ায় দুঃখে পরিণত হয়। জীবে দয়ার অভাব-

বিশিষ্ট হইয়া দম্ভ ক্রমে যাহার বিষ্ণু-সেবক বলিয়া অভিমান হয়, তাহার জীবাভ্যন্তরস্থ বিষ্ণুর হিংসা হওয়ায় পূজার ছলনা প্রাকৃত মূঢ়তা মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া ভক্তির পরিবর্ত্তে ত্রিবিধ তাপই তাহার লভ্য হয়। এই সকল শ্রীব্যাস-পূজার বাধক। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে নিষ্কপটে শরণ-গ্রহণ করিয়া ব্যাসপূজা করিলে তাঁহার কৃপায় উক্ত বিচার-বৈক্লব্য শোধিত হইয়া ভক্ত্যঙ্গযাজনে অধিকার লাভ হইতে পারে। ইহাই শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রবর্ত্তিত সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞের যোগ্যতা-দায়ক শ্রীব্যাসপূজা।

শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের শ্রীব্যাসপূজার বৈশিষ্ট্য আরও চমৎকারিতা প্রকটকারী। শ্রীমন্নিতানন্দ প্রভুতে দাস্য, সখ্যও বাৎসল্য রসত্রয় বর্ত্তমান। উক্ত রসত্রয়ে কৃষ্ণভজনকারীগণের নিকট শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগুরুতত্ত্বের মূল আকররূপে রসত্রয় শিক্ষক আচার্য্যের কার্য্য করেন। যাঁহারা মহাসৌভাগ্যক্রমে মধুররসে শ্রীকৃষ্ণভজনে রুচি লাভ করিবেন, তাঁহারা শ্রীরূপানুগ-গুরুবর্গের কোননা কোন শ্রীরাধার প্রিয়তমা সখী বা মঞ্জরীর অনুগত শ্রীরূপানুগ-গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া কৃষ্ণভজন করেন। তাঁহাদের শ্রীব্যাসপূজা তাঁহাদের নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব তিথিতে সর্ব্বাত্ম-সমর্পণরূপ আত্ম-পুষ্পের অঞ্জলিপ্রদান অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে অন্যাভিলাস-জ্ঞান-কর্ম্মাদির আশার আর্কষণ ছিন্ন করিরা তীব্র উৎকণ্ঠা, আর্ত্তি ও ব্যাকুলতা-ভাবমিশ্রিত শুদ্ধ আত্মনিবেদনই 'শ্রীব্যাসপূজা'। যে-স্থানে তীব্রতা বা

অপ্রতিহতা উৎকণ্ঠা নাই সে-স্থানে হ্লাদিনীর অনুগাগণের কৃপালেশের প্রকাশ হয় নাই জানিতে হইবে। সেখানে সেই তীব্রতা এত প্রবলভাবে শক্তিপ্রকাশ করেন যে, জগতের এমন কোনও লোভনীয় বস্তু নাই, যাহা তাঁহাকে একবিন্দুও শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে আকর্ষণ করিতে পারে। জড়ীয় কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশাদি শূকরীবিষ্ঠা ত' দূরের কথা মুক্তি-কথা পর্য্যন্ত তাঁহাকে শ্রীব্যাসপূজায়-ব্রতীত্ব হইতে বিচলিত করিতে পারে না। যে ব্যাস-পূজা সম্পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণময়ী শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট সেবায় নিত্য অপ্রাকৃতভাবে বিভাবিত। তাহাতে প্রতিক্ষণে অনন্তকোটী ব্যাসের তর্পণ অনুসঙ্গফলে হইয়া থাকে। ইহাই শ্রীরূপানুগ-গৌড়ীয়গণের শ্রীব্যাসপূজার বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত মাত্র।

শ্রীবাস-গৃহে ব্যাস-পূজার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে শান্তিপুর হইতে আনাইতে শ্রীবাস-ভ্রাতা শ্রীরামাইকে শান্তিপুরে পাঠাইলেন। শ্রীরামাইয়ের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ বার্ত্তা ও শ্রীনিত্যানন্দের আগমনের বিষয় শ্রবণ করিয়া আচার্য্য পূজা-সামগ্রী সহ সস্ত্রীক সত্বর শ্রীমায়াপুরে আসিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সর্ব্বজ্ঞতা প্রকাশার্থে সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের মূলপুরুষ ও নিমিত্ত-কারণোপাদান-তত্ত্বের আকর নিজ অভিন্ন-অচ্ছেদ্য-সত্ত্বা শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধীয় আনুগত্যে ও তৎকৃপায় ব্যক্ত ও শক্তি প্রকাশ জ্ঞাতার্থে মূল উপাদান কারণ মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীল নন্দন-আচার্য্যের গৃহে গুপ্তভাবে গিয়া উঠিলেন। তখন সর্বজ্ঞ

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তির প্রকাশ ও আচার্য্যের (ভক্তেচ্ছা পুরণার্থে) মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে, শ্রীনন্দন আচার্য্যের গৃহ হইতে আনয়ন করিলেন। আচার্য্য আসিয়া মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব মহৈশ্বর্য্য দর্শন করিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই স্তবে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং জীবোদ্ধারার্থে যুগধর্ম্ম সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক ও তাঁহা হইতে সমুদয় অবতারের প্রকাশ তাহা বর্ণন করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে বর গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। তখন জীববান্ধব পরদুঃখদুঃখী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বিদ্যা-ধন-কুলাদি মদে মত্ত বৈষ্ণবনিন্দকগণ ব্যতীত স্ত্রী, শূদ্র ও মুর্খাদি সকলকেই ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেম প্রদানের বর প্রার্থনা করিলেন, শ্রীগৌরসুন্দরও শ্রীঅদ্বৈতের প্রার্থনায় নিজ সম্মতি প্রদান করিলেন।

বিদ্যানিধি-মিলন—সপরিকর নামের পরিপূর্ণ প্রকাশার্থে শ্রীমন্মহাপ্রভু ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব-পরিকরগণকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রবল আকর্ষণে যিনি বৃষভানু রাজা, শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণীর পিতা ছিলেন, তিনিই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নামে প্রসিদ্ধ; বিদ্যা, সৌন্দর্য্য, সম্পত্তি ওঐশ্বর্য্যকে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে হয়, তাহার আদর্শরূপে পরমভোগীর ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি শ্রীমায়াপুরে আসিয়া গূঢ়ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণের মধ্যে একমাত্র ভক্তশ্রেষ্ঠ মুকুন্দ চট্টগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ায় তিনি বিদ্যানিধির তত্ত্ব অবগত ছিলেন।

মহাপ্রভু অন্তর্য্যামিস্সূত্রে তদীয় আগমন পরিজ্ঞাত হইয়া আনন্দিত হইলেন। একদিন মুকুন্দ বৃষভানু-পুত্রীর অবতার শ্রীগদাধরকে তাঁহার সহিত মিলন করাইতে ও ভক্তিরাজ্যের কতকগুলি অতি অবশ্যকীয় ও গূঢ় রহস্য প্রকাশার্থে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট লইয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ীর আধ্যক্ষিক-জ্ঞান-গম্য নহে। কৃষ্ণদাসগণও সময়ে সময়ে অযোগ্যজনের নয়নে আত্মস্বরূপ প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইয়া বিষয়ীর লীলাভিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক জগতের বহির্ম্মুখ-বিষয়ী ফল্গুত্যাগীগণকে বঞ্চনা করেন। বাহ্য বেশ দর্শন করিয়া যাহারা ভ্রান্ত হইবার যোগ্য, তাহাদের জন্য প্রচ্ছন্ন গৌরাবতারে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি আপনাকে মহাবিষয়ীর সজ্জায় স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার লীলায় একটী বৈশিষ্ট্য—তিনি কর্ম্মকাণ্ডরত জনগণের ন্যায় পাপক্ষালনের জন্য গঙ্গায় অবগাহন স্নান করিতেন না। কিন্তু বিষ্ণুপাদোদকে তাঁহার অচলা শ্রদ্ধা ও মর্য্যাদা বোধ প্রবল থাকায় পাদস্পর্শভয়ে স্নান না করিলেও নিশাকালে জনসাধারণের অসমক্ষে শ্রীগঙ্গা দর্শন করিতেন। দেবার্চ্চনের-পূর্ব্বে গঙ্গাজল পান করিয়া তবে পূজা-আদি-নিত্যকর্ম্ম করিতেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী আকুমার ব্রাহ্মচর্য্য পরায়ণ ও বিলাস সহচর বস্তু হইতে সর্ব্বতোভাবে পৃথক অবস্থান করিতেন। এক্ষণে শ্রীগদাধর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বিলাস-সহচর আস্‌বাবাদি দেখিয়া তাঁহার উত্তমাভক্তির বিষয়ে কিছু সন্দিগ্ধ হইলেন। শ্রীমুকুন্দ শ্রীগদাধরের চিত্ত-বৈক্লব্য বুঝিয়া বিদ্যানিধিকে

তাঁহার নিকট সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত করিতে শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।২।২৩ শ্লোক পাঠ ককিলেন। গায়ক-মুকুন্দের শ্লোক শ্রবণ করিবামাত্র বিদ্যানিধি প্রেমবিকারে মুর্চ্ছিত হইলেন, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অকৃত্রিম অষ্টসাত্বিক-বিকারসমূহ দৃষ্ট হইল। সাধারণ মূঢ় ব্যক্তিগণ রূপ,রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শাদিতে কি প্রকার অভিনিবিষ্ট এবং শ্রীবিদ্যানিধি মহাশয় ঐ সকল বিষয়ে কি প্রকার নিস্পৃহ হইয়া তত্তদ্‌বস্তুর সান্নিধ্যেও আপনাকে উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট না করিয়া অন্তঃস্থিত প্রবৃত্তিবলে কৃষ্ণসেবায় উদগ্রীব, তাহা সন্দর্শন পূর্ব্বক শ্রীগদাধরের বিস্ময়াতিশয্য হইল এবং তিনি এরূপ মহাভাগবতকে সাধারণ বিলাসিপুরুষ-সাম্যে প্রচার করায় তাঁহার বৈষ্ণবাপরাধ হইয়াছে ভাবিয়া চিন্তাযুক্ত হইলেন। বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবাপরাধ হইয়াছে ভাবিয়া চিন্তাযুক্ত হইলেন। বৈষ্ণবগণবৈষ্ণবাপরধকে অত্যন্ত ভয় করেন, কারণ বৈষ্ণবপরাধ-তুল্য ভক্তির বাধক অন্য কোনপ্রকার ব্যাপার নাই। বৈষ্ণবাপরাধী ভক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিকভাবে পতিত ও দুর্গত হয়। কিন্তু সুকৃতি প্রবল থাকিলে অনিচ্ছাকৃত অপরাধে অধিক বিপথগামী হইতে হয় না। শ্রীগদাধর বলিলেন,—আমি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে বুঝিতে না পারিয়া ভক্তের চরণে যে অজ্ঞানোত্থ অপরাধ করিয়াছি, তুমি (মুকুন্দ) সেই অপরাধ সমূহ বিনষ্ট করিবার জন্য আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমার অজ্ঞানোত্থ অপরাধোপযোগীই পুরাতনার কথা গান করিয়া তুমি সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের কার্য্যই করিয়াছ।

তুমি আমাকে এই ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা কর্ত্তা। তুমি প্রসন্ন হইলে আমার চিত্তের মলিনতা বিদূরিত হইয়া তোমার অনুগ্রহ-লাভের যোগ্য হইব। এক্ষণে এই অপরাধ ক্ষালনের উপায় একমাত্র শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে বরণ করা। তাহা হইলেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম শিষ্যের প্রতি বাৎসল্য হেতু সকল দোষ ক্ষমা করিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মতিক্রমে শ্রীগদাধর প্রভু শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। যদিও শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী সর্ব্বজ্ঞাতা তথাপি শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায় "বৈষ্ণবানুগত্যে গুরু, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব-দর্শন শিক্ষার্থে, এই লীলা 'স্বরূপশক্তি' কর্ত্তৃক প্রকটিত।

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে থাকিয়া শ্রীবাসও মালিনী-দেবীর বাৎসল্য রসাস্বাদনে তৎপর থাকিতেন। শ্রীবাসের নিত্যানন্দের প্রতি দৃঢ়তা পরীক্ষার্থে মহাপ্রভু একদিন শ্রীবাসকে বলিলেন যে,—এই অজ্ঞাতকুলশীল অবধূত নিত্যানন্দকে নিজ গৃহে স্থান দিয়াছেন কেন? নিজ জাতিকুলের সম্মান-রক্ষার্থ তাঁহাকে গৃহে স্থান দেওয়া অকর্ত্তব্য। তদুত্তরে শ্রীবাস মহাপ্রভুকে জানাইলেন, যিনি একদিন মাত্রও মহাপ্রভুর ভজন করিয়াছেন, তিনিই শ্রীবাসের প্রিয়। বিশেষতঃ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু মহাপ্রভুর অভিন্ন-বিগ্রহ। তিনি যদি কখনও মদিরাপান করেন, যবনী সংসর্গে গমন অথবা শ্রীবাসের জাতি-প্রাণ-ধনাদি নাশ করিয়াও থাকেন, তথাপি তৎপ্রতি শ্রীবাসের শ্রদ্ধা বিন্দু-মাত্রও বিচলিত হইবে না। মহাপ্রভু শ্রীবাসের নিত্যানন্দ-

নিষ্ঠা-দর্শনে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর দিলেন যে, যদি লক্ষ্মীদেবীও কোনদিন ভিক্ষা করেন, তাহা হইলেও শ্রীবাসের কোন দিনই অভাব হইবে না। ইহাই হইল শ্রীনিত্যানন্দের সেবার ব্যতিবেক ফল। এবং শ্রীবাসের গৃহস্থিত কুক্কুর-বিড়ালাদিরও মহাপ্রভুর প্রতি অচলা ভক্তি থাকিবে। ইহা নিত্যানন্দের প্রতি নিষ্ঠার অন্বয় ফল। অতঃপর তিনি শ্রীবাসের উপর শ্রীনিত্যানন্দের সমুদয় ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাৎ ভগবান্, তাঁহার প্রতি ঐরূপ নিষ্ঠা জীবের পরম মঙ্গলদায়ক। এই কথার ছলনায় অসৎগুরুগণ ও অবৈষ্ণবগণ নিজকে গুরু ও বৈষ্ণব সাজাইয়া লোক বঞ্চনার্থ উক্ত উপমায় বঞ্চিত হইয়া সানুগত অধঃপতিত হইবে। শ্রীনিত্যানন্দ-নিষ্ঠাই শ্রীগৌরকৃপার একমাত্র অনিবার্য্য উপায়।

স্বপ্ন প্রকাশ—একদিন শ্রীশচীমাতা স্বপ্নে দেখিলেন যে,—শ্রীগৌর-নিত্যানন্দই শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম। ভক্তের স্বপ্ন সত্য, তাহা বিষয়ীর বিষয়াভিনিবেশের প্রতিক্রিয়া মাত্র নহে। বিশেষতঃ শ্রীগৌরহরি বাৎসল্য-রসের মূল আশ্রয়বিগ্রহস্বরূপা শ্রীশচীদেবীকে নিজতত্ত্ব স্বপ্নে ও ভোজনকালে সাক্ষাদ্ভাবে প্রদর্শন করিলেন।

ভক্তকৃপা ও শুদ্ধ শিবভক্তির ফল—জড়দেশ-কাল-পাত্রে ভগবান্ ও ভগবৎ-পার্ষদ আবদ্ধ নহেন,—ইহা জানাইবার জন্য বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে, বিভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন কালে ভগবদ্ভক্তগণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই যে যে-স্থানে, যে-কালে, যে-ভাবে প্রকটিত হউন না

কেন, সকলেই ভগবৎসেবা-তৎপর হইয়া অদ্বয়জ্ঞান শ্রীচৈতন্য-দেবের সেবায় নিযুক্ত হন। প্রত্যেক ভক্ত তাঁহার হৃদয়ের সকল প্রবৃত্তিদ্বারা সর্ব্বতোভাবে প্রভুর সেবা করেন। প্রভুও তাঁহাদিগের সেবা গ্রহণ করিয়া প্রত্যেককেই প্রিয়তম জ্ঞান করেন। ইহা পরিচ্ছিন্ন জীবের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না, তজ্জন্য শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অবতারিত্ব প্রচারিত হয়। প্রত্যেক ভক্তই নিজ নিজ রসে ভগবৎ-সেবায় আপনাদিগকে যথোচিত নিযুক্ত করিয়া ভগবানের পূর্ণ-প্রীতির পাত্র হন। সকলেই জানেন,—"ভগবান্ আমাকে যত ভালবাসেন, এরূপ আর কাহাকেও ভালবাসেন না।" একের প্রাধান্য, অপরের অপ্রাধান্য-হেতু যে বৈষম্য জগতে ঈর্ষ্যার উদ্ভব করায়, সেইরূপ বিচার শ্রীভগবান্ ও শুদ্ধভক্তগণের মধ্যে স্থান পায় না।

মহাপ্রভু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মযুক্ত ভুজচতুষ্টয় ধারণ করিয়া ঐশ্বর্য্য প্রধান ভক্তগণকে স্বীয় নারায়ণ-স্বরূপ প্রদর্শন করেন এবং কাহাকেও নিজের ষড়্‌ভুজ-মূর্ত্তি প্রদর্শন করেন। নৃসিংহের ভুজদ্বয়, শ্রীরামচন্দ্রের ভুজদ্বয় এবং শ্রীকৃষ্ণের ভুজদ্বয় (পরাবস্থস্বরূপত্রয়ের) সম্মিলিত হইয়া ষড়্‌ভুজ। শ্রীনৃসিংহের দক্ষিণ হস্তে ভক্ত-বাৎসল্য ও বামকরে নখরদ্বারা ভক্তদ্বেষীর বিদারণ, শ্রীরাম-চন্দ্রের ধনুর্ব্বাণযুক্ত হস্তদ্বয়ে ভোগিসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাশা-সংহার কার্য্য, এবং কৃষ্ণের ভুজদ্বয়ে মুরলীর দ্বারা প্রেমভাজন জনগণের আকর্ষণ,—এই লীলাত্রয় প্রদর্শন-কল্পে শ্রীগৌরসুন্দর ষড়্‌ভুজ-মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কোন কোন সময়ে শ্রীরামের ভুজদ্বয়ে ধনুর্ব্বাণ ধারণে—কনক-লঙ্কাবিধ্বংসী, শ্রীকৃষ্ণের

ভুজদ্বয়ে মুরলী ধারণে—রতিলোলুপ-মদন বিধ্বংসী ও শ্রীচৈতন্য দেবের ভুজদ্বয়ে দণ্ডকমণ্ডলু ধারণে—জীবের কামিনী আহরণ চেষ্টা রূপ প্রতিষ্ঠাশা-নাশী পরিপালন জ্ঞাপন করে। নানা প্রকার মতবাদ অদ্বয়জ্ঞানেতর পথের পথিকগণকে ভক্তিবিমুখ করিয়া জগতে যে কুতর্ক-জঞ্জাল উপস্থিত করিয়াছিল, একহস্তে দণ্ডধারণ দ্বারা সেই জঞ্জালাচ্ছন্ন লোকগণকে দণ্ডিত ও অন্য-হস্তে প্রেমবারিভাজন কমণ্ডলু ধারণ-দ্বারা আধ্যক্ষিক প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী জনগণের কৈতব-মূল উৎপাটন করিয়াছেন।

শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর পরমোপাদেয়বিচার-প্রদর্শন-কার্য্যে সর্ব্বক্ষণ নিত্যানন্দের সহিত অবস্থান করিতেন। মর্য্যাদাপথের উপাস্যবস্তুরূপে বিভিন্ন বৈকুণ্ঠের বৈকুণ্ঠপতি-সমূহ, মৎস্য, কূর্ম্ম, বামন, নৃসিংহ, রামাদি নৈমিত্তিক পরব্যোম-পতিসমূহের মূর্ত্তি ভগবদ্ভক্তের সেবার যোগ্যতানুসারে প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুর বিভিন্ন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভেদবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাতে দেবান্তর কল্পনা না করেন, ইহা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ভগবান্ বিভিন্ন স্তাবকের রুচির অনুকূলে স্বীয় নিত্য বিগ্রহ-সমূহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভগবদুপাসনা পরিত্যাগ করিয়া কনক-কমিনী-প্রতিষ্ঠা-লোভে যে-সকল মানব ভগবানের অনিত্যরূপ কল্পনা করিয়া নিজের ভোগের চরিতার্থতার আস্ফালন করে, তাহা হইতে মুক্ত করিবার জন্যই, নিমিত্তের ছলনায় ভগবানের নিত্যমূর্ত্তি-প্রাকট্যে প্রপঞ্চে অবতরণ-লীলা প্রদর্শিত হয়। অবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুতে ঐ-সকল নিত্যলীলার প্রাকট্য বিভিন্ন নিত্যসেবকগণে উচ্ছলিত

হইয়া তাঁহাদের আত্মবিদ্যার পরাকাষ্ঠা-লীলারূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল। কোন সময়ে অক্রুরের বিচারে ক্ষুব্ধ হইয়া গোপীজনের ভাবে বিভাবিত থাকেন। কোন সময়ে উদ্ধবের সান্ত্বনাবাক্যে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ ও পরক্ষণেই উচ্ছৃঙ্খলতাময় বিপ্রলম্ভে অধিরূঢ় মহাভাব প্রদর্শন করেন। কোন সময়ে মধুর-রতির আশ্রয়োপাসকের অনুগত জনগণের নিকট গোপী-ভাবের চেষ্টা-সমূহ প্রদর্শনকালে অহোরাত্র বাহ্যস্মৃতির অভাব প্রদর্শন করিয়া মাথুর বিরহাদিলীলা প্রদর্শন করেন।

কোন সময়ে আপনাকে 'রৌহিণেয়' জানিয়া মদ্যপান-অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। এখানে কেহ মনে না করেন যে, তিনি "অন্তঃশাক্তো বহিঃশৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মত" বিচার ভক্তগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। বিষ্ণুর বিভিন্ন লীলা যে সেব্যবস্তুর একমাত্র অধিকারান্তর্গত,—ইহা জানাইবার জন্য এবং আশ্রয়জাতীয় বিভিন্নাংশে জীবকুল নিত্যাবস্থিত—এই কথার উপদেশ-প্রসঙ্গে, শ্রীগৌরসুন্দররূপে ভৌমলীলা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যাহা যাহা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বিষয় ও আশ্রয়ের বৈচিত্র্য প্রদর্শন মাত্র। তাহাতে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে আশ্রয়জাতীয় বিভিন্নাংশ মনে করেন, এই জন্যই শ্রীরূপানুগগণ বিশেষ সতর্ক করিয়াছেন। শ্রীরূপানুগবিরোধী সাহিত্যিক-সম্প্রদায় জড়কার্য্যবিনোদনে ব্যস্ত থাকায় শ্রীগৌরানুগত্যবিক্ষিপ্ত হইয়া শ্রীগৌরনিজ-জনগণের বিরোধ করিয়া বসে। শ্রীচৈতন্যদেব তাদৃশ অমঙ্গল নিবারণের জন্য স্বীয় লীলার বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিভাব-সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন।

বদ্ধজীব বামনের চন্দ্র-স্পর্শের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া আপনাকে বা তজ্জাতীয় বিভিন্নাংশ-জীবকে 'ভগবদবতার' কল্পনা না করেন, তাহার প্রতিষেধের জন্যই আচার্য্যের নিজ-স্বরূপ প্রদর্শনমুখে বিষয়ও আশ্রয়-বিগ্রহের পরস্পর যথার্থ সেব্য-সেবক-ভাব-বিন্যাস-লীলা।

শ্রীচৈতন্যদেব আপনাকে শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের অধস্তনরূপে প্রদর্শন পূর্ব্বক বেদানুগ স্তাবকগণের মঙ্গলের জন্য ব্রহ্মস্তব পাঠ করিতেন এবং আপনার বিরিঞ্চিত্ব জ্ঞাপনার্থ লোক মধ্যে প্রচার করিতেন। কোনদিন প্রহ্লাদের ন্যায় ভক্তির প্রচারক হইয়া স্তবাদি করিতেন। ভক্তি-সমুদ্রে বিভিন্নভাবে বিচরণ লীলা-প্রদর্শন-কল্পে আশ্রয়ের আনুষ্ঠানিক ভাবসমূহ শিক্ষা দিতেন। আশ্রয়ের বিভিন্নাংশ জীবকুল বিষয়জাতীয় বিগ্রহ হইতে পারে না, ইহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। উপরোক্ত লীলাদ্বয় 'হরিদাস-মোদন' লীলার প্রকার বিশেষ। শুদ্ধ শিবভক্ত গায়নের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া নিরপরাধী শিবের ভক্তকে কৃপা করিয়া শুদ্ধশিবভক্তের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন। আবার ভক্তের 'অব্যর্থকালত্ব' শিক্ষা দিতে মহাপ্রভু দিবাভাগে কীর্ত্তন ত' করেনই পরন্তু রাত্রিতেও মঙ্গলময়-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া জীবের মঙ্গল ও উদ্ধারার্থে সঙ্কল্প করিলেন। তাহাতে ভক্তগণেরও মহা উল্লাস দেখিয়া রাত্রেও ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর অপতিতভাবে নির্ব্বন্ধ (দৃঢ়সঙ্কল্প) পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইহাতে ভগবদ্বিরোধী পাষণ্ডিগণের মাৎসর্য্যের উদয় হইল। তাহারা শুদ্ধভক্ত ও মহাপ্রভুর উপরেও কুভাব আরোপ করিতে

পশ্চাৎপদ হয় নাই। তাহারা দৈবীমায়ায় মুগ্ধ হইয়া সকলকেই নিজেদের মত ভোগী মনে করিয়া ভোগের সাধন প্রাপ্তি বিষয়ে কৃকলাসদীপিকার ৩য় পটলে বর্ণিত মন্ত্রপ্রভাববলে যে মধুমতী সিদ্ধির কথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে উক্ত সিদ্ধিলাভ—"দেব-চেটী শতশতং তস্য বশ্যা ভবন্তি হি। স্বর্গে মর্ত্তে চ পাতালে স যত্র গন্তুমিচ্ছতি। তত্রৈব চেটিকাঃ সর্ব্বা নয়ন্তি নাত্র সংশয়ঃ।" বিচারে তাঁহাগিকেও ঐ প্রকার ভোগোন্মত্ত মনে করিতে লাগিল।

শ্রীএকাদশী, দ্বাদশী ও শ্রীহরির জন্মতিথি-সমূহাদিতে, উপবাস-দিবসে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর নৃত্যের সহিত বিহিত হরিকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। উষঃকাল হইতে যূথ বিভাগ করিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ও মহাপ্রভু তন্মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে বহু প্রকার ভাবলীলা প্রকাশিত হইতে লাগিল। সেই অপ্রাকৃত নৃত্য-কীর্ত্তন-ধ্বনি স্ফুটিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া চলিল। তাহাতে শুধু এই ব্রহ্মাণ্ডে নহে অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ড-বাসীগণকেও পরম বিশুদ্ধ করিয়া কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিতে ছুটিল। ইহাতে যে কত জীবের মঙ্গল হইল, তাহা উপলব্ধি করিয়া বর্ণন করা সর্ব্বজ্ঞ শ্রীভগবানের পক্ষেই সম্ভব। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্য্যামী মহাপ্রভুভক্তগণের পরিচয় জানাইতে যে যে ভক্ত পূর্ব্ব লীলায় যাহা যাহা ছিলেন সেই নাম ধরিয়া আহ্বান ও তাঁহাদিগতে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর রস-মাধুর্য্য আস্বাদন করাইতে লাগিলেন। ইহা শ্রীগৌর-সুন্দরের ভৌম-লীলামৃতের একটী অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। তাহাই

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীগৌরসুন্দরের সেই লীলা স্মরণ ও উদ্দীপনের জন্য উপবাস করিয়া শ্রীহরিবাসরে-নিশাজাগরণে সংকীর্ত্তন ও পূজাদির ব্যবস্থা হইয়াছে। পষণ্ডিগণ কিন্তু সেই মহামঙ্গল লাভের পরিবর্ত্তে নানাপ্রকার অরাধময়ী প্রজল্প করিয়া বঞ্চিত হইল। হায় হায়! এমন মহাবদান্য-অবতারে, এমন কৃপা প্লাবনেও জীব বঞ্চিত হয়?

সাত প্রহরিয়া ভাব—লোকশিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর প্রত্যহ ভক্ত-ভাবে নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করিতেন, এবং কখনও নিজ ভাবাবেশে যেন অজ্ঞাতসারে বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিতেন। কিন্তু অদ্য পরতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দর নিজের ভক্তভাব সংগোপন ও আবেশভাব পরিহার-পূর্ব্বক, অমায়ায় নিজে যে স্বয়ং বিষ্ণু-বস্তু বা বিষয়বিগ্রহ, তাহা প্রকাশিত করিয়া নিখিল আশ্রিত ভক্তগণের সেবাগ্রহণ-মানসে বিষ্ণুখট্টায় সপ্তপ্রহর ব্যাপিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার এই মহাপ্রকাশ-লীলায় তিনি বিষ্ণুর সকল অবতারের রূপ-সমূহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই দিবসে প্রভুর ইঙ্গিতক্রমে ভক্তগণ পরমানন্দচিত্তে বিবিধ উপায়নযোগে বৈকুণ্ঠাধিপতি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীগৌরনারায়ণের ‘রাজরাজেশ্বর-অভিষেক’ সুসম্পন্ন করিলেন। ভক্তগণ দশাক্ষর গোপালমন্ত্রের বিধিমতে ষোড়শোপচারে মহাপ্রভুর পূজা করিয়া বহুপ্রকার স্তুতিবন্দনামুখে শ্রীগৌরসুন্দরের সর্ব্বকারণকারণত্ব, সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব এবং জীবোদ্ধারার্থ নিজসেবা প্রকটনাভিলাষে ভক্তভাবাঙ্গীকার প্রভৃতির বিষয় উপলব্ধি করিয়া উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহার অপ্রাকৃত গুণ-লীলাদি বর্ণন করিলেন। অনন্তর

শ্রীগৌরসুন্দর নিজ শ্রীচরণ পূজার নিমিত্ত অকপটে প্রসারিত করিয়া দিলে ভক্তগণ সকলে স্ব স্ব অভিলাষানুসারে সংগৃহীত নানা উপকরণ দ্বারা শ্রীগৌরপাদপদ্ম পূজা করিলেন। মহাপ্রভুও ভক্তের সেবা গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে উপযাচক হইয়া তাঁহাদের প্রদত্ত বহুবিধ ভক্ষ্যোপচার পরম আনন্দে ভোজন করিলেন এবং শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের পূর্ব বৃত্তান্ত-সমূহ বর্ণন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ-কর্ত্তৃক সান্ধ্য-আরত্রিক সম্পন্ন হইল।

শ্রীধরানুগ্রহঃ—শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ-লীলা-প্রদর্শনার্থ তাঁহার অতীব প্রিয়ভক্ত শ্রীধরকে আনায়ন করিতে ভক্তগণকে আদেশ করিলেন। প্রভুর আদেশে বৈষ্ণবগণ অর্দ্ধপথে আসিয়া শ্রীধরের উচ্চ হরিনামধ্বনি শ্রবণ-পূর্ব্বক তদনুসরণে শ্রীধর-ভবনে গমন করিলেন। অতি দরিদ্রতার মধ্যেও কিপ্রকারে ভগবৎ-সেবা করিতে পারা যায় তাহার আদর্শের মুর্ত্তবিগ্রহ শ্রীধর বাহিরে শ্রীলক্ষ্মীপতির সেবক হইয়াও দারিদ্র্যের চরম প্রকোপ স্বীকার করিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীনাম-পরায়ণ ছিলেন। শ্রীযুধিষ্ঠিরের ন্যায় মহাসত্যবাদী ছিলেন। এত দরিদ্র হইয়াও অতিকষ্টে অতি সামান্য উপার্জ্জনেরও অর্দ্ধভাগ পরমার্থে ব্যয় করিয়া বাকী অর্দ্ধেকের দ্বারা অতি সঙ্কোচে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ভক্তগণ যাইয়া শ্রীধরের নিকট মহাপ্রভুর প্রকাশ ও আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। তাহা শুনিবা মাত্র শ্রীধর আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলে ভক্তগণ তাঁহাকে সন্তর্পণে মহাপ্রভুর নিকট লইয়া আসিলেন। মহাপ্রভু ব্রজসখা

শ্রীধরকে মহাঐশ্বর্য্য-প্রকাশ সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম-রূপ প্রদর্শন করিলেন। শ্রীধর সেই রূপ দর্শনে মূর্চ্ছিত হইলে মহাপ্রভু শ্রীধরকে চৈতন্য-সম্পাদন করিয়া স্তব করিতে বলিলেন। বাহিরে জড়পাণ্ডিত্যহীন-শ্রীধরের জিহ্বায় শুদ্ধা-সরস্বতী আবির্ভূতা হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব স্তব করিলেন। সেই স্তবে মহাপ্রভুর সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব ও ভক্তবাৎসল্য-অপ্রাকৃত গুণের কথা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। তখন প্রভু তাঁহাকে বর গ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন। শ্রীধর তখন বাহ্য জগতের বস্তুদ্বারা বঞ্চিত হইতে চাহিলেন না। তখন মহাপ্রভু বলিলেন আমার দর্শন কখনও বৃথা যায় না; তোমাকে অষ্টসিদ্ধি প্রদান করিব ও এক মহারাজ্যের অধীশ্বর করিয়া দিব। তাহাও বঞ্চনাময়ী-কৃপা জানিয়া শ্রীধর লইতে স্বীকৃত হইলেন না। মহাপ্রভুর বারবার বর গ্রহণ করিতে বলায় শ্রীধর তখন বলিলেন প্রভু যদি আমাকে বর দিতে তোমার একান্তই ইচ্ছা হয় তবে এই বর দেহ "যে ব্রাহ্মণ কাড়ি' নিল মোর খোলাপাত। সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ॥ যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কন্দল। মোর প্রভু হউক তাঁর চরণ যুগল॥" "শ্রীধর বলয়ে,—মুঞি কিছুই না চাঙ। হেন কর প্রভু যেন তোর নাম গাঙ॥" তখন মহাপ্রভু বলিলেন—তুমি আমার নিত্যপার্ষদ 'ব্রজের হাস্যকারী সখা কুসুমাসব' তাই এত ঐশ্বর্য্য-দর্শন ও প্রলোভনেও তোমার লোভ হইল না। শ্রীভগবন্মায়ার এত বড় ছলনা বাক্যের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ অতি সুদুর্লভ ব্যাপার —অতএব তোমাকে

সেই ব্রজসখ্যরস অপেক্ষাও মহা ঔদার্য্যময়ী লীলা-বৈশিষ্ট্য আস্বাদক বেদাগোপ্যভক্তিযোগ প্রদান করিলাম। ইহা শ্রীচৈতন্যের ভৌম-লীলার একটী অদ্ভূত বৈশিষ্ট্য। জাগতিক বিদ্যা, ধন, ঐশ্বর্য্য, রূপ, যশ, কুল লাভ জীবের দুর্ভাগ্যেরই পরিচায়ক, যাহারা উপরোক্ত বিষয়গুলি দ্বারা বৈষ্ণব চিনিতে যান, বৈষ্ণবতার পরিমাপ করিতে চান, তাহারা যত বড় পণ্ডিত ও ভক্তই হউন না কেন বৈষ্ণবাপরাধ করিবেনই করিবেন। তাহা হইতে নিস্তারের জন্য মহাপ্রভুর ও শ্রীধরের এই লীলা। অপুনর্ভব (মুক্তি), যোগসিদ্ধি, রসাধিপত্য, পারমেষ্ঠ্য প্রভৃতি সম্পদ্—অনাত্মানুভবকারী জনগণেরই প্রার্থনীয়, কিন্তু আত্মবিদের চরণাশ্রিত বৈষ্ণবের তাদৃশ প্রার্থনার অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি সহজধর্ম্ম। ভজন-পরায়ণ ভক্তের বাহিরে ঐশ্বর্য্যের পরিবর্ত্তে—অভাব, স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তে—অস্বাস্থ্য, ধনের পরিবর্ত্তে দারিদ্র্য, পাণ্ডিত্যের পরিবর্ত্তে—মূর্খতা দেখিয়া, কর্ম্মফলবাদীর ন্যায় বৈষ্ণব ও নানাবিধ অভাব পীড়িত এবং ব্যবহারিক কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-বিশিষ্ট মনে করিয়া যাঁহারা বৈষ্ণবগণকে 'দুঃখী'-জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগের মতিভ্রষ্ট হইয়াছে জানিতে হইবে। ভক্তিপথের পথিক বৈষ্ণবগণ বিদ্যা, ধন, রূপ, যশ ও কুলমদে অন্ধ হইয়া ঐসকল বিষয়ানুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন না। কিন্তু মন্দভাগ্য, অভাবগ্রস্ত, ত্রিগুণ-তাড়িত, মায়া-দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত ও আবৃত বদ্ধ জীবগণ বাহ্য-পরিচয়ে সুনিপুণ অভিমানপূর্ব্বক বিষয়-মদান্ধ হইয়া বৈষ্ণবের অতীব উচ্চ পদবীর মহিমা বুঝিতে পারে না, নির্ব্বোধ মনে করে।

তাহারা বৈষ্ণবগণকে সম্মানের পাত্র না জানিয়া নিজাপেক্ষা হীন জ্ঞান করে। তাহারা চৈতন্য-দাস্য হারাইয়া বৈষ্ণবের অসম্মান করিয়া বসেন। তৎফলে তাঁহাদের ভক্তিহীনতা প্রকাশিত হয় ও বৈষ্ণবের ঔপদেশক বলিয়া অহঙ্কার জন্মে। তখন অহঙ্কার পোষণ করিতে গিয়া হিংসামূলে আপনাকে ভাগবতের উপদেশক, মন্ত্রদাতা-গুরু-বেশে দীক্ষা-ছলনা প্রভৃতি ভক্তিহীন কার্য্য-সমূহের আবাহান করিয়া বসেন। বৈষ্ণবগণের প্রভু-অভিমানে উদরম্ভরী হইয়া পড়ে। তাহারা ব্যবসায়কেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া নানাবিধ ভক্তিবিরোধী অনুষ্ঠানকেই ভগবদানুগত্য বলে ; কিন্তু সর্ব্বতোভাবে উহাই ভগবৎনিন্দা। যিনি ভাগবত-বৈষ্ণবের নিন্দা করেন না, যিনি বৈষ্ণবকে 'শ্রীগুরুদেব' বলিয়া জানেন, বিষ্ণুভক্তিরহিত বাহ্যপরিচয়ে পরিচিত গুরুব্রুবগণের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করেন, তাহাদের কদর্য্যানুষ্ঠানের বহুমানন করেন না এবং জগতের কল্যাণ-কামনায় এ সকলের অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন করেন, তাদৃশ ব্যক্তির শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে শুদ্ধভক্তি-লাভ হয় এবং গৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণচরণ লভ্য হইয়া থাকে। বৈষ্ণবাপরাধ অর্থাৎ সাধুনিন্দা-বর্জ্জিত হইয়া নিরপরাধে একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলে অনায়াসে তাঁহার কৃষ্ণানুগ্রহ লাভ ঘটে এবং তিনি মায়িক নির্ব্বুদ্ধিতা হইতে পরিত্রাণ পান'। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সেবা বতীত কাহারও বৈষ্ণবের দাস্য করা সম্ভবপর হয় না।

শ্রীমুরারীকে কৃপা ঃ—শ্রীধরকে বর প্রদানের পর মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, তিনি

নিজাভীষ্টসিদ্ধির কথা জানাইয়া প্রকাশ্যে কোন বর চাহিলেন না। মহাপ্রভু মুরারিগুপ্তকে সপরিকর শ্রীরামরূপ প্রদর্শন এবং তদীয় স্বভাব জ্ঞাপন করিলে মুরারি নিজ হনুমৎস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। মহাপ্রভু মুরারিকে বর দিতে গেলে তিনি বলিলেন,—"জন্ম জন্ম তোমার সেবা-ব্যতীত আমার আর কোন প্রার্থনা নাই। কোন জন্মেই যেন আমি তোমাকে ভুলিয়া অন্য কিছুতে প্রবেশ না করি। আমার যেন সেবা ব্যতীত ইতর বুদ্ধি না হয়। চৈতন্য ও তদীয় নিজজনগণের নিত্যদাস্য, চৈতন্য-চরণস্মৃতি এবং গৌরগুণগানে সামর্থ্য লাভ করিতে পারি।" প্রভু মুরারিকে বর দিয়া বলিলেন যে, মুরারির নিন্দাকারী ব্যক্তির কোটি-গঙ্গাস্নানে এবং হরিনামেও নিস্তার নাই। অতঃপর তিনি 'মুরারিগুপ্ত' নামের অর্থ—"মুরারি' বৈসয়ে গুপ্তে ইহার হৃদয়ে। এতেকে 'মুরারিগুপ্ত' নাম যোগ্য হয়ে—" ইহা প্রকাশ করিলেন। আধুনিক যুগে 'শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার' বলিয়া প্রচারিত হইবার দুর্ব্বাসনায় "অমিয়-নিমাই-চরিত" লেখককে 'মুরারিগুপ্তের অবতার বলিয়া যাহারা বিড়ম্বনা করেন, তাহাদের অপরাধ ব্যতীত আর কিছুই হয় না। শ্রীরাম-পার্ষদ হনুমদভিন্ন বিগ্রহ শ্রীমুরারিগুপ্তকে মহাপ্রভু এই অবতারে বরদান করিয়া তদপেক্ষা রসোৎকর্ষ-প্রদানে শ্রেষ্ঠতর রসাস্বাদনে কৃপা করিলেন—ইহা তৎকৃত 'শ্রীচৈতন্য চরিত' গ্রন্থ অলোচনা করিলে বুঝা যায়।

শ্রীহরিদাসকে কৃপা ঃ—মহাপ্রভু তৎপরে হরিদাস-ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোমার ব্রাহ্মণেতর

অহিন্দু-শরীর ব্রাহ্মণ-শরীর হইতে অবর বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের দৃষ্টি ভ্রান্তিময়ী। আমি দৃঢ়ভাবে বলিতেছি, তোমার জাতি এবং আমার জাতিতে ভেদ নাই। আমার দেহ হইতে তোমার দেহ সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। পাপিষ্ঠ যবন বা তথাকথিত পুণ্যবান্ হিন্দু-শরীর লৌকিক-বিচারে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করে। তাদৃশ বিচার-বশে বৈষ্ণব-নিন্দা করিয়া নরকের পথে গতি হয়। কারণ স্পর্শ-মণিদ্বারা লৌহ যেমন স্বর্ণতা প্রাপ্ত হয়, ভক্তি-সংসর্গে তদ্রূপ প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদিও অপ্রাকৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। ভক্তি-উপদেশ-কাল হইতেই ভগবান্ ভক্তি-মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত অচিন্ত্যশক্তিবলে ভক্তের ত্রিগুণাতীত দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন অন্যের (তত্ত্বান্ধ ব্যক্তির) অলক্ষিত ভাবে প্রকাশিত করিয়া থাকেন এবং মিথ্যাভূত দেহেন্দ্রিয়াদি অন্যের অলক্ষিতভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। (ভাঃ ৫।১২।১১ শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকা)॥ ভক্ত বৈকুণ্ঠবাসীই হউন কিম্বা যে কোন স্থানেই বাস করুন না কেন, তাঁহার সেবনোপযোগী সচ্চিদানন্দময় দেহ স্বতই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভক্তির স্ফূর্ত্তিতে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ সচ্চিদানন্দরূপতা প্রাপ্ত হয়। তাদৃশ দেহের জন্ম-মৃত্যু ভগবানের সচ্চিদানন্দময় দেহের আবির্ভাব-তিরোভাবের ন্যায়। (বৃহদ্ভাগবতামৃত ২।৩।১৩৯)। যাহারা ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব-তিরোভাবকে কর্ম্মফলবাধ্য জীবের জন্ম-মৃত্যুর ন্যায় মনে করে, তাহারা মুক্তিলাভের পরিবর্ত্তে পুনঃ পুনঃ প্রপঞ্চ-ক্লেশ লাভ করিয়া থাকে, মুক্ত হইতে

পারে না। বিশেষতঃ শ্রীহরিদাস ঠাকুর বর্ষাণেশ্বর শ্রীব্রহ্মার অবতার নামাচার্য্য। তাঁহার কৃপায় বর্ষাণে গোপীগৃহে জন্ম লাভ হয়, অনুরাগময় ভজন হইতে পারে ও শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর সেবা সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে।

যবনগণের প্রহারের সময় মহাপ্রভু সুদর্শন হস্তে করিয়া হরিদাসকে রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু ভক্তগণকে কেহ দুঃখ দিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহারা সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষা না করিয়া সর্ব্বদা ভগবানের সুখবিধান-তৎপর থাকায় নিজ দুঃখ গণনা করেন না। অধিকন্তু তাহা-দিগের দুষ্প্রবৃত্তি দূরীকরণ মানসে মঙ্গল প্রার্থনা করেন। ভক্তগণের সহনশীলতা এত অধিক যে নিজ প্রতিহিংসাকারীর প্রতিও অত্যন্ত প্রিয়কারী জনগণের নিকট প্রাপ্য কৃপা ও সাহায্য অপেক্ষাও অথিক কৃপা ও সাহায্য করিয়া থাকেন। তজ্জন্য ভগবান্ হরিদাসের প্রতি হিংসাকারীগণের প্রতি রুষ্ট হইলেও ঠাকুরের অনুরোধে তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড বিধান করিতে পারেন নাই। সুতরাং ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ স্বয়ং নিজাঙ্গ দ্বারা বিরোধীর অস্ত্রসমূহের আঘাত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ মুখ্যভাবে হরিদাস ঠাকুরের প্রতি বিদ্বেষিগণের আক্রমণ নিবারণ করিয়াছিলেন, গৌণভাবে তাঁহার ভক্তবাৎসল্য জানাইতে শ্রীগৌরলীলার প্রকাশ দ্বারা ভক্ত-দুঃখ সহ্য করিবার অসমর্থ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রভুর অপার কৃপার কথা শ্রবণে হরিদাস মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভুর বাক্যে সংজ্ঞালাভ করিলেও তিনি অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হরিদাস অতি দৈন্যভরে

মহাপ্রভুর স্তুতিমুখে শরণাগত বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা খ্যাপন করিলেন। তিনি নিজের সর্ব্বপ্রকার অযোগ্যতা প্রকাশপূর্ব্বক, কহিলেন,—"চৈতন্যদাসগণের উচ্ছিষ্টে তাঁহার রুচি হউক, তাহাই জন্মে জন্মে তাঁহার একমাত্র সাধন ভজন হউক, এবং মহাপ্রভু তাঁহাকে ভক্তঘরে কুক্কুর করিয়া রাখুন—এইমাত্র বর প্রার্থনা করিলেন। শ্রীউদ্ধব কথিত—"ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধবসোঽলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ। উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তবমায়াং জয়েম হি॥" (ভাঃ ১১।৬।৪৬)। অর্থাৎ 'হে ভগবান্, আমরা তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস। তোমার নির্ম্মাল্য, গন্ধ, অলঙ্কার প্রভৃতি তোমারই প্রদত্ত জানিয়া অনাসক্ত-ভাবে গ্রহণ করিতে করিতে তোমার মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হইব।' অতএব মায়াজয়ের একমাত্র উপায় ভগবৎপ্রসাদের সেবা। আবার—"কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম। 'ভক্তশেষ' হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান॥ ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল। ভক্ত-ভুক্ত-শেষ—এই তিন সাধনের বল॥ এই তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়। পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥ তাতে বার বার কহি,—শুন, ভক্তগণ। বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন-সেবন॥ তিন হৈতে কৃষ্ণনাম-প্রেমের উল্লাস। কৃষ্ণের প্রসাদ, তাতে 'সাক্ষী' কালিদাস॥ (চৈঃ চঃ অঃ ১৬।৫৯-৬৩)। কারণ—এসকল অপ্রাকৃত বস্তু। প্রাকৃত মায়িক প্রভাবের হস্ত হইতে রক্ষাকর্ত্তা ও বলদাতা। প্রাকৃত সাধনের দ্বারা প্রাকৃত প্রভাবই লভ্য হয়, তাই প্রাকৃত সাধন তৎপর ব্যক্তিগণ মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে অক্ষম হওয়ায়

প্রাকৃত মায়ার বঞ্চনাত্মক মোহিনী দ্রব্য কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাদির লাভের আশায় বঞ্চিত হইয়া নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করে ও পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হয়। ইহা বহির্ম্মুখ মায়াবদ্ধ অচৈতন্য জীব বুঝিতে না পারিয়া নিজ দুর্ব্বলতা-দ্বারা মায়াধীনতাই লভ্য মনে করিয়া চিরবঞ্চিত হইয়া মায়াকৃত নানাপ্রকার শাস্তি ভোগে দুঃখ-যন্ত্রনাদি ভোগ করিতে বাধ্য হয়। যে বল লাভ করিতে পারিলে মায়ার এই বঞ্চনাত্মক খেলনায় না ভুলিয়া কৃষ্ণপ্রেমলাভের জন্য যত্ন ও তীব্র ব্যাকুলতা লাভ করিতে পারে সেই প্রতিকারোপায় ও বল লাভ একমাত্র অপ্রাকৃত বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টই প্রদান করিতে পারেন। এমতাবস্থায় দুর্ব্বল বদ্ধজীবের যে একমাত্র বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-রূপ অপ্রাকৃত শক্তিদানের মহাসামর্থ্যই অবলম্বন, তাহা শ্রীল ঠাকুর হরিদাসই দৈন্য মুখে প্রকাশ করিয়া সাধক জীবের প্রতি মহা-কল্যাণসাধক ও একমাত্র উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া মহামহাবদান্য-তারই লীলা প্রকাশ করিলেন। অপ্রাকৃত বল লাভ না করিতে পারিলে নিতান্ত ক্ষুদ্র, অভাবগ্রস্ত ও দুর্ব্বল জীব মায়ার বঞ্চনাত্মক চুষিকাঠিতে প্রলুব্ধ হইয়া সুদুর্ল্লভ মানব জনমকে একেবারে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া আত্মহত্যাই করিতে অবশে প্রধাবিত হয়। তাহা হইতে একমাত্র রক্ষামন্ত্র, মহৌষধি ও মহাবলশালি অপ্রাকৃত যে বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট—তাহা ঠাকুর হরিদাস বর প্রার্থনা মুখে প্রকাশ করিলেন। "কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট একমাত্র বৈষ্ণবেই নিকটই লভ্য। কারণ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের দ্রব্য ও ভক্তের নিকট ভোজন করেন। আবার

“তদপেক্ষা অধিক বলশালী বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট। সেই বল-ব্যতীত মঙ্গল হইবে না; ইহা ঠাকুরের অধিক দৈন্যাত্মিকা উক্তি। কিন্তু বৈষ্ণবগণ নিজের উচ্ছিষ্ট কাহাকেও দেন না। তাহা প্রাপ্তির উপায় একমাত্র ভক্তগৃহে কুক্কুর হওয়া। ইহাই দুর্ব্বল ক্ষুদ্র বদ্ধ জীবের অতি সহজে মহাসম্পদ লাভের উপায়।” ইহা ঠাকুর প্রকাশ করিয়া ‘জীবদুঃখে দুঃখী’র মহাকারুণ্যগুণের বিকাশ করিলেন। বদ্ধ, ক্ষুদ্র, সাধক এই উপদেশরূপ মহাদান গ্রহণ করিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণে কৃতজ্ঞ হইয়া ভজন করিলে মহাপ্রভুর কৃপা নিশ্চয়ই লাভ করিতে পারিবেন। তখন মায়ার বঞ্চনা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর কৃপালাভে কৃতকৃতার্থ হইতে পারিবেন এবং প্রাকৃত কোন বস্তুর লোভে পতিত হইতে হইবে না। তখন অপ্রাকৃত বললাভে অপ্রাকৃত শক্তির অধীন হইয়া কৃষ্ণসেবা ও ভক্তসেবাকেই পরমোপাদেয় বুঝিয়া তাহাই অভিধেয়রূপে বরণ করিয়া কৃষ্ণ সম্বন্ধ লাভে কৃষ্ণ-প্রেমধনে ধনী হইতে পারিবেন। মহাপ্রভুর মহাবদান্য অবতারের মহা ঔদার্য্য লীলা প্রকাশের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের দ্বারা এই অতিগূঢ় সিদ্ধান্তসার প্রচার, তাঁহার ভৌম-লীলার একটী ভক্তবাৎসল্য ও মহাদানের উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য। আবার শ্রীহরিদাসের মধ্যে ব্রহ্মার প্রবেশ থাকায় কৃষ্ণলীলায় গো-বৎসাদি হরণের জন্য যে অপরাধ তাহাই স্মরণ করিয়া কাকুবাক্যে দৈন্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করাতে অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু হরিদাসের সেই অন্তরের ভাব বুঝিয়া

নিজের (কৃষ্ণের) ও ভক্তের (কৃষ্ণসখাও গোবৎসগণের) হরণ জন্য অপরাধ ক্ষমা করিয়া বলিলেন—"মোর স্থানে, মোর সর্ব্ব-বৈষ্ণবের স্থানে। বিনা অপরাধে ভক্তি দিল তোরে দানে॥" আবার কৃষ্ণলীলায় নিত্য বর্ষানেশ্বরের স্বরূপে যে ব্রজরস তাঁহার ছিল, তদপেক্ষা অধিক ঔদার্য্যবিগ্রহ ব্রজের মাধুর্য্যাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ রসমধুর্য্য প্রকাশ দ্বারা শ্রীহরিদাস ঠাকুরের আনুগত্য কারীর প্রতিও তাহা বিতরণ করিলেন। আরও তন্মধ্যস্থ প্রহ্লাদ-স্বরূপের যে নববিধা বৈধীভক্তি-রস ছিল এক্ষণে তাঁহাকেও রাগভক্তির পরাকাষ্ঠা রস-মাধুর্য্য-প্রদানে কৃতার্থ করিলেন। প্রহ্লাদ-স্বরূপে যে বিষয়াশ্রয়ের বৈক্লব্য ছিল অর্থাৎ প্রহ্লাদস্বরূপে যে বাৎসল্য-রস ছিল, তাহাতে ভগবান্ আশ্রয় ও প্রহ্লাদ বিষয়রূপে আলম্বন বৈক্লব্য বৈধভক্তিতেও শ্রীনৃংসিংহাবতারের কৃপার পরিপূর্ণতা সম্পাদন করিলেন। ইহাই শ্রীহরিদাসকৃপা।

গীতার পাঠ শোধন—মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে তাঁহার পূর্ব্ব মনোভাব স্মরণ করাইয়া দিয়া অদ্বৈতের গীতা অধ্যাপনায় সব্বত্র ভক্তিব্যাখ্যা, কোন কোন শ্লোকের ভক্তিপর অর্থের অপ্রতীতিতে উপবাস, স্বপ্নে মহাপ্রভুর দর্শনদান এবং পাঠ ও যথাযোগ্য অর্থ বর্ণন করিয়া উপবাসে নিষেধ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিলেন। শ্রীবাসুদেবস্বরূপের মুখনিঃসৃত গীতার পাঠ সংশোধন করিবার শক্তি কাহারও থাকিতে পারে না। তাই স্বয়ং প্রভু অবতার বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য নিজকৃত-শ্লোকের আরও পরিস্ফুট করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে প্রচার

করিতে শোধন করিলেন। 'শোধন'-শব্দে ভাবের পরিস্ফুটন কিন্তু ভুল-সংশোধন নহে। গীতার ১৩।১৩ শ্লোক—"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বোতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥" মহাপ্রভু এই 'সর্ব্বতঃ' স্থানে "সর্ব্বত্র" এই সত্যপাঠ বলিলেন। নির্ব্বিশেষবাদী "সর্ব্বতঃ" পাঠ রক্ষা করিয়া উহা 'সর্ব্বত্র' অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। সবিশেষবাদী ভগবত্তার স্বরূপ স্বীকার করেন। নির্ব্বিশেষবাদী জগন্মিথ্যাত্ববাদের পক্ষ গ্রহণ করায় ভগবৎস্বরূপের পাণি-পাদ-কর্ণ-চক্ষু-শিরঃ ও বদনের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। অচিন্ত্যভেদাভদ-বিচারে বর্হির্দ্দর্শনে যে প্রকার ভোগ্য রূপসমুহ পরিদৃষ্ট হয়, তদ্ব্যতীত সেবনোপযোগী নিত্যভাবে সেব্যেন্দ্রিয়-সমূহের উপলব্ধি ঘটে। মহাভাগবত সর্ব্বত্র ভগবানের পুরুষোত্তমত্ব ও হৃষীকেশত্ব দর্শন করেন। তাঁহারা বহির্জ্জগতের ভোগ্য-ভাব-সমূহ দর্শনের পরিবর্ত্তে পুরুষোত্তমের ভোক্তৃত্বের করণসমূহ দেখিয়া থাকেন। বিশিষ্টাদৈত-বিচারক যেরূপ প্রপঞ্চকে ভগবৎস্বরূপের স্থূল-শরীর বিচার করেন, অথবা কেবলাদ্বৈত-বিচারক যেরূপ প্রাপঞ্চিক-দর্শনের স্বীকার বিরোধী, অচিন্ত্যভেদাভেদের পরম সূক্ষ্ম-দর্শনে সেরূপ ধারণার আবশ্যকতা নাই। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-বিলোচন দ্বারা ভগবদ্ভক্তের নিকট সর্ব্বত্রই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিসহ নিত্যরূপ পরিদর্শনের ব্যাঘাত হয় না। সেবা-বিমুখতা জন্য যে প্রাপঞ্চিক ভোগ-দর্শন, উহা নশ্বর জগতে সত্য হইলেও শুদ্ধজীবাত্মার দর্শনে উহাতে অনর্থের প্রতীতি নাই। জীবের অর্থই সেব্যে আশ্রিত। সুতরাং

ভোগবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মফলবাধ্য জীব যেরূপ জাগতিক ভোগের আবাহন করেন, সর্ব্বত্র সেইরূপ ভোগময় দর্শন করিতে হইবে না,—ইহাই প্রভুর অভিপ্রায়। কর্ম্মবাদী তাহার অনর্থ থাকা কালে নশ্বর বস্তুকে 'ভোগ্য' জ্ঞান করেন এবং বিরাট্ রূপকে রূপক ও কাল্পনিক মনে করেন। আবার নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু প্রাপঞ্চিক রূপের অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়-কল্পিত-জ্ঞানে প্রাপঞ্চিক অনুষ্ঠানের নশ্বর-বাস্তবতার ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বহির্জ্জগতে চিদানন্দ-দর্শন-রহিত হওযায়, শুদ্ধজীবে আনন্দরাহিত্য-স্বীকার করায় এবং জড় জগতে সচ্চিদানন্দানুভূতির সম্বন্ধ-নির্ণয়ে ভাবান্তর প্রকাশ করায় অচিন্ত্যভেদাভেদ বিচার তাহার হৃদয়ঙ্গম হয় না। ভগবৎশক্তিমত্তায় সর্ব্বত্র সচ্চিদানন্দানুভূতি বর্ত্তমান বলিবার জন্যই "সর্ব্বত্র পাণিপাদন্তৎ" শ্লোকের অবতারণা। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সকল ব্যাখ্যাই শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষানুমোদিত ব্যাখ্যা। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে যিনি বৈষ্ণবের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে সেবা করেন, তাঁহাকেই 'বৈষ্ণব' বলা যাইবে, আর যাহারা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে বিষয়জাতীয় 'কৃষ্ণ' বুদ্ধি করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে আশ্রয়জাতীয় ভক্ত জ্ঞান করিবেন, তাহারা কোন দিনই কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিতে পারিবে না। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুও তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া অপ্রীতিভাজনে বঞ্চিত করিবেন। তাহারা অদ্বৈত-সেবা লাভ করিতে পারিবেন না। অদ্বৈত প্রভুর প্রার্থনায় মহাপ্রভু সকলকে অপ্রাকৃতরূপ দর্শনদান ও বরপ্রদান করিতে লাগিলেন। যাঁহার

যাহা প্রার্থনীয় সকল প্রপূরণ করিবার বরপ্রদান করিতে লাগিলেন।

শ্রীমুকুন্দকে বরদান—সর্ব্ববান্ধব ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীবাস পণ্ডিত তখন শ্রীমুকুন্দের প্রতি বরদানের জন্য আবেদন জানাইলেন। মহাপ্রভু জানাইলেন যে, মুকুন্দ তাঁহার দর্শন-লাভে অনধিকারী। কারণ, মুকুন্দ সকল সম্প্রদায়েই মিশিয়া তত্তৎ সম্প্রদায়ের ভাব গ্রহণ করে। তাহার মতির স্থিরতা নাই ও ভক্তিনিষ্ঠা নাই। সে 'খড়-জাঠিয়া'—কখনও দন্তে 'খড়' ধারণ করে, আবার কখনও 'জাঠি' মারে। ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করাই ভগবানের অঙ্গে 'জাঠি'-আঘাত। ইহা শুনিয়া মুকুন্দ সেই দিনই দেহত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়া শ্রীবাস-দ্বারা মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কখনও দর্শন পাইবেন কিনা? তদুত্তরে কোটিজন্ম পরে দর্শন মিলিবে জানিতে পারিয়া মুকুন্দ আনন্দে আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতে থাকিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে নিকটে ডাকাইয়া তাঁহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিলেন এবং নিজ পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক বলিলেন,—"মুকুন্দের জিহ্বায় তাঁহার নিত্য অধিষ্ঠান।" ইহাতে মুকুন্দ ভক্তিশূন্যতার জন্য নিজকে ধিক্কার দিয়া ভক্তি-যোগের প্রভাব ও ভক্তিহীনতার ভয়াবহ পরিণাম সদৃষ্টান্ত বর্ণন করিলেন। মুকুন্দের খেদ-দর্শনে লজ্জিত বিশ্বম্ভর নিজভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব, বেদোক্ত যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ডের ফলস্বরূপ সর্ব্বকর্ম্ম-বন্ধন-মোচনে নিজেরই একমাত্র প্রভুত্ব বর্ত্তমান; কিন্তু ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করিলে আমি সর্ব্বকর্ম্ম-বন্ধন নিজ শক্তি

প্রভাবে নষ্ট করিলেও ভক্তিহীনতা দোষে আমার মাধুর্য্যানুভূতি লাভ করিতে পারে না। আমি কর্ম্মবন্ধন খণ্ডন করিয়া দর্শন দান করিলেও তাহার ভক্তিহীনতাদোষে দর্শনানন্দ লাভ হয় না। সেকারণে আমি মহাদুঃখিত হই। আমার দুঃখে দর্শনকারীর কখনও সুখলাভ হয় না। সেকারণ আমার দর্শনলাভ করিয়াও সে বঞ্চিত হয়। আবার কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের প্রতীক নির্ব্বিশেষবাদরূপ কংসসেবক রজক বহুজন্ম তপস্যা করিয়া আমার দর্শনলাভ করিয়াও ভক্তিহীনতা-দোষে দর্শন সুখলাভের পরিবর্ত্তে আমার অপ্রীতিভাজন হইয়া মৃত্যুদুঃখই লাভ করিয়াছিল। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের তথা কথিত ভক্তির (?) ও সাধনের ফলে ভগবৎ প্রীতিলাভের পরিবর্ত্তে ভগবানের অপ্রীতিতে তাহার সকল সাধন চেষ্টা দুঃখেরই হেতু হয়। মুকুন্দের গৌরভক্তি থাকায় তাঁহার প্রতি মহাপ্রভু প্রসন্নই ছিলেন। কিন্তু নিজ প্রিয়জনের দ্বারা ভক্তি মাহাত্ম্য, ভক্তি-বিরোধীর গতি এবং ভক্তের তীব্র-নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা ইত্যাদি প্রকাশার্থে রহস্য ব্যবহারে প্রচার করিলেন। নিত্য-পার্ষদ মুকুন্দ প্রভুর সর্ব্ব অবতার কালে কীর্ত্তনাধিকার লাভরূপ বর প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীবাসের গৃহে মহাপ্রভু এবম্বিধ বহুপ্রকার অত্যদ্ভুত লীলা প্রকাশ করিলেও, ভক্তিহীন, ভাগ্যহীন, কর্ম্মি-জ্ঞানি-অন্যাভিলাষিগণের সেই সকল দর্শন সৌভাগ্য ঘটে নাই। স্বাধ্যায়-নিরত বেদোচ্চাণকারী অধ্যাপকগণ শাস্ত্রে কুশলতা লাভ করিয়া, প্রায়শ্চিত্তাদি-নিরত জনগণ, ব্রহ্মচারী ও যতিগণ, শাস্ত্রে

বিপুল অধিকার লাভ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞগণ, বহুশিষ্য, বহুবৈষ্ণব, সম্মিলিনী করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিলে বা বহু মন্দিরাদি জনহিতকর প্রতিষ্ঠা পাইলেও শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগ্রহ পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র অকপট প্রেমভক্তিদ্বারই শ্রীচৈতন্যদেব বাধ্য হন। তাঁহার অত্যদ্ভুতচমৎকারী ভৌমলীলামৃত দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন। তাহার প্রমাণ—শ্রীবাসের দাস-দাসীগণ। শ্রীচৈতন্য-লীলা—নিত্য, তাহা চৈতন্য-কৃপা-প্রাপ্তগণ এখনও অনুভব করিয়া থাকেন। মহাপ্রভু আপনার মধ্যে ভক্তগণকে স্ব-স্ব-ইষ্টরূপ প্রদর্শন করিয়া নিজ অবতারিত্ব জানাইয়া থাকেন। মহাপ্রভু ভক্তগণকে নিজ গলার মালা ও চর্ব্বিত তাম্বুল-প্রসাদ বিতরণ করিলেন। তাঁহার ভোজনের অবশিষ্ট শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী পাইলেন। নারায়ণী মহাপ্রভুর 'অবশেষ-পাত্রী' বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে প্রসিদ্ধা। তিনি বালিকা-বয়সেও প্রভুর আদেশে কৃষ্ণপ্রেমানন্দে ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর সাধরণের অগোচরে নবদ্বীপে যে-সকল লীলা করিয়াছিলেন, নিষ্কপট গৌর-সেবা-ফলে সগোষ্ঠী শ্রীবাস নিজ গৃহেই তাহা দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। নিত্যানন্দ শ্রীবাস-গৃহে বালকভাবে অবস্থান করিয়া শ্রীবাসকে পিতৃ-জ্ঞান ও মালিনীকে মাতৃজ্ঞান করিয়া বাৎসল্য রসাস্বাদন তৎপর হইলেন। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে বৃদ্ধা মালিনীর স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার করিয়া তাহা পান করিতেন। নিরন্তর বাল্যভাবে অবস্থিত নিত্যানন্দ স্বহস্তে অন্নগ্রহণ করিতেন না।

মালিনী নিজপুত্রবৎ নিত্যানন্দের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেন। একদা এক কাক শ্রীবাসের ঘৃতপাত্র লইয়া গেলে নিত্যানন্দাদেশে কাক সেই ঘৃত পাত্র আনিয়া দিলে মালিনী তৎপ্রভাব ও তত্ত্ব বিবিধ প্রকারে বর্ণন করিলেন।

একদা মহাপ্রভু নিজালয়ে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার তাম্বুলসেবা গ্রহণ করিতেছেন। এমন সময় নিত্যানন্দ গৌরপ্রেমে মত্ত হইয়া দিগম্বররূপে তথায় উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বাহ্যতঃ বিপরীত প্রতিমবাক্যে তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। প্রভুবলে,—"নিত্যানন্দ, কেনে দিগম্বর? নিত্যানন্দ 'হয় হয়' করয়ে উত্তর ॥ অর্থাৎ—'হাঁ, আমি সমস্ত আবরর উন্মুক্ত করিয়া আমার যে সকল আশ্রিত জন আছেন, তাহাদের তোমার দর্শনবাধও কৃপালাভ-বাধরূপ আবরণ উন্মোচন করিয়াছি। তাঁহারা অবাধে তব কৃপালাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হউক ॥' প্রভুবলে,—"নিত্যানন্দ, পরহ' বসন।" নিত্যানন্দ বলে,—"আজি আমার গমন ॥" অর্থাৎ—প্রভু বলিলেন আমি ত' কৃপা করিতেই আসিয়াছি বিশেষতঃ তোমার কৃপালব্ধ ব্যক্তির প্রতি অবাধে প্রেম প্রদান করিব। তুমি বাহ্য নরলীলার মাধুর্য্য রক্ষার্থ বসন পরিধান কর। তখন শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন—'ইহা যে মহামহাবদান্যরূপ তোমার ঔদার্য্য-লীলা, এই লীলার মহামাধুর্য্য উদার হইয়া বিতরণ করিতে যে আমার বাধা-উন্মোচনী লীলা, এই লীলার জন্য আনিয়াছ সে সেবায় যদি আমার অধিকার চ্যুত কর, তবে আমার সেবা ব্যতীত—

সেবা বিগ্রহ যে আমি কি প্রকারে থাকিব ? অতএব আমাকে প্রকারান্তরে চলিয়া যাইতেই বলিছে ? প্রভুবলে,—“নিত্যানন্দ ইহা কেনে করি ? নিতাই বলেন,—“আর খাইতে না পারি ॥ অর্থাৎ—প্রভু বলিলেন, তোমাকে কি ছাড়িতে পারি ? শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন—যদি ছাড়িতে না পার তবে তুমি আমাকে যে অপূর্ব্ব-অনন্ত-লীলামৃত পান করাইতেছ তাহা অমার জীবগণকে পান না করাইয়া আমি একাকী আস্বাদন করিতে পারিতেছি না। প্রভুবলে,—এক কহি, কহ কেনে আর ? নিতাই বলেন,—“আমি গেনু দশবার” ॥ প্রভু বলিলেন —নর-ভৌমলীলার মাধুর্য্য রক্ষার্থে কিছু কৌশল বিস্তার কর ; তাহা করিতেছ না কেন ? নিত্যানন্দ বলেন—দশাবতাররূপে জীবকে কৃপা করিতে দশবার অবতার গ্রহণ করিয়াছি কিন্তু এই অনর্পিত বস্তু প্রদান কর নাই। এবার আর কৌশলাদি বিস্তার করিব না। ক্রুদ্ধ হঞা বলে প্রভু—‘মোর দোষে নাঞি। নিত্যানন্দ বলে,—‘প্রভু, এথা নাহি আই ॥” অর্থাৎ—প্রভু কিছু ক্রোধাবেশরূপ প্রীতিবাক্যে বলিলেন—বেশ তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। তখন নিত্যানন্দ বলিলেন, তাহা হইবে না। কারণ যিনি প্রেমবলে তোমাকে গর্ভে ধারণ ও প্রকাশ করিয়াছেন সেই মহাশক্তিশালিনী শচী মাতার কৃপাব্যতীত শচীনন্দনের প্রেম প্রকাশ করিতে কাহারও সাধ্য নাই। তখন প্রভু বলিলেন তবে কৃপা করিয়া ভৌম-নরলীলার মাধুর্য্য রক্ষনার্থ বসন পরিধান কর, তোমার অন্তরের কথা আমি অবগত হইয়াছি। তখন নিত্যানন্দ বলিলেন, বেশ—

এখন তোমার অন্য প্রেমসুধা পান করাও তাহার জন্য আমার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যাবিষ্ট নিত্যানন্দ গৌরপ্রেমে মত্ত হইয়া আনন্দে শচীর অঙ্গনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাহ্য স্মৃতি না থাকায় মহাপ্রভু নিজহস্তে বসন পরাইলেন। শ্রীশচীমাতা শ্রীনিত্যানন্দকে অভিন্ন বিশ্বরূপরূপে দর্শন করিয়া বাৎসল্যরসে মগ্ন হইয়া তাঁহার সেবা করিতেছিলেন। তিনি গৌর-নিত্যানন্দকে সমভাবে স্নেহ করেন। তখন শচীমাতা নিত্যানন্দকে পাঁচটী সন্দেশ খাইতে দিলেন। নিত্যানন্দ একটী (নিজ স্বরূপটী) গ্রহণ করিয়া আর চারিটী ছড়াইয়া ফেলিলেন। শচীমাতা বলিলেন—ছড়াইয়া ফেলিলে কেন? নিত্যানন্দ বলিলেন—এই গৌরাবতারের বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য পঞ্চতত্ত্বকে তুমি 'একতত্ত্ব হইলেও' তোমার অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে পঞ্চপ্রকারে প্রকাশিত করিয়াছ। সেই বৈশিষ্ট্য কি তোমার স্মরণ নাই? তাহা আবার এক্ষণে একত্রিত করিলে কেন? তাহার বিভাগ করিয়া লীলা পোষণ কর। তখন শচীমাতা বলিলেন তুমি যখন ছড়াইলে, তখন তুমিই তাহা কিপ্রকারে সম্ভব—তাহা জান। তখন নিত্যানন্দ বলিলেন ইহা কেবল তোমারই সাধ্য, তুমি ইচ্ছা করিলে নিজ গৃহ মধ্যেই আমা ব্যতীত আর চারিতত্ত্বকে দেখিতে পাইবে। শচীমাতা গৃহে যাইয়া তাহাই দেখিলেন। আবার শ্রীনিত্যানন্দও অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে আবার সেই চারিটী তত্ত্বকে একত্রিত করিলেন। অর্থাৎ একই বস্তু পঞ্চভাবে প্রকাশিত করিবার অচিন্ত্যশক্তি উভয়েরই আছে তবে তন্মধ্যে কিছু বৈচিত্র্যও প্রকাশিত আছে।

শ্রীশচীমাতা নিত্যানন্দের অচিন্ত্যশক্তির প্রকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। নিত্যানন্দ তখন বাৎসল্যভাবে নিজ অবতার-লীলার সঙ্গোপনার্থে শচীমাতার চরণ ধূলি লইতে চেষ্টা করেন। শচীমাতাও নিজ ভাব গোপন করিয়া পলায়ন করেন। এমন অদ্ভুত মহাবদান্য ও অচিন্ত্যশক্তিশালী শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় না করিয়া যাহারা নিন্দা করেন, গঙ্গাও তাঁহার পতিতপাবনী শক্তি সেই অপরাধীর নিকট সংগোপন করেন। তাহার কোন প্রকারে মঙ্গল নাই। নিত্যানন্দপ্রভু কৃষ্ণানন্দে বিভোর হইয়া বালকের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। গঙ্গায় নির্ভয়ে সন্তরণ করিতেন। কখনও আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া তিন চারিদিন অচেতনপ্রায় অবস্থান করিতেন। শ্রীঅনন্তদেব কারণ-বারিতে নিত্যকাল শয়ন করিয়া থাকেন। শ্রীনিত্যানন্দ সেইভাবে গঙ্গায় সন্তরণ সুখে জলে ভাসিয়া থাকিবার লীলা প্রকাশ করিতেছিলেন। বিষয়মত্ত জনগণ 'সভ্যতা' নামক কপটতা আশ্রয়পূর্ব্বক নানা বসনভূষণে মণ্ডিত হইয়া সরলতার অভাব-পোষণকে 'ভদ্রতা' বলেন। অন্তরে ব্যাভিচার-পোষণ কল্পে যে বসনাচ্ছাদন, তাহা করিতে নিরস্ত হইবার আদশে কৌপীন-গ্রহণ আশ্রমধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপক। মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দের আদর্শে বিষয়-মুক্ত-জনের চিহ্নস্বরূপ কৌপীনের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রসাদরূপে তাঁহার কৌপীনখণ্ডকে বহু খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ভক্তগণের শিরে ধারণ করিতে উপদেশ করিলেন। যোগেশ্বর হর-নারদাদি ঐ কৌপীন শিরে ধারণ করিয়া ব্যতিরেক শক্তিপ্রকাশে বিষয়ভোগ হইতে বিরত হইতে পারেন। অতএব জড়ভোগ হইতে নিরস্ত করিতে মহাশক্তিশালী

শ্রীনিত্যানন্দের কৌপীনের কৃপাই **সক্ষম**। এবং **অন্বয়-কৃপায়**—কৃষ্ণপ্রেম লাভ পর্য্যন্ত করিতে পারা যায়। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবকগণের সর্ব্বপ্রধান। কেবলমাত্র তাঁহার অনুগ্রহেই বিষ্ণুভক্তি লভ্য হয়। তিনি সন্ধিনী-শক্ত্যধিষ্ঠিত বিষ্ণু-বিগ্রহ। স্বয়ং বিষ্ণু হইয়াও পরতম বিষ্ণু-তত্ত্বের সেবক। তাঁহার অনুগ্রহেই জীবের হরিভজন-প্রবৃত্তির উন্মেষ-লাভ ঘটে। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীবার্ষভানবীর অনুজারূপে মধুর-রতির পোষণ করেন। জগদ্‌গুরুবাদে শ্রীচৈতন্য-প্রকাশ-স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দই গুরু-তত্ত্বের আকর। মহান্ত-জগদ্‌গুরুবাদে শ্রীমহান্ত-গুরুদেব শ্রীচৈতন্য-প্রকাশ-স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দের অবতার বলিয়াই মর্য্যাদা-পথে কথিত হন। শ্রীমহান্ত-গুরুদেব কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতত্ত্ব বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দের সহিত অভিন্ন শ্রীচৈতন্য-প্রকাশ এবং তিনি নিত্যানন্দস্বরূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অভক্ত বিষ্ণুসেবা-বিরোধী স্মার্ত্তমণ্ডলী শৌক্র-পদ্ধতিতে নিত্যানন্দ বংশ পরিচয় ভগবৎকৃপার আরোপ করেন, তাহা ভক্তি-বিচারের পরিপন্থী। আম্নায়-পারম্পর্য্যে নিত্যানন্দ-বংশ। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয়প্রকাশ বলদেব-প্রভুই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশ নিত্যানন্দ, সুতরাং দ্বিতীয়। কৃষ্ণ—অদ্বিতীয়, নিত্যানন্দ—দ্বিতীয়। নিত্যানন্দ ব্যতীত অদ্বিতীয় কৃষ্ণের তত্ত্ব-বিচারে অন্য বস্তু নাই। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গী, সখা, শয়ন-ভ্রমণাধার, অলঙ্কার, আত্মীয় ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা। নিত্যানন্দ-চরিত্র বেদপাঠী তত্ত্ববিদ্‌গণেরও দুর্গম বস্তু। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু। ব্যাষ্টি বিষ্ণু, সমষ্টি বিষ্ণু ও কারণ বিষ্ণু,

অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন ও সঙ্কর্ষণরূপে মহাবৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠ ও জগতের কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত। সন্ধিনীশক্ত্যধিষ্ঠিত বিষ্ণু-বিগ্রহ হইতেই কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, এবং তাঁহা হইতে নৈমিত্তিক অবতারাবলী ও তটস্থশক্তি-পরিণামে পরিচিত জীবতত্ত্বের উদয় বলিয়া তিনি সর্ব্ব-জীব-জনক। তিনি সকল জীবের পালক বলিয়া 'রক্ষক' ও সকলেরই একমাত্র আশ্রয় বলিয়া 'বন্ধু'। তিনি—ঈশ্বর। জীবগণ—তাঁহার ভেদাংশ, তটস্থ-শক্তি-পরিণত সেবক। কৃষ্ণের রস-সেবা-সমাধানে নিত্যানন্দের যাবতীয় উদ্যম থাকায় কৃষ্ণপ্রেমভক্তিপিপাসু জনগণ ইঁহার সেবা করিলেই তাঁহাদের সেবা-বৃত্তির সর্ব্বতোভাবে উন্মেষ হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশে ভক্তগণ শ্রীমন্নিত্যানন্দের লজ্জাবসনের চিরগুলি মস্তকে বাঁধিলেন ও প্রভুর আজ্ঞায় পরম যত্নে নিজ-গৃহে লইয়া গিয়া প্রত্যহ পূজা সহকারে সমাদর করিতে লাগিলেন।

ভগবানের বা ভক্তের নাভির নিম্ন প্রদেশের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংশ্লিষ্ট বস্তুগুলিকে নিজ অধমাঙ্গের সহ সমান বুদ্ধি করা ভক্তিশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। পূজ্যগণের পদধূলি, অধোবাস প্রভৃতি ভক্তি-পিপাসু জনগণের ভজনবল। তাহাতে সমজ্ঞান বা ঘৃণা আরোপিত হইলে ভক্তি পথের প্রথম সোপান 'শ্রদ্ধা'র ব্যাঘাত হয়। "ভক্ত-পদধূলি আর ভক্তপদ-জল। ভক্ত-ভুক্তশেষ,—এই তিন সাধনের বল॥" (চৈঃ চঃ অঃ ১৬।৬০)। "ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা"—এই বিচারে অবস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত বিষ্ণুভক্তি-লাভের কোন সম্ভাবনা

নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞানুসারে শ্রীমন্নিত্যানন্দের পদ-জল গ্রহণ করিয়া ভক্তগণ অধিকারানুযায়ী ফল উপলব্ধি করিলেন। কেহ বা অতিসুস্বাদু-মিষ্টতাগুণ উপলব্ধি করিলেন। কেহ বা আত্মস্বরূপ বোধে পারঙ্গত হইয়া স্বীয় নিত্য ভাগবদ্দাস্য বুঝিতে পারিলেন। কেহ কেহ বা বলিলেন,—সকল অমঙ্গল কাটিয়া গিয়া অদ্যই স্বরূপ উপলব্ধির সুপ্রভাত উদিত হইল। শেষে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপাবল সঞ্চারিত হইয়া সেই বলে সকলেরই মত্ততা উপস্থিত হইয়া নিরন্তর মুখে শ্রীহরিনাম প্রভুর উদয় হইল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীগৌরসুন্দর—অভিন্ন-কলেবর। শ্রীনিত্যানন্দের চরণ সেবা দ্বারাই শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা ফল লাভ ঘটে। তাঁহার গন্ধসংস্পর্শও কৃষ্ণভক্তির দৃঢ়তা সম্পাদনে শক্তিপ্রদান করে, যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কোন মতেই পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

জগাই-মাধাই উদ্ধার :—শ্রীমন্মহাপ্রভু 'শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও ঠাকুর হরিদাসকে সর্ব্বত্র কৃষ্ণভক্তি, শ্রীহরিনাম ও কৃষ্ণশিক্ষা প্রচার করিতে আদেশ করিলেন ’ তাঁহারা দুইজন মহাপ্রভুর আদেশে নবদ্বীপের প্রতি দ্বারে দ্বারে যাইয়া মহাপ্রভুর আদেশ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণোন্মুখ ও সেবাপর আরূঢ় সুজনগণ তাঁহাদের মঙ্গলময়ী আদেশ বড়ই আনন্দে গ্রহণ করিলেন। যাহারা অপরাধী বিশেষতঃ শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তন শুনিতে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে নাই তাহারা উঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইল। একদা জগাই-মাধাইরের দুর্গতি দর্শনে পরম-

দয়াল পতিতপাবন প্রভুদ্বয়ের হৃদয় কাঁদিল। তাঁহারা দেখিলেন জগাই-মাধাই মহাপাপাচরণ করিলেও অপরাধী নহে। এই অবলম্বনে প্রভুদ্বয় তাহাদিগকে মহাপ্রভুর আদেশ জানাইলেন। তাহাতে তাহারা উভয়কে মারিতে উদ্যত হইলে উভয়ে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উভয়ের উদ্ধারের জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহাদের কৃপায় মহাপ্রভুরও কৃপা হইল। অন্তরে উভয়কে আকর্ষণ করিয়া নিজ সন্নিকটে আনিলেন এবং সংকীর্ত্তন শ্রবণ করাইয়া চিত্তশুদ্ধি করিতে লাগিলেন। যখন শ্রীনামের প্রভাবে তাহাদিগের অন্তর শুদ্ধি হইল তখন একদা প্রভুদ্বয় পুনঃ কৃপা করিতে উদ্যত হইলেন। ·মাধাই মদের-মত্ততায় শ্রীমন্নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে আঘাত করিল। তখন মহাপ্রভু আসিয়া চক্রের দ্বারা তাহাদিগকে সুদর্শন প্রদান করিয়া কৃপা করিয়া আত্মসাথ করিলেন। জগাইকে কৃপা করিলেন এবং নিত্যানন্দকে রক্ষা করিয়াছেন শুনিয়া মহাবদান্য করুণার সমুদ্র মহাপ্রভু তাঁহাকে প্রেমভক্তি প্রদান করিলেন। এবং মাধাইয়ের প্রতি ক্রোধ-ভাব প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় তাঁহারও সুমতি হইল এবং মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে শরণ গ্রহণ করিলেন। তখন মহাপ্রভু তাঁহাকেও প্রেমভক্তি প্রদান করিলেন। উভয়ের জিহ্বায় শুদ্ধাসরস্বতী আবির্ভূতা হইয়া শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের তত্ত্ব প্রকাশ করাইয়া স্তব করাইলেন। সেইদিন হইতে তাহাদিগকে নিজ-গণে গ্রহণ করিলেন। তীব্র অনুশোচনায় তাঁহাদের হৃদয় নির্ম্মল হইল। তখন উভয়ে মহাভাগবত হইলেন। শ্রীযমরাজাদি দেবগণ

এই কৃপা বৈদিকবিধিরও তাঁহার উপর অর্পিত আইনেরও বহুদূরে অগম্য ও গূঢ় জানিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এই লীলাটী প্রভুর ভৌম-লীলার একটী মহাবৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতেছে। বৈকুণ্ঠলীলায় যাহা ভাবপোষকরূপে অবাস্তব সত্তায় বিরাজিত এই ভৌমলীলায় তাহা মূর্ত্তিমান হইয়া স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ভৌমলীলার মহা বৈশিষ্ট্যও বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছে। বৈষ্ণব হইলে তাঁহার পূর্ব্বদোষ দর্শন করিতে নাই —এই সিদ্ধান্তটী দৃঢ়রূপে প্রচার করিয়া প্রভু এই লীলার আর একটী মহা উপদেশ ও শিক্ষা প্রকট করিলেন। জগাই মাধাই উদ্ধার মহাপ্রভুর মহাবদান্য লীলার একটী অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য।

শ্রীবাস-শ্বাশুড়ীর কীর্ত্তনে অনধিকারঃ—মহাপ্রভু প্রত্যেক রজনীতে ভক্তগণ-সহ শ্রীবাস-গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সংকীর্ত্তন করিতেন। একদিন ক্ষীণপুণ্যা শ্রীবাস-শ্বাশুড়ী প্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস-দর্শনাশায় কীর্ত্তন-গৃহের এককোণে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান করিলে সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া সেদিনকার নৃত্যে আনন্দ পাইতেছেন না বলিয়া পুনঃ পুনঃ জানাইতে লাগিলেন। তাহাতে ভক্তগণ-সহ শ্রীবাস অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়া, গৃহমধ্যে আপন শ্বাশুড়ীকে লুক্কায়িত দেখিতে পাইয়া মহাপ্রভুর উদ্বেগ হইতেছে জানিয়া ক্রোধে অধীরভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় পূজ্যা হইলেও অপরের দ্বারা কেশাকর্ষন-পূর্ব্বক অন্যের অগোচরে বাহির করিয়া দিলেন। বহিরঙ্গ-সঙ্গে ভাবোল্লাসের সম্ভাবনা নাই। জাগতিক জড়ীয় সম্বন্ধে পূজ্য-ব্যক্তিও বহিরঙ্গ হইলে প্রতিকূল-

বর্জ্জন ভাবের সাধনে গৌর ও গৌরভক্তগণের প্রাতিকূল্যের বর্জ্জনের দৃঢ়তা প্রদর্শনই এই লীলার উদ্দেশ্য। স্মার্ত্ত-বিচারে জড় সম্পর্কের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। মহাপ্রভু ও তদ্ভক্তগণ সেই স্মার্ত্ত-বিচার গর্হন করিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব প্রকাশঃ- আদর্শ ভক্ত চরিত্র প্রদর্শন করিতে গিয়া মহাপ্রভুর বৈষ্ণবের পদধূলি গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্যে বৈষ্ণবগণের বিশেষ দুঃখ হইত। মহাপ্রভু তাঁহাদের দুঃখ-অপনোদন জন্য তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতেন। অদ্বৈত প্রভুকে গুরুবুদ্ধি করায় তিনি দুঃখ বোধ করিতেন। মহাপ্রভু অদ্বৈতকে সম্মান করিতেন; সুতরাং অদ্বৈত-প্রভু প্রকাশ্য ভাবে শ্রীমন্মহাভুর চরণ-স্পর্শের সুযোগ না পাইয়া প্রভুর ভাবাবেশে মূর্চ্ছাকালে তাঁহার পাদপদ্মে পড়িয়া বহু আর্ত্তিসহকারে নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। অদ্বৈত-প্রভুর প্রীতির সহিত গৌরচরণ-সেবা দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে জগতের সকল-ভক্ত অপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠতা ও সর্ব্বপ্রধান অলৌকিক-মহিমা প্রখ্যাপনের জন্য তাঁহাকে দ্বিতীয়-রহিত 'অদ্বৈত' বলিতেন। একদিন মহাপ্রভু নৃত্য করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইলে অদ্বৈত-আচার্য্য সেই সুযোগে মহাপ্রভুর পদরেণু সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলেন। অন্তর্য্যামী প্রভু জানিতে পারিয়া ভক্তগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য তখন করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মহাপ্রভু ক্রোধব্যাজে অদ্বৈত মহিমা খ্যাপন করিয়া বলপূর্ব্বক অদ্বৈত-পদধূলি গ্রহণ ও তদীয় চরণ বক্ষে ধারণ করিলেন। মহাপ্রভুর ভক্তরূপে

অবতীর্ণ নিজকে বৈষ্ণব এবং নন্দনন্দনের সহিত অভেদত্ব-হেতু 'মথুরা নিবাসী' বলিয়া অভিমান। আর অদ্বৈত-প্রভু মহাবিষ্ণু হওয়ায় রুদ্ররূপে জগৎসংহার করেন। মহাপ্রভু-ক্রোধ-ব্যাজে ইহা খ্যাপন করিলেন। আচার্য্য বলিলেন—"গৃহস্থের বাড়ীতে চোরে চুরি করে, কিন্তু তুমি ত' সে প্রকার গৃহস্থ নও ; সকল দ্রব্য তোমারই ; তুমিই সকল-দ্রব্যের সংহার কর্ত্তা এবং তুমিই সকলের আনন্দের বিধাতা। নারদাদি মুনিগণ তোমার চরণ দর্শনে গমন করিলে তুমি তাঁহাদের পদধূলি লইয়া থাক। তোমার আজ্ঞা কেহ লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহে। এরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ তুমি আমাকে সেবাধিকার না দিয়া আমাকে সেবা করিবার যে ছলনা করিয়াছ, ইহা তোমার বৈভব-মহিমা নহে। তুমি ইহাতে আনন্দ পাইতে পার, কিন্তু এতদ্দ্বারা আমার সর্ব্বনাশ হয়।" মহাপ্রভু বলিলেন—"তুমি আমাকে তোমার সম্পত্তি বলিয়া জানিবে। তুমি বিক্রয় কর্ত্তা হইয়া আমাকে যেখানে বিক্রয় করিবে, আমি সেই স্থানেই বিক্রেয় পণ্যদ্রব্যের ন্যায় বিক্রীত হইব। তুমি সেব্য-ভাণ্ডারের একমাত্র অধিকারী। সর্ব্বতোভাবে তোমার সেবাবৃত্তি অনুসরণ করিলে জীবের কৃষ্ণপ্রেম-রসামৃতে অবগাহন সম্ভবপর হয়। তুমি কাহাকেও সেবায় বঞ্চিত করিলে তাহার কোন-দিনই সেবাধিকার হয় না। ইহা পরম সত্য।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মাত্র মহাবিষ্ণুর অবতার নহেন। তাঁহাতে নন্দীশ্বর সদাশিবের আবির্ভাব। তাই তাঁহার এত বড় মাহাত্ম্য। মহাপ্রভু অতি কৌশলে শ্রীনন্দনন্দনের সেবা-

ধিকারী অদ্বৈতের-তত্ত্ব এখানে অতি সংগোপনে প্রকাশ করিলেন। তিনি কেবলমাত্র মহাবিষ্ণুর অবতার হইলে, ইহা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। বিশেষতঃ শ্রীগৌর-সুন্দরের ভৌমলীলায় তাঁহার সেই অনর্পিত প্রেমধনের ভাণ্ডারী ও দাতারূপে অধিকার প্রদান শ্রীগৌরসুন্দরের ভৌমলীলার একটী মহাবৈশিষ্ট্য।

শুক্লাম্বরকে কৃপাঃ—একদা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ভিক্ষা-ঝুলি স্কন্ধে করিয়া শ্রীবাস অঙ্গনে মহাপ্রভুর সম্মুখে প্রেমাবেশে নৃত্য করিলে মহাপ্রভু তাঁহার ঝুলি হইতে মুষ্টি মুষ্টি খুদকণাদি সংযুক্ত চাউল খাইতে লাগিলেন। এবং নিজ প্রাণসদৃশ প্রেমভক্তি দান করিলেন। শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সাহাধ্যায়ী দরিদ্র সুদামা বিপ্র ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের শুক্লাম্বরের নিকট হইতে আতপ ও উষ্ণের বিচার-রহিত হইয়া সমগ্র নৈবেদ্য-দানবিধি অতিক্রম করিয়া অনুরাগবশে যে গ্রহণ-লীলা, উহাই সকল পাঞ্চরাত্রিক বৈধ-ভক্তির অর্চ্চন-পথের একমাত্র পরম ফল। বৈদিক যাবতীয় বিধিনিষেধ, সকলই ভক্তির অনুকূলচেষ্টা মাত্র, সুতরাং প্রতিকূল চেষ্টা হইতে সহস্র যোজন দূরে অনুরাগ-পথের ভক্ত অবস্থান করায় তাঁহারা কোন দিনই বিধিপথের উল্লঙ্ঘন করেন না ; কিন্তু বিধি-ভক্তির সাধ্য ব্যাপারে নিরন্তর অবস্থান করিয়া অনুরাগ-পথে কৃষ্ণসেবারত থাকেন। মূঢ় আধ্যক্ষিকগণ অনুরাগ-পথের সেবা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া কৃষ্ণসেবাবৈমুখ্য লাভ করে। তজ্জন্য 'অপি চেৎ সুদুরাচারো' শ্লোকের আবাহন।

তাই বলিয়া পাপজীবন বা উচ্ছৃঙ্খলতাময় অপস্বার্থপরতা কখনই সহজ-ভক্তিসাধ্য ব্যাপার বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, ইহা বিষয়াসক্ত প্রাকৃত সহজিয়া বুঝিতে না পারিয়া শুদ্ধভক্ত ও ভক্তির প্রতি বিদ্রোহ করিয়া নরক-পথের যাত্রী হয়। শ্রীবেদব্যাস স্মৃতি-পুরাণাদির মধ্যে যে-সকল বিধি-ভক্তির কথা লিপিবদ্ধ করিয়া বিধি-নিষেধ স্থাপন করিয়াছেন, তাহার সুষ্ঠু-ব্যাখ্যাই শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার নিরুপম দাসগণের চরিত্রে অভিব্যক্ত আছে। শ্রীগৌরসুন্দর যে পরমোচ্চ রাগানুগ-বিচারধারা বিধিভক্তির চরম-ফলরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অর্চ্চন-পথের সকল ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়াও অনুরাগপথের মহিমাও মাধুরিমা অবস্থিত। বিষয়মদান্ধগণ বহুপুত্র ও প্রচুর ধন লাভ করিয়া, মর্য্যাদাসম্পন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া 'বৈষ্ণবই যে একমাত্র গুরু' তাহা বুঝিতে পারেন না। আচার্য্য-বংশে যে কৃত্রিম অর্চ্চন ও দীক্ষা প্রদান প্রভৃতি বংশোচিত ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত আছে, উহা মদান্ধতা মাত্র। তজ্জন্যই জাতিগোস্বামিবাদের বিচার-সমূহ বৈষ্ণব নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হয়। পণ্ডিতকুল প্রচুর পরিমাণে স্বাধ্যায়নিরত হইয়া স্বাধ্যায়ফললব্ধ বৈষ্ণবকে অনভিজ্ঞ মূর্খ মনে করেন, অভাবগ্রস্ত দরিদ্র মাত্র জানেন এবং উপহাসের পাত্র মনে করেন, কিন্তু তাদৃশ দাম্ভিকের পূজা এবং পূজোপকরণ কৃষ্ণ কখনই স্বীকার করেন না। ঐকান্তিক বৈষ্ণবতা না হওয়া পর্য্যন্ত কৃষ্ণের তুষ্টি হইতে পারে না। কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, তদ্ব্যতীত অন্য কোন বিষয় নাই, এরূপ প্রতীতি বিষ্ণুভক্তের একমাত্র লোভনীয় বস্তু। এই

লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণ-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য-লীলাদিতে যাঁহাদের উৎসাহ, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাক্তন শত শত জন্মে বাসুদেবের অর্চ্চনপূর্ব্বক নিজমঙ্গল লাভ করিয়া ও নামাশ্রিত হইয়া অনুরাগ-পথে স্বীয় আদর্শ ভজন-প্রণালী প্রদর্শন করিবার সুযোগ লাভ করেন। বৈকুণ্ঠলীলায় দারিদ্র্য বলিয়া কোন ব্যাপার না থাকায় ভৌমলীলায় দারিদ্র্যরূপ প্রতিকূলের মধ্যেও অনুরাগ-পথে সেবার ফলে সঙ্কীর্ত্তনে প্রেমাস্বাদরূপ মহাফল, ইহা শ্রীগৌরহরির ভৌমলীলামৃতের একটী বৈশিষ্ট্য।

প্রভুর দৃশ্যকাব্যের নাট্যাভিনয়—মহাপ্রভু ব্রজলীলাভিনয়ার্থে নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ সঙ্গীগণকে নিজ নিজ স্বরূপের প্রকাশ করাইয়া সেইভাবে বিভাবিত হইয়া রসোৎপাদন করিয়া তাহা আস্বাদনার্থে দৃশ্যকাব্যে রস-ভাবনোদ্ভব করিলেন। তাহার দর্শক জিতেন্দ্রিয়গণ। বৈষ্ণবগণ দৈন্যভরে নিজদিগকে অজিতেন্দ্রিয় বলিয়া প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভুর কৃপা-কটাক্ষ-লাভেই ক্ষুদ্রজীবগণ মহাজিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন আর নিত্যসঙ্গীগণের পাদপদ্মতলে যে কত কোটী কোটী জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ সেবা করিতে ব্যাকুল, তাহা শ্রীগৌরসুন্দর কৃপাশক্তির-বৈভব বলিয়া জানাইলেন।

শ্রীবাস পণ্ডিত নারদ-কাচে অভিনয় করিলেন। তিনি মহাপ্রভু যে শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানাইলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর বৈকুণ্ঠ-কোটাল; তিনি বর্ষানেশ্বর। তাঁহার কৃপায় শ্রীরাধাদাস্য ও কৃষ্ণসেবাধিকার লাভ হয়, তাই তিনি সকল কৃষ্ণলীলা-

সেবনেচ্ছুগণের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ করিয়া চেতনের বৃত্তিকে জাগ্রত করিবার অধিকারী। মহাপ্রভু প্রথমে রুক্মিণীর ভাব প্রকাশ করিলেন। তিনি বিষয় বিগ্রহ হইলেও আশ্রয় জাতীয় ভাবের প্রকাশ ও আস্বাদনার্থে গৌরলীলার প্রকটনকারী। শ্রীগৌরসুন্দরের নবদ্বীপলীলা ঐশ্বর্য্য মিশ্র বলিয়া গৌর নারায়ণের লীলায় মধুর-রস পুষ্টি না থাকায় চন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবনে অভিন্ন ব্রজপত্তন প্রকট করিয়া তথায় মধুর রসের অপূর্ণ প্রারম্ভিক ভাব রুক্মিণীদেবীর ভাবে লীলাভিনয় করিলেন। ইহা প্রথম প্রহরে প্রথম কৌতুক বিশেষের প্রকটন। শ্রীরুক্মিণী দেবীতে মধুররস বিধিবাধ্যতায় অসম্পূর্ণ-প্রকাশ। তাঁহাতে দাস্য-সখ্য ও মধুর রস আছে। এবং বাৎসল্য রসও অসম্প্রকাশিত ভাবে বর্ত্তমান। তদপেক্ষা দ্বিতীয় প্রহরে রসোৎকর্ষের প্রকাশ। শ্রীগদাধর শ্রীরাধার ভাবস্বরূপা হইয়া ব্রজরসের প্রাদুর্ভাব করিলেন। তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রজরসের মধ্যে যে বাৎসল্যরসের পরিপূর্ণ সম্প্রকাশিত অবস্থা-রূপ ভাব প্রকাশ করিয়া-সর্ব্বপালনী শক্তি সমন্বিত ব্রজ-বাৎসল্য আদ্যাশক্তির লীলাভিনয় করিলেন। বাস্তব-রস-মাধুর্য্য-বৈশিষ্ট্য প্রকাশিনী আদ্যা-পালনীশক্তিগণের মূল আশ্রয়ের ভাবে নৃত্য করিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে বাৎসল্য রসের প্রকটন করিলেন। এবং সেই ব্রজ-আদ্যাশক্তির মধ্যে সর্ব্ব-পালনীশক্তি যে বর্ত্তমান ও ব্রজ-আদ্যাশক্তি সকল *শক্তির অংশিনী তাহা প্রকট করিলেন।* মহাপ্রভু তখন গোপীভাবে গোপীনাথকে লইয়া বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিয়া

নিজ পার্ষদগণের হৃদয়ে নিজ নিজ রসোপযোগী-ভাবের প্রকাশের জন্য স্তব করিতে আদেশ দিলেন। ভক্তগণ নিজ নিজ রসে ও ভাবের প্রকটনে যে-সকল স্তব করিলেন তাহা বাস্তব বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। তখন শ্রীবিশ্বম্ভর নিজ ভরণ-পোষণ-কারিনী-শক্তির প্রকট করিয়া বাৎসল্য রসের উদ্বেলনে সকলকে স্তন্য পান করাইলেন। আশ্রয়ভাব-অঙ্গীকারী প্রভু ভক্তগণকে আশ্রয় ভাবে লালন-পালন-রূপ আদ্যা শক্তি প্রকট করিরা ভক্তগণের বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও আশ্রয়জাতীয় ভাবাঙ্গীকারের লীলা বৈচিত্র্য প্রকটনকারী বলিয়া আশ্রয়-ভাবের মহাবদান্যতা প্রকাশে এই ভৌম-লীলার বৈশিষ্ট্য প্রকট করিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুও মহাপ্রভুর ভাবের ও রসের অনুকূলে সেবা করিয়া থাকেন। এখানে তাঁহারও ব্রজরসের ভাবের অনুযায়ী লীলা বিলাসের সহায়করূপে গৌর-সেবা। ইহা নিগূঢ় গৌরভক্তিরসার্ণবের একটী অপূর্ব্ব ও অত্যদ্ভূত চমৎকারী-লীলা রত্নের আবিষ্কার।

বামাচারী দারী সন্ন্যাসীকে কৃপা ঃ—শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে গৌরববুদ্ধি করিয়া থাকেন, তাহাতে আচার্য্য বিশেষ দুঃখিত হইয়া মনে মনে নিজ প্রতি প্রভুর ক্রোধ উৎপাদনার্থ শান্তিপুরে যাইয়া ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা-স্থাপনের অভিনয়ে যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু একদিন শ্রীনিত্যানন্দসহ অদ্বৈতাচার্য্য-ভবনে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে এক দারী সন্ন্যাসীর

গৃহে গমন করিলেন। মহাপ্রভু ভৌমলীলার বৈশিষ্ট্য স্থাপনার্থে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলে দারী সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে ঐহিক ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার তাদৃশ আশীর্ব্বাদের হেয়ত্ব ও নশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিলেন। নিজ নিজ অদৃষ্টবশে সকলেই সুখ-দুঃখ লাভ করে। লোকে বেদের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া ধর্ম্মার্থকামকে বেদ প্রতিপাদ্য বলিয়া মনে করে—ধন পুত্রাদি-লাভকেই গঙ্গাস্নান-হরিনাম-কীর্ত্তনাদির ফল বলিয়া মনে করে। কিন্তু পরোক্ষবাদী বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য ভক্তিই। তদ্ব্যতীত অপর কোন প্রার্থনা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে, ইহা বুঝাইয়া কৃপা করিবার জন্য তাহার গৃহে কিছু ফলাদি গ্রহণ করিলেন। দারী সন্ন্যাসী সন্ন্যাসের বিপরীত পথ বা বামাচারী ছিলেন। মদ্য-মাংস-মৎস্য-মুদ্রা-মৈথুনাদি পঞ্চতত্ত্ব (পঞ্চ মকার) ও রজস্বলা স্ত্রীর রজঃ দ্বারা কুলস্ত্রীর পূজা, মদ্যাদি দান ও সেবন—বামাচারীর কৃত্য। বামাস্বরূপা হইয়া পরমাশক্তির পূজা করেন। ললাটে সিন্দুর-চিহ্ন ধারণ ও হস্তে মদিরাসব লইয়া গুরু ও দেবতার ধ্যান সহকারে পান করেন। সুরাপাত্রহস্তে মন্ত্র পাঠ সহকারে পাঁচবার মদ্যপাত্রের বন্দনা করিয়া পাঁচপাত্র মদ্য পান করেন। যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়-সকল চঞ্চল না হয়, সে পর্য্যন্ত মদ্য পান করেন। অনন্তর শান্তি-স্তোত্রাদি পাঠ করেন। এই সকল বিধান আচারভেদতন্ত্রে, প্রাণতোষিণীতন্ত্র ও কুলার্ণবে (তামসিকতন্ত্রে) বিধান আছে। দার-রহিত জনগণই সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু-শব্দবাচ্য। সন্ন্যাসিগণের

সহিত প্রতিযোগিতা-মুখে দৌরাত্ম্য করিতে গিয়া সন্ন্যাস-বিরোধি সম্প্রদায় নারী-সংগ্রহ, পরনারী-গ্রহণ প্রভৃতি পাপ-কার্য্যকে ধর্ম্মশাসনানুমোদিত বলিয়া প্রচলিত করিবার ইচ্ছা করে। গৃহস্থ সন্ন্যাসী অর্থাৎ গৃহী বাউল বা ঘরপাগ্‌লা হইয়া জগতে 'ত্যাগী' বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহারা গৃহী বাউল হইয়া শাক্তের মতের সাহায্যে ত্যাগীর পোষাক রক্তবস্ত্র পরিধান করে। লৌকিক বিচার-মতে জাতি-গোস্বামী বা দারী সন্ন্যাসিগণ জগতের নিকট 'গোসাঁই'-খেতাব পাইবার জন্য ব্যস্ত হ'ন। সাধারণ নীতিপরায়ণ জড়ভোগ-প্রমত্ত জনগণ কেবলাদ্বৈতবৈদান্তিককে স্ত্রীসঙ্গী এবং মাতালদিগের অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রদান করেন; কিন্তু জীবগণের প্রতি পরম-কারুণিক সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ভগবান্ সাধারণের আপাত-দর্শন-জনিত বিচার অনুমোদন না করিয়া বৈষ্ণববিদ্বেষী বৈদান্তিকের বিচার সম্পূর্ণ ভক্তিবিরুদ্ধ জানিয়া খণ্ডন করেন। আর দুর্ব্বল স্ত্রীসঙ্গী ও মদ্যপকে তারতম্য বিচারে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। সংসারে পরদারহারী মদ্যপানরত জনগণ 'পুণ্যবিগ্রহ' বলিয়া স্বীকৃত হন না। পাপীর গৃহে গমন করিয়া কেহই তাহাদের সঙ্গের অবকাশ দেন না। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ সঙ্গের তারতম্য-প্রদর্শনকল্পে মায়াবাদীর সঙ্গ মদ্যপায়ীর সঙ্গ অপেক্ষাও হেয় ও বর্জ্জনীয়, ইহা বুঝাইবার জন্য দারী সন্ন্যাসীকেও কৃপা করিলেন, কিন্তু কাশীবাসী মায়াবাদী বৈদান্তিকগণের সঙ্গ অধিকতর পরিবর্জ্জনীয় জানাইলেন। স্ত্রৈণ-মদ্যপ—কেবলমাত্র পাপী, পরন্তু মায়াবাদী ভগবান্ ও

ভক্তবিদ্বেষী, সুতরাং নিত্যকাল অপরাধী। পাপের ক্ষয়োন্মুখতা আছে। অপরাধ-বশে আত্মসংহার প্রভৃতি সার্ব্ব-কালিক পাপ ঔপাধিক বিচারকে পরিত্যাগ করে না। অপরাধ-বশে জীবের নিত্য সৌভাগ্য ও চরম কল্যাণ নিত্য-কালের জন্য নষ্ট হয়। পুণ্যাদির সমাগমে পাপ বিনষ্ট হয়। কিন্তু অপরাধে পাপাপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে অধিকতর অমঙ্গল লাভ ঘটে। মায়াবাদ-নিরাসকারী বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ জনগণই শুদ্ধ বৈদান্তিক। বিদ্ধবৈদান্তিকগণ মায়াবাদী, সুতরাং ভগবানের মায়াকে বাস্তব সত্যের সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করায় তাদৃশ দোষদুষ্ট জনগণ নিত্য ভগবান্ ও ভক্তগণের চরণে অপরাধী হইয়া পড়েন। নিখিল সদ্‌গুণসমূহ মায়াবাদীকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার আত্মধর্ম্ম বিষ্ণুভক্তি লোপ করায়। শ্রীচৈতন্য-দেব মায়াবাদী বৈদান্তিকগণের সহিত অসহযোগ নীতি অবলম্বন করিয়া তাহাদের দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠলীলায় উভয়ের স্থান বা গতির অধিকার না থাকায় ভৌমলীলায় ইহার বৈশিষ্ট্য রচনা করিয়াছে।

শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের ছলে কৃপা লাভঃ—বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়। কেহ যেন শ্রীগৌর-সুন্দরের অদ্বৈতাচার্য্যকে সম্মান করার জন্য তাঁহাকে অদ্বৈতা-চার্য্যের অপেক্ষা তত্ত্বতঃ হীন মনে না করিতে পারেন এবং ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার না করেন,তজ্জন্য আচার্য্যের জ্ঞানের প্রাধান্য ব্যাখ্যান ও শ্রীগৌরসুন্দরের শাসন দণ্ড গ্রহণ-লীলা। এ লীলাও ভৌমলীলার একটী বৈশিষ্ট্য।

মুরারি গুপ্তকে কৃপা—মুরারিগুপ্ত প্রথমে মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া পরে নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিলে মহাপ্রভু ইহা ক্রম-বিপর্য্যয় হইয়াছে জানাইলেন। অগ্রে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সেবা ও কৃপা ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার অধিকার হয় না। অতএব গুরুতত্ত্বের মূলপুরুষ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে প্রথমে প্রণামাদি করিয়া তদনুগত্যে শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাই প্রকৃষ্ট পন্থা ও বিধি। ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন প্রণালীর বৈশিষ্ট্য। মুরারি গুপ্তকে প্রিয়জ্ঞানে তাঁহাকে নিজ চর্ব্বিত তাম্বুল প্রসাদ প্রদান করিয়া তাহা গ্রহণান্তর হস্ত ধৌত করিতে বলায় মুরারি গুপ্ত সেই হস্ত মস্তকে স্থাপন করিলেন। ভক্তপ্রবর ইহা দ্বারা স্মার্ত্তবিচারের নিরর্থকতা জ্ঞাপন করিলেন। তখন মহাপ্রভু স্মার্ত্তবাদ যে নির্ব্বিশেষবাদ হইতে জাত হইয়াছে, তাহার দোষ দর্শনার্থ কাশীবাসী মায়াবাদীর বিচার খণ্ডনার্থে বলিতে লাগিলেন—"মায়াবাদীগণ বেদান্ত আশ্রয় করিয়া বেদান্তের কুব্যাখ্যা করে। তাহারা বলে "জগৎ মিথ্যা, বৈকুণ্ঠে বৈচিত্র্য নাই, যাহা কিছু জাগতিক বিচিত্রতা, তাহা সকলই মিথ্যামাত্র। জীবের নিত্যস্বরূপ নাই, ভ্রান্তিবশে ব্রহ্মই আপনাকে জীবরূপে কল্পনা করেন। অজ্ঞান তিরোহিত হইলে নির্বিশেষ ব্রহ্মেরই অবস্থিতি থাকে। শ্রীভগবানের চিন্ময় রূপ নাই, তাহার হেতু প্রদর্শনকল্পে রূপমাত্রেই অচিজ্জগতে অবস্থিত হওয়ায় ভ্রান্তিমাত্র। রূপরহিত অবস্থাই নির্ব্বিশেষব্রহ্মের নিত্য-স্থিতি। ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা প্রাপঞ্চিক বিচারোত্থ (Anthropomorphism)

বিবর্ত্তাশ্রিত বিচারেরেই অন্তর্গত। ভগবদ্বিগ্রহ বলিয়া কোন সেব্য পুরুষোত্তম নাই। সেব্য-সেবনধর্ম্ম পার্থিব বিচারে প্রতিষ্ঠিত মাত্র। সবিশেষ সচ্চিদানন্দ ভগবান্ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্—বিবর্ত্তোত্থে বিচার-মাত্র। উপাসনা—অনিত্য। পুরুষোত্তমবাদের নির্ব্বৈশিষ্ট্য বিচারই অজ্ঞান-রাহিত্য।”—প্রভৃতি কেবলাদ্বৈতবাদিগণের বিচার। কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণ পরমার্থ-বঞ্চিত হইয়া ভগবানের চিন্ময় অঙ্গের অস্তিত্ব খণ্ড খণ্ড করিয়া নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। ইহজগতে হিংসা-প্রবৃত্তির প্রাবল্য-হেতু নিত্য-সবিশেষবাদকে আক্রমণ করা নির্ব্বিশেষবাদের প্রধান প্রচেষ্টা। (শ্রীগৌরসুন্দর এই-সকল বিচার প্রবলভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বৈদান্তিকগণ শব্দের বিদ্বদ্-রূঢ়িবৃত্তি অবজ্ঞা করিয়া অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আধ্যাক্ষিক বিচার-প্রণালীতে অভ্যুন্নত হইয়া ভোগ্যজগতের কুযুক্তি-সমূহে আবদ্ধ হন, ফলে নিজ গুরুত্ব ও প্রভুত্ব সংরক্ষণ-মানসে বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত হইতে মতবৈষম্য প্রচার করেন। শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও শুদ্ধদ্বৈত বিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবলাদ্বৈতকে বেদান্তের তাৎপর্য্য বলিয়া প্রমাণ করিতে গিয়া যে অপরাধ সঞ্চয় করেন, সেই অপরাধের নামান্তর—ভগবদ্বিদ্বেষ—ভগবদ্‌বিগ্রহের বিঘাতন—ভগবদঙ্গে খড়্গাঘাত। চিন্ময় অঙ্গীর চিন্ময় অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করিবার প্রয়াস—নিতান্ত অপরাধমূলক ও অকিঞ্চিৎকর। এইজন্য কাশীবাসী প্রকাশানন্দের নশ্বর শরীরে কুষ্ঠরোগের উৎপত্তি। ভগবদঙ্গের

প্রতি আক্রমণ করিলে আধ্যক্ষিক জ্ঞানীর স্থূল ও সূক্ষ্ম অঙ্গে কুষ্ঠরোগ দেখা দেয়। ভগবানের অন্তরঙ্গাশক্তি নিত্যকাল পূর্ণ চিণ্ময়তা সংরক্ষণপূর্ব্বক নিত্যানন্দে বিচরণ করেন। জড়-বিচিত্রতা-লোপকারী বুদ্ধি লইয়া চিদ্‌বৈচিত্র্য আক্রমণ—রাবণের মায়াসীতা হরণের ন্যায় মিথ্যা চেষ্টা মাত্র। মায়াবাদী সর্ব্বতোভাবে অপরাধী ও অভক্ত। তাহার ভক্তি-পথে বিচরণ কপটতা, অপরাধ মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। ভগবান্ পুরুষোত্তম বস্তু, জীব তাঁহার আশ্রিত দাস মাত্র। শ্রীভগবান্ তাঁহার অন্তর ও বাহ্য অঙ্গসমূহের অঙ্গী। বাহ্য অঙ্গগুলিকে যাহারা অন্তর-অঙ্গের সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করে, তাহারাই মায়ায় আবদ্ধ হইয়া অন্তর-অঙ্গ 'বৈকুণ্ঠ' বুঝিতে পারে না। মায়াবাদী শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহে দেহ-দেহী-ভেদের আরোপ করে। মায়াবাদী যদিও বিচার-চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া মায়া-প্রসূত জগৎকে মিথ্যা বলে, তথাপি আত্মম্ভরিতাক্রমে নিজের বহিঃপ্রজ্ঞা চালনা করিয়াই অন্তঃপ্রজ্ঞাকে সমশ্রেণীস্থ মনে করে এবং নির্ব্বাণ মুক্তির প্রয়াসী হয়। সেইরূপ চেষ্টা আত্ম-বিনাশের লক্ষণ মাত্র। কিন্তু নিজ দাস কখনও নিজ প্রভুর সহিত অভিন্ন হইতে চায় না। অভিন্ন হইবার প্রয়াসই আত্ম-বিনাশ মাত্র।

সর্ব্বজীব-বন্দ্য ব্রহ্মা, শিব এবং অনন্তদেব শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ-সেবা করিয়া থাকেন। সকল দেবতা শ্রীবিগ্রহকে পূজা করিয়া থাকেন। যাঁহারা পুরুষোত্তম শ্রীবিগ্রহের সেবা না করিয়া অমূর্ত্তের কল্পনা করেন, তাঁহারা অজ-ভবানন্ত এবং

অন্যান্য দেবতাকে লঙ্ঘন করেন। যে-সকল লোক নিজ স্থূল বিগ্রহের অথবা সূক্ষ্ম বিগ্রহের নশ্বর অভিমানে প্রমত্ত, তাঁহারা মনে করেন যে, সকল বিগ্রহের জনক বিগ্রহশূন্য হইয়া নির্ব্বিশিষ্ট (?); কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে সেরূপ কল্পনা মায়াবাদীরই দাম্ভিকতা বা অজ্ঞতা মাত্র। মায়াবাদিসম্প্রদায় প্রপঞ্চ মিথ্যা বিচার পূর্ব্বক পুণ্য, পবিত্রতা, সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠান প্রভৃতিকে পাপ, অপবিত্রতা, রজঃ-সত্ত্ব-তমোমিশ্র প্রভৃতি বলিয়া মনে করায় তাঁহাদের কাল্পনিক চিন্তাস্রোত বাস্তব-সত্যের অনুসন্ধান হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ সকল সত্তার একমাত্র আধার। নিজ অঙ্গ ও অঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য বিদূরিত করিয়াই তাঁহার নিত্য অবস্থিতি। শ্রীভগবানের প্রকাশসমূহ—নিত্য, ভগবান্ সত্য, ভগবানের দাস্য—সত্য, ভগবদ্দাসানুগত দাসসমূহ—সকলেই সত্য। ভগবান্ ও ভক্তে উপাধিগত নশ্বরতা আরোপ করিলে অবিকৃত আত্ম-পরমাত্মার বিচার বিপদ্গ্রস্ত হয়। সংসার—অনিত্য, বাস্তব সত্য তাহাতে স্থান না পাইলেও সংসার-অতীত ভগবান্ ও ভক্ত নিত্য সত্য,—এ বিষয়ে আর কিছু ভেদ নাই। তাঁহাদিগকে প্রপঞ্চের বস্তু-বিশেষ-জ্ঞানে যে বিচার উপস্থিত হয়, তাদৃশ মিথ্যা-স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহে অর্থাৎ উপাধিতে বস্তুজ্ঞান বা আমি-জ্ঞান বিবর্ত্তের উদাহরণ মাত্র। কিন্তু আত্মাকে কখনই অনাত্মা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে না।

ভগবানের গুণ-নাম-কীর্ত্তি শ্রবণ করিলে মানবের আধ্যক্ষিক বিচারের প্রণালী বিনষ্ট হয়। যে সকল ব্যক্তি

প্রাপঞ্চিক বিচার লইয়া প্রত্যক্ষ প্রভৃতি অচিৎ সর্গের ব্যাপারের ফল্গুত্ব উপলব্ধি করতঃ হরি-সম্বন্ধিনী লীলাকেও প্রাপঞ্চিক নশ্বর বস্তুর অকিঞ্চিৎকরতার সহিত সমজ্ঞান করেন, সেই সকল অভিজ্ঞ-অভিমানী মায়াপাশবদ্ধ অধ্যাপক নামধারী জনগণ পাপে প্রবৃত্ত হইয়া অপরাধ করেন। যে ভাগবতশ্রবণ-রঙ্গে মহাদেব ভবানী-ভর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি অভিমান-বসন পরিত্যাগ করিয়া দিগ্‌বাস গ্রহণ করেন, যাঁহার নিত্যকীর্ত্তি-সমূহ অনন্ত-শক্তিমান্ মহীধর অনন্তদেব নিরন্তর গান করেন, শুক, নারদ প্রভৃতি সংসার-মুক্ত মহাভাগবতগণ যাঁহার গুণগাণ শ্রবণে প্রাপঞ্চিক কঠিন বিধি প্রক্ষেপ করিয়া ভগবৎ-প্রেমে উন্মত্ত, চতুর্দ্ধা বেদ যাঁহার যশের মহত্ব বর্ণনে সর্ব্বদা ব্যস্ত, সেই সকল গুরুবর্গের ও শুদ্ধ জ্ঞানের যাহারা বিরোধী, তাহারা কখনই প্রপঞ্চে ভগবদবতরণের বিষয় সুষ্ঠুরূপে বুঝিতে পারেন না। সীতাহরণ-কারীগণের বিচার ধ্বংস করিয়া শুদ্ধ সেবনধর্ম্মের সুষ্ঠু আচরণকারী শ্রীহনুমানের অবতার শ্রীমুরারীগুপ্তকে শ্রীগৌরলীলায় আরও সুষ্ঠু ও বিচত্রতাপূর্ণ সেবাধর্ম্মের উৎসাহ প্রদান করিয়া মহাপ্রভু মুরারীগুপ্তকে লক্ষ্য করিয়া এই সকল সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া শ্রীগৌরহরির ভৌম-লীলামৃতের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিলেন।

শ্রীমুরারীগুপ্ত নিত্যসিদ্ধস্বরূপে হনুমানের স্বরূপ। শ্রীগৌর-সুন্দরের রসোৎকর্ষ চমৎকারিতা আস্বাদন করিতে শ্রীগৌর-হরির-লীলা পরিকর মুরারীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। সর্ব্বাবতার অবতরী শ্রীগৌরহরিতে সর্ব্বঅবতারে লীলা ও

ভাব অনুস্যূত থাকাতে তাঁহার পরিকরবর্গের মধ্যেও অন্য অবতার-গণের ভাব ও লীলা অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাই শ্রীমুরারী-গুপ্তে হনুমান স্বরূপের শ্রীরামচন্দ্রের সেবা ও নিষ্ঠা অপেক্ষা অংশী কৃষ্ণ সেবার চমৎকারাধিক্য আস্বাদনার্থ তাঁহাকে শ্রীগরুড়ের ভাবের আবেশ করাইয়া রসমাধুর্য্য চমৎকারিতা আস্বাদন করাইতে মহাপ্রভু দ্বারকেশ্বরের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাও শ্রীগৌরহরির ভৌম-লীলামৃতের বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমুরারীগুপ্তের অনুরাগ মহাপ্রভুতে প্রকাশিত হওয়ায় সেই অনুরাগের বিকারস্বরূপ মহাপ্রভুর-অপ্রকট লীলা-দর্শন অসহ্য হইবে ভাবিয়া গুপ্ত অনুরাগের প্রাবল্যে দেহত্যাগ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু তাহা সমর্থন করিলেন না। কারণ আরও অধিক মাধুর্য্যামৃত আস্বাদন করাইবার মানসে তাঁহাকে দেহত্যাগ ব্যাপার হইতে বিরত করাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণলীলায় যজ্ঞপত্নীগণের দেহত্যাগ ব্যাপার হইতে বিরত করেন নাই। কারণ তাঁহাদের প্রবল অনুরাগের ফল সেই কৃষ্ণলীলায়ই দেহত্যাগান্তে অন্য শোভারূপা শ্রীকৃষ্ণধামস্থ দেহাশ্রয়ে প্রদান কল্রিয়াছিলেল। কিন্তু শ্রীমুরারিগুপ্ত প্রতাপরুদ্র বা শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে তদপেক্ষা অধিক মাধুর্য্যাস্বাদন সেই নিত্যসিদ্ধ দেহেই আস্বাদন করাইতে দেহ-ত্যাগরূপ অনুরাগোত্থ-ব্যাপার হইতে বিরত করাইয়াছিলেন।

শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীরামচন্দ্রে-নিষ্ঠা তাঁহার নিত্যসিদ্ধ হনুমান ভাবে নিত্য অবস্থিত। মহাপ্রভু তাঁহার ইষ্ট-নিষ্ঠা

পরীক্ষা করিয়া তাহার দৃঢ়তা প্রদর্শন করত ঃ—সন্তুষ্ট হইয়া ইষ্টনিষ্ঠা না ছাড়াইয়া গৌররস আস্বাদন করাইয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। ইহা শ্রীগৌরসুন্দরের ভৌমলীলামৃতের একটী অদ্ভুত চমৎকারিতার প্রকাশ। ইঁনি শ্রীচৈতন্যচরিতের লেখক। শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় তাঁহার দাস্য রসেরই প্রকাশ কিন্তু চৈতন্যচরিত লেখনীতে মধুর রসের প্রকাশের ইঙ্গিত দেখা যায়। মুরারিগুপ্তকে রুদ্র অংশ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ভগবদ্বিদ্বেষীগর্ণকে দমন করিতে রুদ্রশক্তির প্রয়োজন। মুরারিগুপ্ত হনুমানস্বরূপে রাবণ দমনকার্য্যে তথা নির্ব্বিশেষবাদাদির প্রতীকস্বরূপ সকলকে দমনকার্য্যে রুদ্রশক্তি-সমন্বিত হইয়াই ব্রজাঙ্গজীরূপে সেবাতৎপর। বেদের গূঢ় তাৎপর্য্যে ভাগবৎদাস্য, তাহা বুঝাইতে দাস্যের সেবাব্রতধারী শ্রীমুরারিগুপ্তকে বরাহরূপ প্রদর্শন করিয়া বেদোদ্ধার কর্ত্তৃত্ব ভগবানের স্বরূপের শ্রীবিগ্রহ-সেবার কথা প্রকাশার্থেই করিয়াছিলেন। সেবকের-সেবা শ্রীভগবান্ গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাহা বুঝাইতে মুরারিগুপ্তের অন্ন বিনা ন্যাস মন্ত্রাদি সংযোগেও গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভক্তিহীনের বহু উপকরণ ন্যাস-মন্ত্রাদি সংযুক্ত হইলেও শ্রীভগবান্ তাহা গ্রহণ করেন না। তাই মহাপ্রভুর উদরাময়-লীলার প্রকাশ ও তৎপ্রতীকার মুরারিগুপ্তের ভক্তিবারি।

দেবানন্দ আখ্যান—সাধারণ লোকে দেবানন্দকে ভাগবতের মহাপণ্ডিত বলিয়া জানিত। তিনি জ্ঞানবন্ত, তপস্বী ও আজন্ম উদাসীন ছিলেন। কিন্তু মোক্ষভিলাষী থাকায়

ভাগবতের অর্থ জানিতেন না। যাহারা 'পল্লবগ্রাহিতা' নীতি অবলম্বন করিয়া বহু-কলাভ্যাস করে, তাহারা শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থকে বহু শাস্ত্রের অন্যতম জ্ঞানে কেবল ধর্ম্মরহিত হইয়া শাস্ত্রান্তর জ্ঞান করে ; সুতরাং ভাগবতের তাৎপর্য্য শ্রীভগবানের লীলা কোন অবস্থাতেই বুঝিতে পারে না। তাহাদের জন্ম-জন্মান্তরীন বাসনা ভাগবতের তাৎপর্য্য বুঝিতে দেয় না। তাহারা ভাগবত পাঠ করিয়াও কৃষ্ণেতর বাসনাক্রমে ভক্তিহীন দোষে দুষ্ট থাকে। ভাগবতের তাৎপর্য্যে প্রবিষ্ট না হইয়া কেবল শব্দোদ্দিষ্টব্যাপার-সমূহকে জড়বাসনায় আবদ্ধ যাঁহারা বিচার করেন, তাঁহাদের ভগবৎ-সম্বন্ধিনী কথায় কোন প্রকার প্রবেশ-লাভ ঘটে না। শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে কৃষ্ণকথার বর্ণন আছে। সেই কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হয়, তখন জড়কথারূপ আবর্জ্জনা—কর্ণমল-মধুকৈটভ নামক অসুরদ্বয় বিনষ্ট হয়। ইহাই 'কর্ণবেধ'-সংস্কার। চিন্ময় কর্ণ জড়াবৃত আছে বিচার করিলে ভোগপর বাক্যসমূহ হৃদয়কে চঞ্চল করায়। তখন কৃষ্ণেতর ব্যাপারই লক্ষ্যের বিষয় হয়। বৈকুণ্ঠ-নাম-গ্রহণ, বৈকুণ্ঠ-রূপ-শ্রবণ, বৈকুণ্ঠ-গুণ-শ্রবণ, বৈকুণ্ঠ-পরিকর-কীর্ত্তন-শ্রবণ, বৈকুণ্ঠ-লীলাকথা-শ্রবণ শ্রীমদ্ভাগবতের সুষ্ঠুভাবে শ্রবণ হইতেই শুদ্ধসত্ত্ব নির্ম্মল জীবহৃদয়ে উদিত হয়। তখন হৃদয়কে বৃন্দাবনের সহিত অভিন্ন জনিতে পারা যায়। সেখানে কৃষ্ণচন্দ্রের অবস্থিতি। সকল বেদশাস্ত্রই শ্রীমদ্ভাগবতকে 'প্রেম' রূপ প্রয়োজনতত্ত্ব বলিয়া গান করেন। প্রয়োজন-বিচারে সাধারণতঃ ভোগি-

সম্প্রদায় ধর্ম্মার্থ-কামকেই লক্ষ্য করেন, ত্যাগি-সম্প্রদায় মোক্ষকে পুরুষার্থ বলিয়া ধারণা করেন ; কিন্তু ভোগীও ত্যাগি-সম্প্রদায়ের অতীত সুনির্ম্মল আত্মা ভগবদ্ভজনে পারঙ্গত হইয়া চারিবেদ হইতে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ প্রভৃতি, চতুর্ব্বর্গ-বিচার পরিহার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণপ্রেমাকেই তাৎপর্য্য জানেন। কর্ম্ম; জ্ঞান, যোগ, স্বাধ্যায় প্রভৃতি অভিধেয়-সমূহ যথার্থ পুরুষার্থ-সংগ্রহে উৎকণ্ঠিত হইলে ঐগুলির অধিষ্ঠান বিলুপ্ত হইয়া ভক্তিতেই পর্য্যবসিত হয়।

ভগবান্ ও ভক্তে যাঁহারা ভেদবুদ্ধি করিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণব-তত্ত্ব অবগত হন না, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে নিজের অমঙ্গল আবাহন করেন। লীলাপ্রবিষ্ট না হইলে ভগবানের সকল কথা সুষ্ঠুভাবে বলা যায় না। দেবানন্দ পণ্ডিত মুমুক্ষু ছিলেন। তিনি মায়াবদ্ধ-বিচারে যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, তাহাতে তপস্যা, জগতে ঔদাসীন্য প্রভৃতিতে বহুমানন করিতেন। লৌকিক প্রয়োজন—জগৎ হইতে মুক্ত হওয়া এবং সেই জ্ঞানে বিভোর থাকায় ভাগবতের বিচার গ্রহণ করিতে তিনি অক্ষম হইয়াছিলেন। ভগবৎসেবা-বঞ্চিত জনগণ যে-কালে আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া ভগবৎ-সেবায় উদাসীন হন এবং তাহাই পুরুষার্থ বলিয়া জ্ঞান করেন, সেইকালে পরম দয়াময় গৌরসুন্দর অভক্তের তাদৃশ কার্য্যে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তাহার মঙ্গলের জন্য সেরূপ কার্য্য নিতান্ত গর্হণীয় ও অপ্রয়োজনীয়—ইহাই জানান।

যে-স্থলে অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানীর জ্ঞেয়, সে-স্থলে জ্ঞান-জ্ঞেয়-

জ্ঞাতা—এই অবস্থাত্রয়ের নির্ব্বৈশিষ্ট্যই চরম আরাধ্য ব্যাপার হয়। যোগিগণ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর সহিত সংযুক্ত হইবার প্রয়াস করিয়া কৈবল্য-লাভের যত্ন করেন। ভগবদ্ভক্তগণ সেরূপ নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে ভগবানের লীলা, পরিকর-বৈশিষ্ট্য, অখিল সদ্‌গুণ, ভগবদ্‌রূপ এবং ভগবানের নামাদির উল্লেখ আছে। নিত্যমুক্ত ভগবদ্ভক্ত এবং সাধনসিদ্ধ ভক্তগণ তথা ভক্তিপরায়ণ সেবকগণ ভগবানের নিত্যকাল সেবা ব্যতীত অন্য কিছুরই প্রয়োজন বোধ করেন না। সুতরাং নিত্য সেবকের সেবা-বিচার ব্যতীত অন্য কথা ভাগবতের মধ্যে নাই। ইহা প্রদর্শন করাই প্রভুর উদ্দেশ্য। অভুক্তগণ সেবাধর্ম্ম-বর্জ্জিত হওয়ায় অন্যভিলাষ, কর্ম্ম-ফল-লাভ, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান প্রভৃতি বর্ণন করিতে যাইয়া উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইয়া ভাগবতের উদ্দেশ্য-গ্রহণে বঞ্চিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাগবতের অভক্তিপর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—যে ভাগবত অভক্তির কথা পাঠকের হৃদয়ে উদ্দীপনা করায়, সেই বঞ্চনার ভাবযুক্ত ভাগবতের কোন আবশ্যকতা নাই। সুতরাং সেই ভাগবত গ্রন্থকে ভগবদ্বিগ্রহ না জানিয়া উহা পার্থিব পদার্থ-বিশেষ-জ্ঞানে রুদ্রের বিনাশ-দ্রব্য জানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব। যাহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে ভোগ্য জ্ঞান করে, তাহাদের সেইরূপ দর্শন মায়াবদ্ধ জীবের উত্তরোত্তর কামবৃদ্ধি করায়। সুতরাং বিষয়ীর যোষিৎ বোধে ভাগবত-পাঠ হইতে বিরত করানই ভগবানের উদ্দেশ্য। সকল শাস্ত্রই প্রমাণিত করে যে, জড়-জগতের ভোগ ও ত্যাগ-বুদ্ধি থাকা-কালে শ্রীমদ্ভাগবতের

বিচার কখনই কাহারও গম্য হয় না। সুতরাং জড়বিদ্যা, জড় তপস্যা, জড়বস্তুতে প্রতিষ্ঠাশা থাকা-কাল-পর্য্যন্ত চিন্তার অতীত রাজ্যে অবস্থিত ভগবৎ কথা বুঝিবার কাহারও সম্ভাবনা হয় না। যাহারা জাগতিক ভোগ্যবস্তুর অন্যতম জানিয়া ভাগবতে অধিকার লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে করে, তাহারা ভাগবতের কোন অংশই বুঝিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত যাহা প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন, সেই প্রমেয় বস্তু কখনই জড়েন্দ্রিয়ের অধিকারের বস্তু হইতে পারে না। যিনি শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তনকে সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহ জানেন, ভাগবতকে প্রাকৃত গ্রন্থ-মাত্র জ্ঞান করেন না এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারের দ্বারা স্বীয় জড়াশ্রিত বুদ্ধিদোষকে নিয়মিত করেন, তিনি সর্ব্বসার ভগবদ্ভজনই শ্রীমদ্ভাগবতের একমাত্র প্রয়োজন বুঝিতে পারেন। অতিশয় প্রতিভা-সম্পন্ন, সর্ব্বগুণান্বিত জ্ঞানবান্ পণ্ডিত হইয়াও শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ-গ্রহণে ভ্রান্ত হইতে পারেন, এরূপ পণ্ডিতগণের গৌরব-বর্দ্ধনের জন্য যাঁহাদের প্রয়াস, ন্যায় ও অন্যায়ের বিচারকর্ত্তা বা পুরস্কার তিরস্কার-দাতা যম তাঁহাদের দণ্ডবিধান করেন।

মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতকে দেখিয়া তাহার পূর্ব্বে শ্রীবাস পণ্ডিতের স্থানে অপরাধ থাকায় তাহার প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছিলেন। একদা শ্রীবাসপণ্ডিত ভাগবত শুনিতে দেবানন্দের নিকট গিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি অক্ষর প্রেমময়, তাই শ্রীবাসপণ্ডিত মহাশয় ভাগবত শুনিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। যাহারা শব্দসিদ্ধির

জন্য দেবানন্দ পণ্ডিতের নিকট ভাগবত পড়িতে গিয়াছিল এবং লৌকিক বিচারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার উদ্দেশ্যবিশিষ্ট ছিল, তাহারা শ্রীবাসপণ্ডিতের ভজনচেষ্টা বুঝিতে না পারিয়া শ্রীবাসপণ্ডিতের সাত্ত্বিক ভাব-সমূহ দর্শন করিয়া তাহাদের পাঠশ্রবণের ব্যাঘাত বুঝিয়াছিল। শ্রীবাসের চিন্ময় কলেবরে যে-সকল সাত্ত্বিক আগন্তুক ভাব-সমূহ দেখা গিয়াছিল, উহাই জগতে সকল প্রকার পবিত্রতা আনয়ন করে—ইহা বুঝিতে না পাড়ায় পড়ুয়াগণ তাঁহাকে জোর করিয়া ধরিয়া পাঠাগারের বাহিরে নিক্ষেপ করায় শ্রীবাসপণ্ডিতের চরণে মহা-অপরাধী হইয়াছিল। দেবানন্দ পণ্ডিতের কিছুমাত্র ভগবৎ সেবোন্মুখতা না থাকায় অবোধ পড়ুয়াগণকে ঐরূপ ভক্তিহীন কার্য্যে নিষেধ না করায় তাহারও শ্রীবাসের চরণে মহা-অপরাধ হইয়াছিল। অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরসুন্দর দেবানন্দকে দেখিয়াই ভক্তের নির্য্যাতন স্মরণ করিয়া তাহাকে বলিলেন—যে শ্রীবাসের ন্যায় ভক্তকে দেখিবার জন্য হরশীর্ষে অবস্থিতা গঙ্গাদেবীও নিম্নগা হইয়া নদীরূপে প্রকটিত হন। তুমি সেই শ্রীবাসপণ্ডিতকে তোমার অন্তেবাসিগণের দ্বারা বলপূর্ব্বক তাড়াইয়া দিয়াছিলে, সেই অপরাধপুঞ্জ তোমাকে সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্‌বিমুখ করিয়াছে। তাই পরিপূর্ণ ভোজনে যে সাধারণ দুঃখ নিবৃত্তির পর অতি সামান্য শান্তি পায়, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের ফল হরি-প্রেমের আস্বাদন ত' দূরের কথা তোমার ভাগবত পাঠে সেইরূপ অকিঞ্চিৎকরী শান্তিও কেহ পায় না। মহাপ্রভুর এই বাক্য-দণ্ডে তাহার সুকৃতির উদয় হইল।

মদ্যপগণকে কৃপা—নগরের অন্তে মদ্যপের গৃহের নিকট দিয়া যাইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মদ্য-গন্ধে বারুণীর স্মরণ হইল। তখন তিনি বলরাম-ভাবে বাহ্য-পাসরিয়া মদ্যপগৃহে গমনেচ্ছা করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর—স্বয়ংরূপ বস্তু, তাঁহাতে স্বয়ং-প্রকাশের বিচিত্র বিলাস অনস্যূত আছে। সম্ভোগরসাশ্রয় শ্রীবলদেব-প্রভু বারুণী-পানে প্রমত্ত হন—ইহা স্মরণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর বলদেব-ভাবে বিভাবিত হইয়া বহির্জ্জগতের লীলা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এ-জগতে মদ্যপগণ মদ্যপানে মত্ত হইয়া পাপকার্য্যে রত হয়, আর শ্রীবলদেবপ্রভু অপ্রাকৃত বারুণীপানে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হন। মহাপ্রভু মদ্যপগৃহে গমনের ইচ্ছা করিলে শ্রীবাসপণ্ডিত মিশ্র-সত্ত্বের লীলানুকরণকারীগণের মঙ্গলের জন্য এবং ভগবান্‌কে বিশুদ্ধ সত্ত্ব-বিচার ত্যাগ করিয়া বিকারলীলার অনুমোদনকারী বলিয়া স্থাপন করিতে চাহেন না বলিয়া উক্ত কার্য্যে বাধা প্রদান করিলেন। কিন্তু শ্রীভগবান্ বিধি-নিষেধের অতীত বস্তু হইলেও ভক্তের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বীয় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। মহাপ্রভু মদ্যপ-গৃহে না উঠিয়া মদ:পোচিত অপ্রাকৃত উন্মত্ততা প্রদর্শন করিয়া রাজপথে চলিবার কালে মদ্যপগণকে কৃপা করিলেন। সর্ব্বশক্তি সমন্বিত মহাপ্রভু নিজ অচিন্ত্য মহাশক্তিলে সেই মদ্যপগণের জড়োন্মত্ততাকে অপ্রাকৃত হরি-রসে প্রমত্ত করিয়াছিলেন। প্রাক্তন দুষ্কৃতিবলে মদ্যপ-পাপিগণের পাপের কিঞ্চিন্মাত্র অবশেষ থাকিলেও প্রচুর সুকৃতি ও ভগবৎ কৃপায় ভগবদ্‌গুণানুগানের সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় তাহাদের দুর্ল্লভ ভাগ্য

সর্ব্বতোভাবে প্রসংশনীয়। ইহাও শ্রীগৌরহরির ভৌমলীলার একটী মহা বৈশিষ্ট্য।

শ্রীশচীমাতার দ্বারা বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব প্রদর্শন—মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী পার্ষদ-ভক্তগণ সকলেই প্রেমিক ছিলেন। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে বহুপ্রকারের প্রেমরত্ন অবস্থিত। শ্রীগৌরহরি ভৌম-লীলায় সেই প্রেমরত্নের নিত্য নবনবায়মান প্রেমরস ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়া ভৌমলীলায় মহাবিচিত্রতা ও বৈশিষ্ট্য রচনা করিতে লাগিলেন। একদা এক অভিনব প্রেমরস ভক্তগণকে আস্বাদন করাইবার কালে ভক্তগণ অভিনবভাবে উন্মত্ত হইলেন এবং সেই অভিনব রসাস্বাদনমাধুর্য্য শ্রীশচীমতাকেও আস্বাদন করাইতে মহাপ্রভুকে অনুরোধ করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন—মাতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকট কিছু অপরাধ থাকায় তিনি এ রস-মাধুর্য্য আস্বাদনে বঞ্চিত হইবেন। তখন ভক্তগণের অনুরোধে অপরাধ খণ্ডনের উপায় 'পদধূলি গ্রহণ' বলিয়া জানাইলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শচীমাতার মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া তৎকীর্ত্তনে সংজ্ঞাহীন হইলে শ্রীশচীমাতা সেই অবকাশে আচার্য্যের পদ-ধূলি গ্রহণ করিলেন। পদধূলি গ্রহণ করিবামাত্র শচীমাতা অপরূপ প্রেমবিহ্বলতায় সমৃদ্ধ হইলেন। ইহাদ্বারা সর্ব্বক্ষমতা-বান্ ব্যক্তিও বৈষ্ণবাপরাধক্রমে সর্ব্ববিধ সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত হন—ইহাই শাস্ত্র-তাৎপর্য্য জানাইলেন। এ লীলায় শ্রীঅদ্বৈতাচর্য্যকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া জ্ঞাপন ও প্রচার করাই শ্রীগৌরহরির উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে যাহারা 'বৈষ্ণব'

না বলিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণত্বে স্থাপন করেন, তাহাদের কলহ অদ্বৈতপ্রভুর নিন্দরূপেই পরিণত হয়।

পয়ঃপানব্রত ব্রহ্মচারীকে কৃপা—অগ্নিপক্ক দ্রব্যকে প্রাণবিনাশক-বিচার-কারী অপক্ক আমদুগ্ধ-পান-ব্রত-জীবি ব্রহ্মচারী ভগবন্মহিমা-শ্রবণে অযোগ্য হওয়ায় তাহার রুদ্ধদ্বার-গৃহে কীর্ত্তন শুনিবার অধিকার ছিল না। ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা কখনই ভোগ-পরিত্যাগ-মাত্র-ধর্ম্মে অবস্থিত নহে। বৈরাগ্যের অপব্যবহারকারী অর্ব্বাচীনগণ ভগবৎসেবোপকরণকেও আত্মগ্লানির বিষয় জ্ঞান করেন। পয়ঃপানব্রত ব্রহ্মচারীর নিষ্পাপ শরীর-সত্ত্বেও মহাপ্রভুর আদেশে ভগবৎ-কীর্ত্তন-শ্রবণে অধিকার না থাকায় শ্রীবাসের নিকট অবস্থান ও দর্শনের যাচ্ঞা করায় তিনি তাহাকে আত্মগোপন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে পরামর্শ দিয়া কীর্ত্তনস্থলীতে প্রবেশ করাইলেন। ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার বিরোধী জড়ক্রিয়াবিমুক্ত যোগি-সম্প্রদায় কৃষ্ণপ্রীতির অনুসন্ধান করেন না। সে-জন্য তাহাদের সাংসারিক মহত্ত্ব থাকিলেও চতুর্ব্বর্গের অতীত ভগবৎপ্রেমের বিরোধ-ভাবই তাহাদিগকে গ্রাস করে। সেইরূপ বর্জ্জনীয় সঙ্গ লোকচক্ষে শ্রেষ্ঠ বিচারিত হইলেও তদ্দ্বারা কৃষ্ণপ্রেমলাভে সম্ভাবনা নাই। শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমবিরোধী জনসঙ্গে প্রেমাভাব জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের হরিকীর্ত্তনে অধিক স্ফূর্ত্তি না হওয়ায় কোন দুঃসঙ্গের বহুমানন-কারী গৃহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে সন্দেহ করিয়া মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

তদুত্তরে শ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন,—“ভগবদ্‌বিদ্বেষী কোন অধার্ম্মিক পাষণ্ড গৃহে প্রবেশ করে নাই ; তবে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থিত পয়ঃপানব্রত নিষ্পাপ ধর্ম্মনিষ্ঠ জনৈক ব্রাহ্মণ আপনার নৃত্য দেখিবার জন্য শ্রদ্ধান্বিত হওয়ায় গৃহমধ্যে নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে অবস্থিত আছেন।” তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু তাহাকে ‘অভক্ত’-জ্ঞানে বাহির করিয়া দিবার জন্য ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। কাঁচা দুগ্ধ পানেই যে অধিক ভগবদ্ভক্তি হয়, তাহার যখন স্থিরতা নাই, তখন অভক্ত ব্যক্তির ভক্তের নৃত্য দেখিবার কিরূপে অধিকার হইবে ? কেবলা ভক্তির অভাবক্রমেই তাহার বহির্ম্মুখ তপঃসাধন-প্রবৃত্তি উদিত হইয়াছে। সাধারণ বিচারে অহিংসার উদ্দেশ্যে যে-সকল তপস্যা ধর্ম্মজীবনের অনুকূল বলিয়া ধারণা করা হয় ; তাদৃশী তপস্যা কখনও ভগবদ্ভক্তির সোপান হইতে পারে না। ভগবৎসেবোন্মুখতা ও জড়জগতে প্রাধান্য-লোভচেষ্টা সমজাতীয় নহে। অহিংসনীতির বশবর্ত্তী হইয়া জাগতিক শ্রেষ্ঠতা বা সাধুতা-লাভ-চেষ্টা ভগবানের সেবোন্মুখতার প্রমাণ নহে। ইহা বিশেষভাবে শ্রীগৌরসুন্দর দেখাইয়া দিলেন। কর্ম্মকালে যদিও বর্ত্তমান মানবজীবনে কেহ সুনীচতা লাভ করেন, তথাপি তাহার ভগবৎসেবোন্মুখতা প্রবল থাকিলে তিনিই ভগবানের নিজ-জন। তিনিই ‘মামকী তনু’ ব্রাহ্মণ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রমী যতিও যদি ভগবৎসেবাবিমুখ হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভগবানের নিজ-জন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে না। তাপস-ব্রহ্মচারী নির্ব্বিশেষ-

বিচারপর ছিলেন ; তাঁহাতে সেবা-প্রবৃত্তির অভাব থাকায় ভগবৎপ্রেমোন্মত্ত দৃশ্য তাঁহার নিকট আদরেরর ছিল না। উহাই তাঁহার অপরাধের কারণ। জড়-জগতে বিষয়োন্মত্ত জীবগণের নৃত্য বা অভাব-জনিত ক্রন্দনের সহিত যাহারা ভাগবৎ-কথামোদে হাস্য-গীত ও ক্রন্দন-পরায়ণ ভগবদ্ভক্তকে সমজ্ঞান করে, তাহারা অপরাধী জীব। শ্রীগৌরসুন্দরের শাসন ও তাড়ন-বাক্যে নির্ব্বিশেষ-বিচার-পর ব্রহ্মচারীর দণ্ডলাভ-ফলে জ্ঞানের উদয় হইল। প্রভুর শাসনদণ্ড ও তাড়ন-বাক্য সাদরে বহুমানন করায়, নিজকে দণ্ডার্হ জ্ঞানে ভগবানের বিধান শিরে ধারণ করায় এবং শ্রীবাসের আনুগত্য ও কৃপায় শ্রীগৌরসুন্দর তাহাকে কৃপা করিয়া নিজ পাদপদ্ম তাহার মস্তকে অর্পণ করিলেন। তপস্যার নিরর্থকতা বুঝাইতে শ্রীগৌরহরির এই লীলা। ইহা ভৌমলীলার একটী বৈশিষ্ট্য। দেবলীলায় তথায় গৌর-পার্ষদগণের মধ্যে তপস্যার প্রভাব না থাকায় ভৌমলীলার কৃপা-বৈশিষ্ট্য প্রকাশই এই লীলামৃত।

মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের উপদেশ—শ্রীগৌরধামবাসী নাগরিকগণ প্রভুকে দর্শন করিতে নানা উপায়ন-হস্তে গমন করিলে মহাপ্রভু তাঁহাদের ভক্তি-প্রদত্ত-দ্রব্য গ্রহণ করিয়া কৃপা-পূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তি-আশীর্ব্বাদ ও কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" কীর্ত্তনের উপদেশ করেন। ভগবৎ-সেবা-বৈমুখ্যক্রমে জীবের বদ্ধভাব উপস্থিত হওয়ায় ইন্দ্রিয়-তর্পণই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়। বদ্ধজীবের বাক্যাবলী ইন্দ্রিয়-

তোষণোপযোগি-জড়বস্তুর নাম, রূপ,গুণ ও ক্রিয়ায় আবদ্ধ। সুতরাং নাম-রূপ-গুণ-লীলাত্মক কৃষ্ণকথা শুনিবার সুযোগ না হওয়ায় বদ্ধজীব ইতর-বিষয়তৎপর বাগ্‌বৈখরীতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। জীবের নিত্য মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়া শ্রীগৌরহরি 'জীবমাত্রেই কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তি উন্মেষিত হউক' এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিলেন। কৃষ্ণেতর নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া প্রভৃতির প্রজল্প করিতে নিষেধ করিয়া সর্ব্বদা হরি-সঙ্কীর্ত্তনেরই উপদেশ করিলেন। হরিকথার কীর্ত্তন খর্ব্ব হইলে জীবের বিষয়কথা-কীর্ত্তনই প্রবল হয়। উহাতে অমঙ্গলই ঘটে। মহাপ্রভু এই সকল জীবের মঙ্গলের জন্য কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া সহর্ষে শ্রবণ করিবার উপদেশ দিলেন। যে সকল ব্যক্তি বাধ্য হইয়া শ্রীনাম শ্রবণ করেন, তাঁহাদের তত উৎসাহ লক্ষিত হয় না। তজ্জন্য উৎসাহবিশিষ্ট হইয়া প্রসন্নচিত্তে প্রদত্ত বা কীর্ত্তিত কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র গ্রহণ বা শ্রবণ করিবার উপদেশ। সেবাবিমুখ জীব সর্ব্বদা অসৎপরামর্শ ক্রমে অসৎসঙ্গদোষে জর্জ্জরিত থাকায় ভগবৎকথা-শ্রবণে স্বভাবতঃ বিরত থাকে।

জড়ভোগচিন্তা হইতে বিরত হইবার প্রক্রিয়াকে 'মন্ত্র' বলে। শব্দমুখে উপদেশই ভোগ বা ত্যাগের চিন্তা হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়। উচ্চারিত শব্দ হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিষয়াসক্ত মনকে নিয়ন্ত্রিত করিলেই মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ব্যক্তিবিশেষের মন অপরের মন হইতে পৃথক্; সেজন্য মনন-ক্রিয়া এক ব্যক্তিদ্বারাই সম্পাদ্য। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষ যে 'হরি' শব্দ কীর্ত্তন করেন, তাহাকে 'মন্ত্র' বলে। মহামন্ত্র-সাধনে

বহুব্যক্তি একযোগে সাধন করিতে পারেন। সাধনোপযোগী অনুকূল পরামর্শ-সমূহ অনেকেই দিতে পারেন; এজন্য শিক্ষা-গুরুর বহুত্ব স্বীকৃত ও মন্ত্রদীক্ষা-গুরুর একত্ব সিদ্ধ। মহামন্ত্র ও মন্ত্রের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত-শুদ্ধি-ফলে সকল ইন্দ্রিয় নশ্বর-বিষয়-প্রবৃত্তি হইতে বিমুক্ত হইয়া অজ্ঞত্বাভাবে নিত্যত্বের উপলব্ধি করে। তখন আর তাহার হেয় বা অনুপাদেয় বিচার প্রবল হইতে পারে না। যিনি এই সকল কথা সানন্দে গ্রহণ করিতে অসমর্থ, তাঁহার পক্ষে নিরানন্দে অবস্থান করাই যোগ্যতা। 'মন্ত্র' নামাত্মক হইলেও তাহাতে চতুর্থ্যন্ত পদ প্রযুক্ত থাকায় সম্প্রদান-সম্বন্ধে আত্মসমর্পণেরই কথা ব্যক্ত হয়। মহামন্ত্রে সকল পদই সম্বোধনের পদ; তাহাতে মন্ত্রের ন্যায় চতুর্থ্যন্ত পদ নাই। স্মার্ত্তগণ মহামন্ত্রকে 'তারক-ব্রহ্মনামে' অভিহিত করেন। স্মার্ত্তগণ সকলেই ন্যূনাধিক নির্ব্বিশেষবাদী; সুতরাং ভোগাবসানে নির্ব্বিশিষ্ট ত্যাগেরই পক্ষপাতযুক্ত ধর্ম্মে অবস্থিত। কর্ম্মী ও জ্ঞানীর কবল হইতে মুক্ত পুরুষগণ কামনা-বর্জ্জিত। অপস্বার্থ কামের বশবর্ত্তী হইয়া কতিপয় ব্যক্তি ভোগী এবং কতিপয় ব্যক্তি ভোগপরিহারেচ্ছাযুক্ত মুমুক্ষু হইয়া স্বীয় অবস্থা মোচনের জন্য মুক্তির প্রয়াসী। এইরূপ বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া মহামন্ত্র গ্রহণ করিলে তুচ্ছ ফলাকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া পড়ে। 'হরি' শব্দের সম্বোধনে 'হরে' এবং 'হরা' শব্দের সম্বোধনেও ঐ 'হরে' পদই নিষ্পন্ন হয়। স্বয়ংরূপ 'কৃষ্ণ' ও সর্ব্বশক্তিমান স্বয়ংপ্রকাশ 'রাম' এবং 'হরি' শব্দ কামনা-রহিত জিহ্বায় উচ্চারিত হইলে চতুর্দ্দশভুবন, বিরজা-নদী,

ব্রহ্মলোক প্রভৃতিতে অবস্থান করিয়া সেবা করা সম্ভব হয় না। পরব্যোমেই সেবার আরম্ভ সম্ভাবনা আছে। কৃষ্ণের স্বয়ংপ্রকাশ-তত্ত্বে বা তাঁহার আনুষাঙ্গিক অন্যান্য প্রকাশ-বিলাস-বিশেষে রসের উৎকর্ষ বিচার করিতে গেলে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণেই সর্ব্বরসের পূর্ণাভিব্যক্তি লক্ষিত হয়। সুতরাং রসের উৎকর্ষ বিচার করিয়া আংশিক রসবিগ্রহের অধিষ্ঠান প্রকাশ-বিলাস-সমূহে সর্ব্ব-রসাপ্তির সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্য তাঁহারা ন্যূনাধিক স্বয়ংরূপেরই নিজ-নিজ অংশ প্রকাশদ্বারা সেবা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণভক্তির উপলব্ধি ঘটিলে সম্বোধনের পদে 'আত্মারাম'-মাত্র উপলব্ধি করিবার পরিবর্ত্তে "রাধারমণের" সেবা-প্রবৃত্তি স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হয়।

মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরেই সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তনীয়; উহা আদৌ জপ্য নহেন,—এরূপ বিচার কাহারও চিত্তে উদিত না হয়, তজ্জন্য মহামন্ত্র 'জপ' করিবারও উপদেশ লিখিত হইয়াছে। 'নির্ব্বন্ধ'-শব্দে বিধিমতে সংখ্যা-নাম-গ্রহণকেই লক্ষ্য করে। মহামন্ত্র কেবলমাত্র জপ্য নহেন, আবার অজপ্যও নহেন। মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিবার উপদেশ থাকায় মহামন্ত্র কেবল অনির্ব্বন্ধ কীর্ত্তনীয় নহেন; আবার নামমন্ত্রে সম্বোধনের সহিত চতুর্থ্যন্ত পদ প্রয়োগ করিয়া কীর্ত্তন করিবার বিধিও উপেক্ষিত হয় নাই। "সর্ব্বক্ষণ বল"—এই পদের দ্বারা কেবল মাত্র জপ্যতার বিচার নিরাশ করা হইয়াছে। মন্ত্রাধিকার-নির্ণয়ে অনেকগুলি বিধি পালন করিতে হয়; কিন্তু মহামন্ত্রের সর্ব্বক্ষণ উচ্চারণ বা 'উপাংশু'-জপে সেই সকল বিধি পালন না

করিয়াও সকলেরই সর্ব্বসিদ্ধি ঘটে ; অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের লাভ-রূপ ভুক্তি-সিদ্ধি, নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপা মুক্তি-সিদ্ধি এবং উভয়ের ধিক্কারী ভগবৎপ্রেম-সিদ্ধি—সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিবারই যোগ্যতা হয়। মন্ত্রে কালাকালের বিচার আছে, কিন্তু মহামন্ত্রে কালাকালের, যোগ্যাযোগ্যের অথবা স্থানাস্থানের বিচার নাই। তাই বলিয়া কাল্পনিক মন্ত্র-নামাদির জপে কোন প্রকার সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। যেহেতু তাদৃশ শব্দগুলি অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিজাত। বীজ-পুটিত চতুর্থ্যন্ত-পদ-প্রযুক্ত মন্ত্র বা প্রণব পুটিত চতুর্থ্যন্ত মন্ত্র কীর্ত্তনীয় নহে ; পরন্তু 'নাম' বা সম্বোধন-পদযুক্ত নাম বা বীজ-প্রণব-রহিত চতুর্থ্যন্ত পদ-প্রযুক্ত-'নমঃ'-শব্দযুক্ত মন্ত্রও সংকীর্ত্তনীয় ; যথা—"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ"—এই পদ সঙ্কীর্ত্তনীয়। সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র ও চতুর্থ্যন্ত পদযুক্ত 'নমঃ'-শব্দযুক্ত সম্বোধনের সহিত মন্ত্রের প্রাপ্তিতে সকলের উল্লাস হইল। বহির্ম্মুখ স্মার্ত্তগণের বিচারে—স্বাহা-প্রণব-সংযুক্ত মন্ত্রের আদান-প্রদানে অমঙ্গলের কথা বিহিত আছে, কিন্তু মহামন্ত্র-যোগে বা সম্বোধন-পদ-যোগে মন্ত্রের কীর্ত্তন সর্ব্ববাদি-সম্মত ; তিনি প্রণব বা বীজপুটিত নহেন।

যাঁহাদের মন নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারা প্রভুর নাম-মন্ত্রোপদেশ লাভ করিয়া ব্যক্ত-অব্যক্তভাবে কৃষ্ণের ধ্যান করিতে করিতে উপাংশু জপাদি করিতে থাকেন। (ভাঃ ২।৮।৪)—"শৃন্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্ নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান বিশতে হৃদি।" শতশত জন্ম মন্ত্রের দ্বারা অর্চ্চন

করিবার ফলে মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের যোগ্যতার উদয় হয়। সেরূপ যোগ্যতা লাভ করিলেই ধ্যানাদির সম্ভাবনা; নতুবা কৃত্রিম-ধ্যানাদির নিষেধের জন্যই কথিত শ্লোকের উপদেশ বিহিত হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দর বিনীত-ভাবে সকল দাম্ভিক লোকের নিকট দৈন্য প্রকাশ করিয়া 'সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ-সেবায় সকলেই আত্মনিয়োগ কর' এবং "কৃষ্ণভজন ব্যতীত আর কোন প্রকারে আত্মনিয়োগ কর্ত্তব্য নহে"—অনুনয়-বিনয়-সহকারে এইরূপ প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মর্ম্মস্পর্শী-আবেদন শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ সকলেই নিজ নিজ কুবিচারের জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং কায়মনোবাক্যে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি আশ্রয় করিলেন। সকলেই মহাপ্রভুর-আদেশে নিজ নিজ গৃহস্থিত মৃদঙ্গ, মন্দিরা, শঙ্খ, করতাল, ঘণ্টাদিবাদ্য সহ সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাপ্রভু সকলকেই কীর্ত্তনে অধিকার প্রদান করিলেন। কিন্তু উচ্চ সমাজের ব্যক্তিগণ নিম্ন সমাজের ব্যক্তিকে 'বৈষ্ণব' হইবার যোগ্যতা দেন না। অত্রি বলেন,—"বেদৈর্বিহিনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং শাস্ত্রেণ হীনাঃ পুরাণ-পাঠাঃ পুরাণ-হীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি॥" "যত ছিল নাড়াবুনো, সবাই হ'ল কীর্ত্তুনে, কাস্তে ভেঙ্গে, গড়া'ল করতাল।" ইত্যাদি বলিয়া বিদ্রুপাদি করিত। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া সভ্য হইতে পারিলেই 'ভাল বৈষ্ণব' হওয়া যায় এবং অধিক উপার্জ্জন করিয়া বেশী প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, মঠাদি, শিষ্যাদি ঐশ্বর্য্য প্রকট করিতে পারিলেই বড়

বৈষ্ণব' হওয়া যায়। কিন্তু জড়জগতের ঐশ্বর্য্যাদি ছাড়িয়া উত্তম ভোগবিলাস ত্যাগ করিয়া দীন-হীন-কাঙ্গাল হইতে না পারিলে স্বরূপ শক্তির আবেশ বা কৃপালাভ করা যায় না, ইহাই শাস্ত্র প্রসিদ্ধি ; সুতরাং মায়িক বহির্জ্জগতের উন্নতি দেখাইয়া নিজদিগকে ভাবভক্তিতে অবস্থিত ভক্ত বলিয়া কৃত্রিমভাবে উন্নত জীবনের পরিচয় প্রদানকারী ধর্ম্মধ্বজিগণের সম্বন্ধে নিন্দার আরোপ ভগবদ্ভক্তের স্কন্ধে চাপাইতে গেলে অপরাধে নিমজ্জিত হইতে হয়।

ভারতবাসিগণ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ বা পঞ্চরাত্রের বিধি পালন করিতে গিয়া অর্চ্চন করিয়া থাকেন। তাহাতে বাদ্যাদি-শব্দের বা শ্রৌতপথের আবাহন আছে। বিধর্ম্মিগণ ভগবানের মূর্ত্তির সহিত জড়জগতের ভোগ্য-মূর্ত্তিগণকে সমশ্রেণীস্থ জ্ঞান করিয়া শব্দাদি-বাদ্যাঙ্গ সমূহকে ভগবৎসেবার অন্তরায় জ্ঞান করেন। প্রাপঞ্চিকবুদ্ধি হরিসম্বন্ধি-বস্তুতে নিযুক্ত হইলে সেই প্রকারের সঙ্গ পরিহারের বাসনাত্যাগের বিচারে হরিসেবনোপযোগী ক্রিয়া-কলাপগুলিকে ভগবৎসাধনের বিরোধী বলিয়া মনে হয়। তজ্জন্য বৈরাগ্যের অপব্যবহার হওয়ায় ভগবৎসেবায় বাদ্যযন্ত্রের উপযোগিতা অনেকের বিচারে স্বীকৃত হয় *না ; উহা ফল্গুবৈরাগ্যের অন্তর্ভুক্ত। যে সকল বাদ্য জীবকে* ভোগে উন্মত্ত করাইরা পরমসত্য ভগবানেয় সেবা-বিমুখ করায়, সেই সকল তৌর্য্যত্রিক (নৃত্য-গীত-বাদ্য) অবশ্যই পরিহার করা আবশ্যক। উহা উপপাতকের মধ্যে পরিগণিত। কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত পাষণ্ডি-হিন্দুগণ কীর্ত্তনে নৃত্য-গীত-বাদ্যাদির

ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত নয়, বিচার করিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন। এবং বিধর্ম্মিগণের বিচারে উহা 'হিন্দুয়ানি'-পর্য্যায়ে স্থিরীকৃত হইল। তাহাদের অভিলাষ এই যে, বৈদিক ধর্ম্ম উৎসাদিত করিয়া নবীন ধর্ম্মের স্থাপন করিলে তাহাদের মর্য্যাদা বর্দ্ধিত ও ধর্ম্মপালিত হয়। তজ্জন্য নবদ্বীপ-নগরের নিষ্ঠাবিশিষ্ট কীর্ত্তনকারী অধিবাসি-গণকে 'ধরপাকড়' করিয়া ব্যস্ত করিয়া-তুলিয়াছিল কাহাকেও প্রহার করিয়াছিল; এবং মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া দিয়া শাস্ত্র সদাচার-বিরুদ্ধ কদাচার প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। শাসক-সূত্রে ধর্ম্মের আবরণে উহাদের প্রজা-পীড়নের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। ভক্তগণ কাজীর অত্যাচারে কীর্ত্তন-বাদ্যাদি বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়া সকলে গোপনে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

ভগবৎকথা-প্রচারে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে কাজির পক্ষ সমর্থন করিয়া 'পাষণ্ডি হিন্দু'-নামধারিগণ নির্ব্বিশেষবাদ ও নির্জ্জন-ভজনের নামে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া মনে মনে হরিনাম গ্রহণ করিবার বিধি প্রবর্ত্তন করিতে লাগিল। ভক্তগণ কাজির অত্যাচারে নবদ্বীপ-পরিত্যাগের সঙ্কল্প মহাপ্রভুকে জানাইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর কীর্ত্তনকারিগণকে অসীম ধৈর্য্য-ধারণের উপদেশ দিয়াছেন। আবার তিনি নিজে ক্রোধে রুদ্রমূর্ত্তি হইয়া কীর্ত্তন-বিদ্বেষীর গৃহদ্বার ধ্বংস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কৃষ্ণসেবার অনুকূল সকল কার্য্য করাই শ্রীনাম-ভজনের প্রধান অঙ্গ। কৃষ্ণসেবার প্রতিকূল বিষয়ে মুখ্য বা গৌণভাবে যোগ-দান করা বা সাহায্য-করাই ভগবৎ-সেবার প্রতিকূল। সুতরাং

অনুকূল অনুশীলনের জন্যই 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'তরুর অপেক্ষা সহ্য গুণসম্পন্ন' হইবার উপদেশ। প্রতিকূলতার সাহায্যের জন্য যে ধৈর্য্য ও নিরুপাধিকতা, তাহা নাম-ভজনের সম্পূর্ণ বিরোধিনী চেষ্টা। নামাপরাধের সাহায্য করিবার জন্য যাহাদের ঐকান্তিকী চেষ্টা, তাহারাই তৃণাদপি-সুনীচ ও তরুর অপেক্ষা সহ্যগুণ-সম্পন্ন হইবার উপদেশের অপব্যবহার করে। এই অপব্যবহার যে প্রতিকূল অনুশীলন-জাতীয়, তাহা বুঝাইবার জন্য, সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণানুশীলনের জন্য শ্রীগৌরসুন্দর 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'তরু অপেক্ষা সহ্যগুণসম্পন্ন' হইবার উপদেশ দিয়াছেন। যদিও বাহিরে প্রতিকূল অনুশীলনের প্রতি উদাসীন থাকিবার ব্যবস্থা অনুকূল বলিয়া মনে হয়, তথাপি সেরূপ-কার্য্যে চেতনের বৃত্তি আবৃত করিবার দুষ্টবুদ্ধি বা অজ্ঞতাই জ্ঞাপিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধোল্লিখিত "কর্ণৌ পিধায় নিরীয়াৎ" শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক ; নতুবা ভক্তিবর্জ্জিত হইয়া অপরাধ সঞ্চয় করা হয় মাত্র। শ্রীগৌরসুন্দর ক্রোধ ও প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষা-প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছেন,—"অদ্যই বিশাল-প্রেমভক্তিবৃষ্টি করাইব, উহাই পাষণ্ডিগণের যমসদৃশ হইবে।" "মল্লানামশনির্নৃণাং" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত অসংখ্য-বিভিন্ন প্রতীতিসমূহ একাধারে তাঁহাতেই সম্ভব।

মহানগর সঙ্কীর্ত্তন—ইহা মহাবদান্য শ্রীগৌরহরির ভৌম-লীলামৃতের একটী মহাবিচিত্রতাপূর্ণ ঔদার্য্যলীলার মহাপ্রকাশ। সেদিন মহাপ্রভু সকল ব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রকাশের

সর্ব্বরসের সকল ভক্তগণকে 'যাঁহারা শ্রীগৌরলীলার বৈশিষ্ট্য আস্বাদনে ব্যাকুল ছিলেন' সকলকে মহাশক্তি প্রকাশে আকর্ষণ করিয়া কৃপা করিলেন। এবং শ্বেতদ্বীপবাসী নিত্য বৈকুণ্ঠের গৌরধামের পার্ষদগণকে তাঁহার অপূর্ব্ব ভৌমলীলামৃত, আস্বাদন করাইতে আকর্ষণ করিয়া এই মহানগর সঙ্কীর্ত্তন বিলাস। এই লীলায় শ্রীগৌরহরির সর্ব্বাদ্ভুত চমৎকারী রূপ-মাধুর্য্যামৃত, গুণ-মাধুর্য্যামৃত, লীলা-মাধুর্য্যামৃত ও ভক্ত-মাধুর্য্যামৃত নাম-মাধুর্য্যে প্রকটিত করিয়া বিভিন্ন প্রকার মহাপ্রেমরস সমুদ্রের রত্নাবলী বিভূষিত করতঃ সংকীর্ত্তন বিলাসের মাধুর্য্যামৃতে প্রকাশ করিলেন। প্রথমত তাঁহার শ্রীরূপমাধুর্য্যামৃত প্রকাশ দ্বারা ভক্তগণের তোষণ ও অভক্তগণের মোহনলীলা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার শ্রীরূপৈশ্বর্য্য-রূপ অস্ত্রদ্বারা পাষণ্ড কুলের পাষণ্ডত্ব হৃদয় হইতে উচ্ছেদ করিলেন। এত বড় রূপৈশ্বর্য্য-অস্ত্র প্রকট করিলেন যে তাহা দ্বারকার ঐশ্বর্য্যকে উদ্বেলিত করাইয়া এই ঐশ্বর্য্যের মাহাত্ম্যকে অধিকতরভাবে উদ্বুদ্ধ করাইতে প্রতিপক্ষরূপে পরস্পর উদ্ভাষিত হইতে লাগিল। লোকের গহণে তিলধারণের স্থান নাই। সেই ষোলক্রোশ নবদ্বীপ এক্ষণে অনন্ত-কোটী-যোজনে বিস্তৃত হইয়া পরিমাপাতীত হইয়া অনন্তদেবের দ্বারা অনন্তসীমত্ব প্রকট করিয়া বৈকুণ্ঠ ধামকেও ক্রোড়ীভূত করিয়া সর্ব্বোপরি বিরাজ করিতে লাগিলেন। সকলেই বৈকুণ্ঠ-স্বরূপত্ব লাভ করিয়া চতুর্ভুজ হইয়াছেন। তাঁহাদের দুইহস্তে সংকীর্ত্তন সেবার যন্ত্র আর এক হস্তে দীপ অন্য হস্তে তৈল ভাণ্ড। এত শ্রীগৌর-

হরির রূপামৃত আস্বাদনে মত্ত হইয়াছেন যে, কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিতেছেন না এবং নিজেরা যে সকলেই চতুর্ভুজ হইয়াছেন তাহাও জানিতে পারিতেছেন না। শ্রীগৌরহরি এক-লীলায় সকলের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া মহাসঙ্কীর্ত্তন রসের প্রকাশ দ্বারা নিজ রূপামৃতপানে বিকারগ্রস্তের ন্যায় উন্মত্ত করিয়াছেন। অন্য লীলায় বাহিরের সকল লোকের হস্তে মহাদ্বীপের জ্যোতিঃ ও তেজকে নিষ্প্রভ ও তাপহীন করিয়া নিজ•স্নিগ্ধ, সুশীতল কোটী-ব্রহ্ম-জ্যোতিঃকেও যেন নিষ্প্রভ করিয়া সর্ব্বোপরি কৃপাবিতরণে বিরাজ করিতেছেন। সকলকে সর্ব্ববিষয় ভুলাইয়া মহাসঙ্কীর্ত্তনে মত্ত করাইয়া মহামাদক প্রেমরস আস্বাদন করাইতে লাগিলেন। এই রূপামৃত আস্বাদন গোবর্দ্ধন-ধারণে নিত্য-সিদ্ধ-পার্ষদ নিজ-জনগণকে মাত্র আস্বাদন অপেক্ষাও যেন অধিকতর ভাবে সকলকে মহামত্ত করিয়া শ্রীগৌরহরি অত্যদ্ভুতচমৎকারী ভৌম-লীলামৃতের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিলেন। ইহা বলিতে বলিতে শ্রীল-প্রভুপাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, কি যেন এক অদ্ভুত ভাবের আবেশে বিবর্ণ হইয়া অজস্র অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে করিতে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তখন সেই শ্বেতদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণ বলিলেন—আমরাও সেই মহাসঙ্কীর্ত্তন লীলা দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছিলাম কিন্তু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর সেই লীলা যে ভাবে বর্ণন করিলেন, তাঁহার উপলব্ধি চমৎকারিতায় আমরা মুগ্ধ হইতেছি। ধন্য শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর! আপনি যে ভাবে শ্রীগৌরহরির ভৌমলীলামৃত আস্বাদনে মত্ত হইয়াছেন তাহার এক বিন্দু

আমরা পাইলে কৃতকৃতার্থ হইতে পারি। তাহা সত্য সত্যই সেদিনের সেই প্রকার রূপমাধুর্য্যী আমরা দেবলীলায় সর্ব্বক্ষণ তাঁহার শ্রীরূপদর্শন করিলেও ভৌমলীলার সেই রূপের বিচিত্রতা ও বৈশিষ্ট্য যেন অনেক বেশী। ধন্য ভৌমলীলায় যোগদানকারী ভক্তবৃন্দ। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীমুখে সেই ভৌমলীলামৃত আস্বাদনে আমাদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইতেছে। কিন্তু সেই ভৌমলীলারস আস্বাদনকারী ভক্তগণের কৃপা ব্যতীত আমাদের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। এই বলিয়া সকলে অশ্রুবিগলিত নেত্রে কৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে শ্রীশচী-অঙ্গনে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন ও কাঁদিতে লাগিলেন। তখন শ্রীল প্রভুপাদ কিছু স্থির হইয়া তাঁহাদিগকে দৈন্যমুখে শান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—সেই রাত্রির মধ্যে যে কতযুগ কাটিয়া গিয়াছিল তাহা একমাত্র শ্রীযোগমায়া ব্যতীত আর কেহই জানিতে পারেন নাই। সকলেই গৌর-সঙ্কীর্ত্তন-রসে মত্ত হইয়া মহাসঙ্কীর্ত্তনের সেবায় রত। এইভাবে শ্রীগৌরহরি সকলকে নিজরূপামৃত পানে মত্ত করিয়া মহামহাবদান্যলীলায় নিজ মহাবদান্য নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া ক্রমে কাজীর আলয়ে (কংসের অবতার) কাজীকে উদ্ধার করিতে চলিলেন।

কাজী উদ্ধারঃ—শ্রীকৃষ্ণ লীলায় শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হইয়া কংস মুক্তিলাভ করিয়াছিল। নির্ব্বিশেষবাদের প্রতীক কংস নির্ব্বিশেষ হইতে মুক্ত হইলেও প্রেমরস আস্বাদনে অযোগ্য হইয়াছিল। তাই পরমকারুণিক শ্রীকৃষ্ণ কংসকে প্রেমরসাস্বাদন

করাইতে শ্রীগৌর-লীলায় কাজীরূপে 'মামা' বলিয়া কৃপা করিলেন। নির্ব্বিশেষবাদীর বিষয়-সম্পদ মহাপ্রভুর আদেশে তদ্ভক্তগণ নষ্ট করিলে, তবে কাজীর দৈন্য ও ভয় হইল। তথাপি ভক্তগণের কৃপা ব্যতীত কাজী কৃপালাভ করিতে পারিতেছে না দেখিয়া পরমকারুণিক জীববান্ধব গৌরভক্তগণ মহাপ্রভুকে কাজীর প্রতি কৃপা করিতে আবেদন ও অনুরোধ করিয়া গৌরকৃপা-কটাক্ষ-সম্বলিত কৃপাদৃষ্টিপাত করিলেন। তখন গৌরভক্তগণের কৃপায় কাজীর হৃদয় হইতে বিদ্বেষভাব অপসারিত হইয়া শুদ্ধ হইলে শ্রীগৌরহরির কৃপায় প্রেমলাভ করিলেন। ইহাই নির্ব্বিশেষবাদ বা মায়াবাদ শোধন। ইহা একমাত্র শ্রীগৌর ও গৌরভক্ত কৃপাব্যতীত অন্যত্র অসম্ভব। ইহা শ্রীগৌরহরির ভৌমলীলামৃতের একটী মহা-বৈশিষ্ট্য। শ্রীগৌরহরির কৃপায় ও তদ্ভক্তকৃপায় কালযবনের গণসহ আবির্ভাব যে যবনকুল, তাহারাও নামাভাসে মুক্তিলাভ করিয়া কৃষ্ণনাম করিতে করিতে শ্রীগৌরহরি কৃপালাভ করিয়া হিংসা ভুলিয়া কীর্ত্তন বাধার পরিবর্ত্তে সংকীর্ত্তন সেবায় রত হইলেন। কিন্তু তখনও জরাসন্ধের গণ স্মার্ত্ত-পাষণ্ড হিন্দুগণের কৃপালাভ হইল না।

শ্রীধর গৃহে কৃপা ঃ—প্রেমপ্রদানে বিশ্ববাসীকে ভরণ-পোষণকারী শ্রীগৌরহরি সংকীর্ত্তনামৃতে অনন্ত বিশ্ববাসীকে মহা-আকর্ষণী শক্তিদ্বারা আকর্ষণ করত নিজ অসমোর্দ্ধ বিশ্ব-চমৎকারী রূপামৃত পানে মত্ত ভক্তগণ সহ গৌরহরির ভৌম-ধামাশ্রিত ভক্তগণকে নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর সমন্বিত

সঙ্কীর্ত্তন রসামৃত পানে কৃতার্থ করিতে পুষ্পময় পথ দিয়া শঙ্খবণিক, তন্তুবায় ইত্যাদি গণকে কৃপা করিয়া শ্রীধর গৃহে শুভ বিজয় করিলেন। তথায় অতিভগ্ন লৌহপাত্রস্থিত জল পান করিয়া ভক্ত-বাৎসল্যগুণের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন। সেই বাহিরের ভগ্ন লৌহপাত্রস্থিত জল ভক্তের ভক্তিরসে মহাপবিত্র ভগবৎ সেবনোপযোগী সুধাময় হইল। বাহ্যতঃ অতি অপবিত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও শুদ্ধভক্তের কোন বস্তুই মায়িক অপবিত্রতা দোষে দোষী হইতে পারে না। 'ব্যতিরেক ভাবে স্মার্ত্তমতবাদের অকর্ম্মণ্যতা প্রতিপাদন ও অন্বয়ভাবে ভক্তের অপ্রাকৃত বস্তু গ্রহণে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়, ইহা বুঝাইতে শ্রীগৌরহরির এই লীলা। দেব-লীলাতে শ্রীগৌর-বৈকুণ্ঠে প্রাকৃত ভাবের কোন দ্রব্য না থাকায় ইহা ভৌমলীলামৃতেরই বৈশিষ্ট্য প্রকাশকারী লীলা। জড়জগতে বিবিধ উপাদান ও বহু দ্রব্যের স্বচ্ছলতায় অনেক সময় দাম্ভিকতা উপস্থিত হয়। 'আমি শ্রেষ্ঠ, আমি ধনী, আমি বহুসেবোপকরণ সংগ্রহকারী, আমি খুব ভক্তিমান্ ইত্যাদি নানা কুবিচার দাম্ভিককে আশ্রয় করে। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর সে-সকল লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না বা তাহাদের দ্বারা কোন সেবা অভিলাষ করেন না। বিশ্রম্ভ-সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের বিষয় শ্রীভগবান্‌কে জাগতিক বিচারের 'গৌরব' বাধ্য করিতে সমর্থ হয় না। দরিদ্র ভক্তের প্রদত্ত সামান্য বস্তুকেও ভগবান্ বলপূর্ব্বক আদরের সহিত গ্রহণ করেন।

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই ভগবৎসেবা-তৎপর। যে-কালে

মানবের সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-সেবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, সে-কালে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ধন্য হ'ন। ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বদাই লোকের মঙ্গল-পরাকাষ্ঠা চিন্তা করিতে গিয়া—"কৃষ্ণে অনুরাগ বৃদ্ধি হউক' এরূপ শুভেচ্ছা পোষণ করেন। সেবা-দ্বারাই সেব্যের প্রীতি-বিধান হয়। সেব্যের অভীষ্ট-সাধনের যত্নের নামই 'ভক্তি'। এই বোধ পরম সৌভাগ্যবন্ত জনগণের হৃদয়ে প্রকাশিত আছে। যাহারা ভাগ্যহীন, তাহাদের ভগবৎ-সেবার উপাদেয়তা উপলব্ধির বিষয় না হওয়ায়, তাহারা বিদগ্ধ-ললাট। ভগবান্ সেই ভাগ্যহীন জনগণকে স্বীয়-দাস্য প্রদান করেন না। ভগবানের নিকট 'সেবা' প্রার্থনা করিলে অন্তকালে অন্তর্জ্জলি সময়ে 'নারায়ণ' শব্দ উচ্চারণের ও গঙ্গাজলে নিমজ্জনের সৌভাগ্য লাভ ঘটে। তৎফলে মুক্তি লাভ হয়। তৎপরে ভক্ত কৃপায় 'সর্ব্ববন্ধের' বিনাশ হইলে তবে শ্রীকৃষ্ণের দাস্য লাভ করিতে পারে। "জীবগণ মুক্ত হইয়া মায়া হইতে স্বাধীনভাবে লীলাময়বিগ্রহ ভগবানের নিত্য সেবা করিয়া থাকেন। লালা-বিশেষ গ্রহণ ব্যতীত মানবের নশ্বর ক্রিয়ায় যে সেবা দেখা যায়, তাহা ক্ষণভঙ্গুর। নিত্যলীলাময়ের স্বরূপ বা বিগ্রহের আদর করেন। নিত্যমুক্তজনগণও লীলাতনুধৃক্‌রূপি-ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন।" ভাষ্যকারগণের মধ্যে আদিপুরুষ সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণুস্বামী এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের ও শ্রীমন্নিত্যানন্দের বিশ্বরূপ দর্শন—শ্রীমন্মহাপ্রভু এক্ষণে ঐশ্বর্য্যপ্রধান গৌর-নারায়ণের ভাবকে প্লাবিত করিয়া মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা

বিতরণার্থে গোপীভাবে বিভোর হইয়াছেন দেখিয়া তৎসেবার্থে সেই মনোঽভীষ্ট সেবা প্রপূরণার্থে আচার্য্য তদীয় সত্ত্বাস্থিত ব্রজের সদাশিবাবিষ্ট গোপাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তদন্তর্গত মহাবিষ্ণুস্বরূপে বিশ্বের উপাদান-কারণে গৌরসুন্দরের গোপীপ্রেম গ্রহণোপযোগী করিতে বিশ্বরূপ দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দ্বারকালীলায় অর্জ্জুনকে আশ্রয় করিয়া কুরুক্ষেত্রে সমাগত জীবগণকে কৃপা করিতে যেমন বিশ্বরূপ প্রদর্শন অর্জ্জুনের সখ্যরসের উপযোগী না হইলেও প্রথমে-আকৃষ্টজীবের প্রতি তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রকাশস্বরূপ ও তৎকৃপার বৈচিত্র্য প্রদর্শনার্থে প্রথম-নবীশ সাধকের উপযোগী বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়া দ্বারকালীলার বৈশিষ্ট্যোপযোগী রূপ অর্জ্জুনকে প্রদর্শন করিয়া বিশ্বরূপ ও দ্বারকেশ শ্রীকৃষ্ণের রূপ এবং রস-বৈচিত্র্য প্রকটদ্বারা অর্জ্জুনের বাঞ্ছাপূর্ণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যকে পূর্ব্বে শ্রীগীতার সর্ব্বতঃ স্থানে সর্ব্বত্র পাঠ শোধন দ্বারা যে গৌর-কৃপার অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা গৌরহরির লীলা মাধুর্য্যের বিচিত্রতা প্রকাশার্থে আচার্য্যের বিশ্বরূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা। শ্রীগৌরহরি অর্জ্জুনকে দ্বারকালীলায় যে প্রকাশ প্রদর্শন তাহা জানাইয়া তদপেক্ষা অধিক মাধুর্য্যময়ী কৃপার প্রকাশ উপাদান-কারণ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের নিজস্ব সত্ত্বার উপর প্রকট করিতে প্রার্থনা করিলেন। “জড়-জগতের যাবতীয় চিন্তা-স্রোতের প্রকাণ্ডমূর্ত্তি পুরুষোত্তমের তাৎকালিক বিশ্বরূপ; উহা নিত্য নহে বা নৈমিত্তিক অবতারের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও

লীলার সহিত সমান নহে। আধ্যক্ষিক জ্ঞানের পূর্ণবিকাশফলে বৃহত্ত্বের তাৎকালিক পূর্ণপ্রকাশমূর্ত্তি অভাবগ্রস্ত দরিদ্রের নিকট প্রতিভাত হইলে ভগবানের তাৎকালিক বিশ্বরূপ যাহা অনিত্য জগতে প্রকটিত হইবার যোগ্যতা আছে, তাহাই প্রদর্শিত হয়। অগ্নি যেমন সকল বস্তু বা বস্তুর মলকে দগ্ধ, ধ্বংস বা দ্রবীভূত করিতে সমর্থ, তদ্রূপ ভগবদ্বৈমুখ্যক্রমে যাহারা পাপ-পরায়ণ হইয়া শ্রেষ্ঠ ভাগবতগণের নিন্দা বা বিদ্বেষ করে, সেই পাপ-প্রবণ চিত্তগণের মানসিক দুর্ব্বলতা ও কায়িক তাণ্ডব-নৃত-রূপ মলসমূহ শ্রীচৈতন্যদেবের অনুকম্পালব্ধ প্রকৃত অভিজ্ঞতা-সূচক চেতনময় কীর্ত্তনাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়।”

বিশ্বের দ্রষ্টা ভগবৎস্বরূপ-দর্শনে অসমর্থ; কেননা, কর্ত্তৃত্বাভিমান প্রবল হওয়ায় পূর্ণ-বস্তু-দর্শনে জীবের অসামর্থ্য হয়। বিশ্বে প্রকাশিত অবতারীকে ‘অঙ্গ’ রূপে জানিলেন। এতদ্দ্বারা বদ্ধজীবের অনুভূতি মহাপ্রভুর পূর্ণতা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইলেও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে পূর্ণতম প্রকাশ বলিয়া জানিলেন। সঙ্কীর্ণদৃষ্টি জীবগণ তাঁহাকে বিশ্বের অন্যতম জানিলেও, বিশ্ব তাঁহার অঙ্গ—এরূপ বিশিষ্টাদ্বৈতদর্শনের পূর্ণত্ব শ্রীনিত্যানন্দেরই পূর্ণসেবাময়ী দৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবতে বিশ্বের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ-দর্শনকে ভগবত্তার গৌণ-লক্ষণেরই প্রকাশ বলিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণাবতারে ব্রজে বাৎসল্যের মূল আশ্রয় বিগ্রহকে নিজ মুখ মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন লীলা প্রকট করিলেও মাধুর্য্যের প্রবাল্যে ঐশ্বর্য্য আবৃত হইয়াছিল। কিন্তু তদপেক্ষা অধিকতর

বদান্যাবতার শ্রীগৌরলীলায় ব্রজভাবে বিভাবিত শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যকে বিশ্বরূপ-প্রদর্শন-লীলাদ্বারা মহামাধুর্য্যের সহিত মহাঔদার্য্যের সংমিশ্রণে সদাশিব ও মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীল আচার্য্যকে উপাদান কারণ স্বরূপের মধ্যে মহাপ্রভুর আবেশরূপ গোপীভাবাবেশ বিতরণের সুদুর্ল্লভ লীলামাধুরী প্রকাশই উক্ত লীলার তাৎপর্য্য। কিন্তু মিমিত্তকারণাবতারী শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাসংযোগ ব্যতীত উক্ত লীলার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তির অসম্ভাবনায় নাম-প্রেম-প্রচাররত শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকেও আকর্ষণ পূর্ব্বক সেই সুদুর্ল্লভ প্রেম প্রদাতৃস্বরূপের প্রকাট্য সম্ভবার্থে নিমিত্ত ও উপাদান-কারণকর্ত্তৃ প্রভুদ্বয়ের মধ্যে নিজ অনর্পিত প্রেমপ্রচারণ শক্তি অর্পণ পূর্ব্বক তদাবেশের প্রাকট্যই বিশ্বরূপ প্রদর্শনের গৌরলীলার বৈশিষ্ট্য। নিমিত্ত ও উপাদান সংযোগে প্রকাশিত জগতে শ্রীগৌরহরির অনর্পিত-চর প্রেমপ্রচারণ ও আবেশের প্রকটনই এই লীলার গূঢ় রহস্য। মহাপ্রভুর তত্ত্বজ্ঞাতা শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে এই বিশ্বরূপ প্রদর্শন কার্য্য উক্ত তাৎপর্য্যবিহীন হইলে শ্রীগৌরহরির অবতারবৈশিষ্ট্য ও মহাবদান্যলীলার বিশেষ পোষক হইত না। ইহার তাৎপর্য্য পরবর্ত্তি বর্ণনের মধ্যে শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর মহাশয় সুকৌশলে ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন। তাহা শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রেম কলহ বর্ণনে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্য শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে বলিলেন—"শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ লীলায় প্রবেশার্থ জগতের কাহারও সাধ্য ও শক্তি নাই,

কেবল তোমার প্রেমোন্মত্ততা ও শ্রীগৌরহরির আকর্ষণ। তিনি সমস্ত বাধাবিঘ্ন ও আবরণ উন্মোচন করিয়া গৌর প্রেমে-মহামত্ত ও অবধূত লীলাভিনয়কারী। তাঁহাকে কেহ যেন বৈধ-জীব-শাসক বর্ণাশ্রমান্তর্ভুক্ত সন্ন্যাসী বলিয়া মনে না করেন। তিনি বিধির গণ্ডী ও জাতি উত্তীর্ণকারী ও প্রেমাস্বাদী ভগবৎ প্রকাশাবতারী। তাঁহাকে জাগতিক বৈধ বর্ণাশ্রমান্তর্ভুক্ত জীবকোটি দর্শন মহা অপরাধ জনক। কিন্তু সাধারণ বৈষ্ণব সভায় তোমার প্রেমময় ব্যবহার অবোধ্য। তাহারা তোমার মাহাত্ম্য অবগত হইতে না পারিয়া অপরাধ করিলে জগতের মঙ্গল হইবে না। অতএব তোমার মহাকৃপার গ্রাহক কি প্রকারে সম্ভব? তদুত্তরে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু দৈন্যভরে বলিলেন—তুমি বসিয়া নিশ্চেষ্টভাবে আমার প্রভুর প্রতাপ দর্শন কর। আমি ঠাকুরের ভাই, তৎকৃপায় তাঁহার প্রতাপে আমাদের উভয়ের বাল্যলীলায় প্রকটিত নিমিত্ত ও উপাদান রূপ-স্কন্ধে দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপিত বলিয়া মায়িক বিক্রম চূর্ণ বিচূর্ণ করিব। আমি আমার প্রভু ঠাকুরের কৃপায় মায়িক অবরতা বিধৌত (অবধূত) করিয়া তাঁহার প্রেম প্রচারের সেবা-ভার পাইয়াছি। তৎপূর্ব্বেই তিনি প্রেমরস-মদিরা পানে আমাকে মহামত্ত করিয়াছেন এবং তিনি বিশ্বরূপ প্রকটে সর্ব্বত্র সেই প্রেম প্রদান লীলার সার্ব্বত্রিকত্ব সর্ব্বতঃ ব্যাপৃত করিয়া তোমাকে নিজমুখনিঃসৃত গীতার পাঠকেও উল্‌টাইয়া দিয়া নিজ অন্তঃকরণ ব্যক্ত করিয়াছেন। অদ্য বিশ্বরূপ প্রদর্শনদ্বারা তোমাকে ব্রজভাবে বিভাবিত করিয়া

ও আমাকেও আকর্ষণ করিয়া উভয়কে তাঁহার গূঢ় রহস্য-জ্ঞাপন ও শক্তিসঞ্চার করিলেন। তিনি তোমার দ্বারা উপাদান কারণে ভক্তিপ্রচারকার্য্য ও শক্তি অর্পণদ্বারা গৃহস্থগণের পরমপ্রয়োজনশিরোমণি প্রেমপ্রদানকার্য্য করাইতেছেন এবং আমার দ্বারা পরমহংসকুলেরও দুষ্প্রাপ্য সেই প্রেমপ্রদানকার্য্য করাইতেছেন। এ কারণ আমার প্রভাব দেখিয়াও সকলের উপর প্রভুত্ব শক্তি অর্পিত হইলেও তোমার কৃপা-বৈশিষ্ট্যই অধিকতর জীবমঙ্গল দায়ক। অতএব আমাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রেমকলহে ব্যজ-স্তুতি করিতেছ, তাহা অকারণ। কারণ স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্ত গৃহীকে কৃপা করা অধিকতর মাহাত্ম্যসূচক। তখন শ্রীআচার্য্য ক্রোধ-প্রতিম প্রেম-কলহ-লীলার অভিনয়ে নিজ তেজ প্রকাশপূর্ব্বক সেই তেজালোকে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রকাশ করিতে দিগাম্বর অর্থাৎ মায়িক উপাদান উন্মোচন করিয়া অপ্রাকৃত বাণীদ্বারা প্রকাশে মনন ধর্ম্মের বাধা অপসারিত করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুকে নিন্দাকারীগণের প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। যাহারা "সুদুর্ব্বিজ্ঞেয় নিত্যানন্দ প্রভুকে মাৎসর্য্য-বশে মৎস্য-মাংসাশী ও সন্ন্যাসী বলিয়া নিন্দা করে, তাহাদেরও মঙ্গলার্থে আমি মায়িক-উপাদানরূপ বস্ত্র উঠাইয়া লইয়া শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব প্রকাশ করিব ; ইহাই আমার সেবা। জগতের সকলেই তোমার কৃপায় গৌরপ্রেমরসার্ণবে প্লাবিত হউক। আমার প্রেম প্রদানের শক্তি নাই (দৈন্যাত্মক)। তখন কেহ তোমাকে মনুষ্য-বুদ্ধি করিয়া পিতামাতার শুক্রশোণিতেজাতত্ব

মায়িক-ব্রহ্মাণ্ড-বাসী জীবমাত্র বলিতে পারিবে না। তোমার তত্ত্ব কে জানিতে পারে ? একমাত্র মহাপ্রভুই তোমাকে আনিয়া আমাদিগকে জানাইতেছেন আর শ্রীবাসপণ্ডিতই পরমবান্ধব, তিনি গৌরপার্ষদ, তিনি মায়িক জাতীর অতীত। তিনি কৃপা করিয়া তোমাকে আনিয়া সকলকে মহাকৃপা-করিয়া গৌরপ্রেম প্রদান করিতেছেন। তাঁহার কৃপায় ও স্বেচ্ছায় কৃপা-প্রকাশার্থে এই অবতার। এই গূঢ়রহস্য জ্ঞাত না হইয়া বাহ্যদর্শনে ও বিচারে শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুদ্বয়কে জানিতে গেলে, মহা অপরাধেই পতিত হইতে হইবে। বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে অচিন্ত্যভেদাভেদদর্শন কেবল সদ্‌গুরু কৃপায়ই সম্ভব। বিশেষতঃ সুগূঢ় সুদুর্ব্বিজ্ঞেয় শ্রীচৈতন্য ও তৎভক্তের তত্ত্ব ও লীলাবৈশিষ্ট্য গৌড়ীয়-রূপানুগ-গণের কৃপা-ব্যতীত অন্যের দুর্ব্বোধ্য।

দুঃখী ও সুখী—শ্রীবাস-গৃহের পরিচারিকা হইয়া দুঃখী শ্রীগৌরসুন্দরের জন্য গঙ্গোদক আনিয়া দিয়া ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন। তদনুষ্ঠান-ফলে ভগবান্ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া 'দুঃখী'কে 'সুখী' নামে অভিহিত করেন। উচ্চ বংশ, সুন্দর রূপ, প্রচুর ধন বা বিদ্যার প্রতিভা প্রভৃতি অবলম্বন করিলে ভগবৎপ্রীতি উৎপন্ন হয় না; পরন্তু তাঁহার অনুকূল অনুশীলনে প্রেমনিষ্ঠ হইলেই ভগবান্ সন্তুষ্ট হ'ন। পরিদর্শক সম্প্রদায় দূর হইতে বিচার করিতে গিয়া ভগবানের প্রেমনিষ্ঠ ভক্তগণের নিম্নাবস্থান বিবেচনা করিলে বৃথা অভিমান-মাত্র হয়।

"শোকশান্তন"—একদিন শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভু কীর্ত্তন-বিলাসে মত্ত থাকিলে শ্রীবাসপুত্রের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিল। অকস্মাৎ নারীগণের ক্রন্দন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্রীবাস গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক ঠাকুরের নৃত্যকালীন প্রেমানন্দ-ব্যাঘাতকারক মায়িক ব্যবহার ভক্তগণের না থাকিলেও নরলীলা অভিনয়ার্থে আগত শোক-ক্রন্দন কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ করিতে বলিলেন; নতুবা গঙ্গাজলে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জনের ভয় দেখাইলেন এবং প্রভুর কীর্ত্তনে পরমোল্লাসে যোগদান করিলেন। অন্তর্য্যামী প্রভু নিজ চিত্তে আনন্দের অভাবের ছল উঠাইয়া শ্রীবাস গৃহে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে ভক্তগণ সমস্ত বিষয় প্রভু-স্থানে নিবেদন করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীবাসের প্রভু-প্রীতি-চেষ্টা দর্শনে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অতঃপর মৃত বালককে সম্বোধন করিয়া তাহাকে শ্রীবাস-গৃহ ত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মৃতশিশু উত্তর করিল যে,—তাহার ঐ দেহে যতদিন নির্ব্বন্ধ ছিল, সে তাহা ভোগ করিয়া অন্যত্র যাইতেছে,—সকলেই আপনাপন কর্ম্মফল ভোগ করে, পিতা-মাতা-পুত্রাদি-সম্বন্ধ বৃথা। মৃত-পুত্রের মুখে তত্ত্ব-কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীবাস-গোষ্ঠীর শোক দূর হইল। সকলেই প্রভুর চরণ ধরিয়া বিনয়-সহকারে বিবিধ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ প্রেমানন্দে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসকে সংসারের রীতির কথা জানাইয়া তাঁহারা দুইভ্রাতা শ্রীবাসের পুত্ররূপে অবস্থান করিতে অঙ্গীকার করিলেন।

শ্রীবাসপণ্ডিতের মাহাত্ম্য জগতে ঘোষণা করিতে মহাপ্রভুর

এই লীলা। সাধারণ দরিদ্র-গৃহস্থের ন্যায় অবস্থান করিয়া শ্রীগৌরহরির-লীলাপুষ্টিই তাঁহার সংসার। তিনি বাৎসল্য-রসে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নিত্যসেবক। সেই অপ্রাকৃত সেবারসাস্বাদনপর শ্রীবাসের-ভৌমলীলার অভিনয়েও নরলীলার অভিনয়-সুলভ মাধুর্য্য আবরণ করিতে অসমর্থ। মহা-ঔদার্য্যময় শ্রীগৌরনিত্যানন্দের প্রতি আসক্তি হইতে লব্ধ গৌরনিত্যানন্দের নৃত্য দর্শনানন্দ পরলোক গমনকারী ভক্ত-বিরহও মহাভাগ্যবান শ্রীবাসপণ্ডিতকে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি নিত্য বাৎসল্য-রসের আশ্রয় হইয়া নিত্য-বিষয়বিগ্রহ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের আলম্বনোদ্ভূত রসাস্বাদে মগ্ন ছিলেন। ইহাই ভক্তগোষ্ঠীতে প্রকাশ করিতে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ তাঁহার নিত্য-পুত্ররূপে সেবাগ্রহণ-বরদানে প্রকাশ করিলেন। দেব-লীলায় অন্য পুত্রের ঐ প্রকার সম্ভাবনাভাবে উক্ত বাৎসল্য-রসের চমৎকারিতার অপরিস্ফুটন থাকায় ভৌমলীলায় বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপনই এই লীলার তাৎপর্য্য।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর অন্ন গ্রহণ—একদিন মহাপ্রভুর শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর নিকট অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শুক্লাম্বর উহা মহাপ্রভুর ছলনা মাত্র জ্ঞান-পূর্ব্বক প্রভু-সমীপে অনেক কাকুতি করেন; কিন্তু প্রভুর পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা-দর্শনে শুক্লাম্বর ভক্তগণ-সমীপে বিধান জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা শুক্লাম্বরের ভাগ্যের প্রসংশা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার ভক্তোচিত-দৈন্যের সমর্থন করিয়া আলগোছে রন্ধন করিয়া দিবার জন্য যুক্তি প্রদান করিলেন। শুক্লাম্বর স্নান

সমাধান করিয়া উত্তপ্ত জলে তণ্ডুল ও থোড় প্রভৃতি অসংস্পৃষ্টভাবে প্রদান পূর্ব্বক শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে থাকেন। তখন শ্রীলক্ষ্মীদেবী ভক্ত-অন্নে কৃপাদৃষ্টি প্রদান করিলেন। ভক্তভাবাবিষ্ট প্রভু আপ্তগণ-সঙ্গে শুক্লাম্বর-গৃহে আগমন-পূর্ব্বক নিজ হস্তে অন্ন গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিলেন ; তৎপর-স্বয়ং ভোজন করিতে করিতে অন্নের স্বাদুতার প্রসংশা করিতে লাগিলেন। যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু ব্রহ্মার পবিত্র যজ্ঞে ভোজন করিয়া থাকেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী নানাস্থান হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেন। বাহ্যদর্শনে সেই তণ্ডুলের স্পর্শ-দোষাদি বিজড়িত ছিল। ভিক্ষা দ্বারা অনেক সময় অক্ষত তণ্ডুল সংগৃহীত হয় না বলিয়া স্মার্ত্ত-গৃহস্থগণ ভিক্ষুকের দ্রব্য গ্রহণ করেন না। অক্ষত তণ্ডুল স্পর্শদোষদুষ্ট তণ্ডুল অপেক্ষা পবিত্র বটে কিন্তু ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল তদপেক্ষা আরও পবিত্র ; যে হেতু উহা ভাগবৎ-কৃপা-লব্ধ দান মাত্র। আপাত-দর্শনে তাহাতে স্পর্শ-দোষাদির বা মর্য্যাদা-পথের লঙ্ঘন দৃষ্ট হয় বটে ; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্ত্তিত বিচারে মহাপ্রসাদে হৃদয়ের পবিত্রতাই প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয়। ইহা জানাইতে মহাপ্রভু উহা বিষ্ণুকে নিবেদন করিলেন। জাগতিক নানাবিধ সুস্বাদু উৎপাদক দ্রব্যের সংমিশ্রণ ও প্রক্রিয়া ব্যতীত অপ্রাকৃত ভক্তিবৃত্তিদ্বারা তদাত্ম্য-সম্পন্ন অপ্রাকৃত বস্তুই শ্রীভগবানের প্রীতিউৎপাদক।

আঁখরিয়া বিজয় দাসকে বৈভব-প্রদর্শন—মহাপ্রভু শুক্লাম্বর গৃহে ভোজন করিয়া ভক্তগণসহ তথায় শয়ন

করিলেন। মহাপ্রভু বিজয়ের গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া নিজ অপ্রাকৃত মহা ঐশ্বর্য্যময় রূপ প্রদর্শন করিলেন এবং নিজাঙ্গে সন্নিবিষ্ট মহাজ্যোতির্ম্ময় অপ্রাকৃত রত্ন-আভরণ ও রত্ন-মুদ্রিকাদি প্রদর্শন করিলেন, বিজয় সেই মহা ঐশ্বর্য্যময় বৈভব দর্শনে হুঙ্কার করিয়া উঠিলে মহাপ্রভু নিবারণ করিলে বিজয় মূর্চ্ছিত হইলেন। মহাপ্রভু বিজয়কে চেতন করিলেন। বিজয় সাতদিন পর্য্যন্ত আহার-নিদ্রাদি দেহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আত্মানন্দে বিভোর হইয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর বাণী-প্রচারোদ্দেশ্যে বহু গ্রন্থ লিখিয়া দেওয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দদায়ক সেবায় প্রসন্ন হইয়া বিজয়কে তাহার পরিশ্রমেরও সেবা-সহায়ক কার্য্যের পারিতোষিক স্বরূপ উক্ত বৈভব প্রদর্শন লীলা। ইহা ভৌমলীলার একটী বিচিত্রতা।

বৈকুণ্ঠ-লীলায় প্রত্যেক অবতার ও অবতারীর বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে নিজ নিজ ভক্তসহ সেই সেই অবতারের লীলা নিত্য বিরাজিত। কিন্তু এই অত্যদ্ভুত ভৌমলীলায় মহাপ্রভু সকল অবতার ও অবতরীগণেরও অবতরী সকল অবতার ও অবতরী-বর্গের লীলা শ্রীনবদ্বীপ লীলায় নিজেই প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে তাহা সংবরণ করিতেন। কিন্তু এই ভৌম নবদ্বীপ লীলায় বলদেব ভাবেরই মাধুর্য্য ভক্তগণকে অধিকক্ষণ ও অধিকভাবে বিতরণ করিতেন। কোন দিন বলরাম ভাবে অপ্রাকৃত বারুণী মদ যাচ্ঞা করিলে ভক্তগণ অপ্রাকৃত গঙ্গাবারি দ্বারা সান্ত্বনা করিতেন। ক্রমশঃ দশাবতারের রস বৈচিত্র্য প্রকটন করিয়া পর পর উৎকর্ষভাবে

বিভাবিত হইতেন। এক্ষণে বলদেবের চতুর্ব্ব্যূহাত্মক ভাবের মূল সঙ্কর্ষণ ভাবে দ্বারকার প্রদ্যুম্নাদির ভাবে বিভাবিত কৃষ্ণ পুত্ত্রগণকে বলদেব লীলায় যে শাসনাদির ন্যায় ভাব প্রকাশ করিতেন। ক্রমে মাথুর বিরহে ব্রজভাবের রসমাধুর্য্য-চমৎকারিতা যাহা গৌরলীলার মহাবদান্যতার নিদর্শন তাহা প্রকটোদ্দেশ্যে ব্রজভাবে বিভোর হইয়া নিরন্তর 'গোপী গোপী' বলিতে লাগিলেন। তিনি অন্য অবতারাবলীর লীলা প্রকাশ করিলেও এই লীলায় তাহার তীব্রতা, বৈশিষ্ট্য ও বিচিত্রতা ভৌমলীলামৃতকে অধিকতর মাধুর্য্যময়ী করিয়া প্রকটিত হইত।

গোপী-ভাবাবেশ—একদিন মহাপ্রভু গোপীভাবে বিভাবিত হইয়া 'গোপী' 'গোপী' উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর আপনাকে বৃন্দাবন-বাসিনী গোপতনয়াজ্ঞানে শ্রীবার্ষভানবীকে উদ্দেশ করিয়া সম্বোধন করিতেছেন। ইহা শ্রীগৌরহরির নবদ্বীপলীলার পরিশিষ্ট উৎকৃষ্ট রসাস্বাদন ও বিতরণের পূর্ণ অভিব্যক্তির উদ্দেশক লীলা। কোন পাঠার্থী ব্রাহ্মণবটু গৌর-ভগবানের হৃদগত মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাকে বলিল—"কৃষ্ণ-নামই সংসার হইতে উদ্ধার-লাভের তারক-মন্ত্র, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তুমি কেন 'গোপী-নাম' উচ্চারণ পূর্ব্বক বিপথগামী হইতেছ?" বালক পড়ুয়া জানিত না যে, কৃষ্ণের আশ্রয়-বিগ্রহ গোপীর আনুগত্য-রহিত করিয়া কৃষ্ণ-পাদপদ্ম পাওয়া যায় না; বিশেষতঃ ঐ নির্ব্বোধ পড়ুয়া শ্রীমদ্ভাগবতের "আহুশ্চ তে

নলিননাভ” শ্লোকের আলোচনা না করায় প্রায়শ্চিত্তার্হ স্মার্ত্ত ব্যবস্থাপকের ন্যায় যে বিচার-মুখে শ্রীগৌরসুন্দরকে কৃষ্ণ বলাইবার যত্ন করিয়াছিল, তাহাতে শ্রীগৌরসুন্দরের রস-বিপর্য্যায় ঘটায় শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী যেরূপ রামচন্দ্রপুরী নামক বিপথগামী শিষ্যকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাপ্রভু উক্ত পড়ুয়ার প্রতি ব্যবহার দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। যে, কৃষ্ণ ‘দস্যু’ অভিলাষিণী সূর্পণখার কর্ণ-নাসিকা ছেদনকারী, বালীর অন্যায়পূর্ব্বক হন্তা ও বলিকে সর্ব্বস্বগ্রহণ-পূর্ব্বক পাতালে প্রেরক—সেই কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিলে আমার কি লাভ ঘটিবে ? অর্থাৎ গোপীর আনুগত্য ব্যতীত সূর্পণখা ভগবানে অভিলাষিণী হইলেও গোপীর আনুগত্য বিহীন রসাভাসদুষ্ট ও অহংগ্রহোপাসককে নাসিকা-কর্ণাদি জড়েন্দ্রিয়গুলিকে ছেদন করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়াবাদের পরিণাম পরিস্ফুটিত করিয়া শিক্ষা প্রদান করিলেন। ভক্ত-আনুগত্য না করায় মহাবলশালী বালীকে বধ করিয়া ভক্তপক্ষপাতিত্ব, ভক্তবাৎসল্যগুণ প্রকট করিয়া ভক্তানুগত্যের মহিমা প্রকাশ করিলেন। ভক্তের আনুগত্য বিহীন সর্ব্বগুণ ও বলে বলীয়ান বলির দাতা-অভিমান চূর্ণ করিয়া শ্রীপ্রহ্লাদানুগত্যে শরণাগত হইয়া ভজন-চাতুর্য্য শিক্ষা প্রদান করিলেন। সর্ব্বত্রই আনুগত্য বিহীন সর্ব্বরসেরই অপূর্ণতা ও দোষ প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বাচার্য্য প্রভু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বোত্তম রসমাধুর্য্যের আকরস্থানীয়া গোপী মাহাত্ম্য ও তদানুগত্য শিক্ষা প্রদানোদ্দেশ্যেই এই লীলা করিয়াছিলেন। অতএব সেই গোপী-আনুগত্য-বিহীন কৃষ্ণনাম-ভজনকারীর

দোষ প্রদর্শন করিয়া তত্বপদেষ্টাকে দণ্ড প্রদান করাই এই লীলার গূঢ় রহস্য। তাহা এই প্রণয়-কলহ-সূচক বাক্যাদি প্রয়োগ করিতে করিতে মহাপ্রভু পড়ুয়াকে তাড়ন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের মঙ্গলময়ী উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার উদ্যত লগুড়াঘাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অতীব ভীত ও শঙ্কিত হইয়া উক্ত পড়ুয়া পলায়ন করিল। এবং তাহার ন্যায় অল্পবুদ্ধি পণ্ডিতাভিমানী জনগণের নিকট আসিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের আচরণ বলিলে, তাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রাকৃতবুদ্ধি করিয়া তৎপ্রতিকারে তাহার প্রতিদান সঙ্কল্প করিল।

সর্ব্বঅন্তর্য্যামী প্রভু উক্ত পাপী পাষণ্ড পড়ুয়াগণের দুর্ব্বুদ্ধির বিষয় অবগত হইয়া পার্ষদগণের নিকট বলিলেন—বৈদ্যক-শাস্ত্রে কফপীড়িত-ধাতু ব্যক্তিকে সুস্থ করিবার জন্য 'পিপ্পলিখণ্ড' নামক ঔষধের ব্যবস্থা আছে। উক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে গিয়া তাহার বিপরীত ফল দর্শন করিলাম। সাংসারিক ভোগি-সম্প্রদায় ভোগবিবর্দ্ধনের জন্যই কল্পিত ভগবানের উপাসনা করে; ভগবানের প্রীতির জন্য তাহারা কোন অনুষ্ঠান না করিয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-সাধনেই ব্যস্ত হয়। স্বীয় ভোগকেই তাহারা প্রয়োজন জ্ঞান করে,—সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণ'প্রেম-সেবা'র কোন সন্ধানই পায় না। শুদ্ধ ভক্তির অনুষ্ঠান বুঝিতে না পারিয়া ভগবদ্ভক্তিকে বিপরীত ব্যাপার জানিয়া ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের মঙ্গলময়ী হরি কীর্ত্তনের সুবিধানকে পাপচিত্ত জনগণ বুঝিতে না পারিয়া নিজ আত্মবিনাশ-কার্য্য আরম্ভ

করিল। তাহারা উত্তরোত্তর অধিকতর অপরাধে নিমগ্ন হইল। ভগবদ্বিদ্বেষ-ফলে ও ভগবদ্ভক্তের সেবা-বোধের অভাব-হেতুই তাহাদের এরূপ দুর্গতি ঘটিল। আমি জগৎ উদ্ধার করিতে অবতার গ্রহণ করিয়াছি কিন্তু দেখিতেছি উদ্ধারের পরিবর্ত্তে রুদ্রের সংহার কার্য্যই আরম্ভ হইল। কোথায় আমাকে দর্শন করিয়াই জীব উদ্ধার লাভ করিবে, তৎপরিবর্ত্তে আমাকে প্রাকৃত বুদ্ধিতে দর্শনের ফলে অপরাধে আরও বন্ধন কোটিগুণে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল অতএব ইহাদের উদ্ধারের জন্য আমি 'সন্ন্যাস' গ্রহণ করিব।

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ—এই ত্রিবিধ আশ্রমস্থিত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনে পরস্পর বিরোধ-ধর্ম্ম পোষণ করে। সম্যক্‌রূপে সকল ত্যাগ করার নাম—সন্ন্যাস। কর্ম্মফল ত্যাগ করিলে 'কর্ম্মসন্ন্যাস, যাবতীয় জাগতিক জ্ঞান পরিহার করিলে 'জ্ঞানসন্ন্যাস', যাবতীয় বস্তুর সেবা-গ্রহণ প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ভগবৎ সেবোন্মুখ হইলেই ভক্তিপথে সন্ন্যাস সিদ্ধ হয়। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—কর্ম্মসন্ন্যাসীর প্রাপ্য, মোক্ষ—জ্ঞানসন্ন্যাসীর প্রাপ্য। দুর্ব্বল অজিতেন্দ্রিয় নানা দোষ দুষ্ট ব্যক্তির পক্ষে কলিকালে কালাধীন এই দুই সন্ন্যাস বিবর্জ্জিতের ব্যবস্থা। কৃষ্ণপ্রেমা—ভক্ত সন্ন্যাসীর প্রাপ্য। ভক্তির প্রবল অপ্রতিহতা শক্তির উপর কালের প্রভাব না থাকায় ভক্তির সকল বিচার ও ব্যবহারই অপ্রাকৃত হওয়ায় নিত্য। অতএব কলিতে ভক্তি সন্ন্যাসের নিষেধ নাই। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে কাহারও কিছু ব্যাঘাত হয় না; যেহেতু সন্ন্যাসীর প্রার্থনীয় কোন বস্তু

অপরের লোভনীয় নহে। সন্ন্যাসীকে তৎকালে 'কলিধর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল না হওয়ায় কেহ আক্রমণ করিত না'। সন্ন্যাসীকে 'ভিক্ষুক' জানিয়া সকলে দয়ার পাত্র জ্ঞান করে। অতএব সন্ন্যাস করিয়া তাহাদের গৃহে ভিখারী হইলে তাহারা সন্ন্যাসি-দর্শনে চরণস্পর্শ করিয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম করিবে, তাহা হইলেই তাহাদের অপরাধ দূর হইয়া ভক্তিলাভ হইবে। এই জীব-উদ্ধারের সঙ্কল্প মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট বর্ণন করিলেন। শ্রীশচীমাতার দুঃখ স্মরণ করিয়া বাৎসল্য-রস-রসিক শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অন্তর বিদীর্ণ হইলেও মহাপ্রভুর মহাবদান্যলীলার ও প্রেমপ্রচারণ কার্য্যে মঙ্গলময় ব্যবহারে কাহারও বাধা দিবার সাধ্য নাই বা উচিৎ নহে—ইহা জানাইলেন। শ্রীমুকুন্দ বলিলেন—প্রভু তোমার কার্য্যে কে বাধা প্রদান করিতে পারে ? তবে আমাদের অনুরোধে আরও কিছুদিন নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন লীলার ব্যবস্থা করুন। কারণ সকল জীব এখনও কৃতার্থ হইতে পারে নাই। শ্রীগদাধর প্রভু বলিলেন—"গৃহস্থ হইলে কি বিষ্ণুভক্তি হয় না ? ইহাই কি বেদের উদ্দেশ্য ? সুতরাং হরিভক্তির আদর্শ দেখাইতে গিয়া কেবলাদ্বৈতবাদীর ন্যায় শিখা-সূত্র ত্যাগ করিলেই কি অধিকতর শ্রেষ্ঠত্ব হয় ? গৃহস্থধর্ম্মে থাকিয়া হরিভজন করিলে জননী সন্তুষ্ট হন। বন্ধুবান্ধব সকলেই আনন্দিত হন।" সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ শ্রীগৌরশক্তি মধুররসের অন্তরঙ্গ সেবকের শান্ত-রসোচিত সন্ন্যাসে 'রসাভাস' দোষ প্রদর্শন করিলেন। শিখা-সূত্র মুণ্ডণেরও প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু

কর্ম্মী ও জ্ঞানী সন্ন্যাসিগণ ভোগ পরিত্যাগ করিয়া ত্যাগের আশায় (মায়িক বন্ধনসূত্রে ও মায়িক শিক্ষারূপ) শিখা-সূত্র বর্জ্জন করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীশিখা-পরিত্যাগ মায়াবাদি-জ্ঞানিগণকে দেখাইবার জন্য। ত্রিদণ্ডিগণ শিখা-সূত্র ভগবানের সেবায় নিয়োগ করেন। তজ্জন্য তাঁহারা শিখা-সূত্র রাখিয়া ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-বিচারাবলম্বনে শ্রী-সম্প্রদায়ের ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী, শ্রীগদাধর-শাখায় শ্রীবল্লভাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজাচার্য্য ও শ্রীনিম্বাদিত্য সকলেরই শিখা-সূত্র-যুক্ত সন্ন্যাস। মাধ্ব-সম্প্রদায়ের তীর্থগণের মধ্যে শিখা-সূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা আজও প্রচলিত আছে।

মাধ্ব-গৌড়ীয়-বিচারে ব্রজবাসী ষড়্‌গোস্বামী শ্রীউপদেশামৃতের বিচারে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং পারমহংস বিচারে কাষায় বস্ত্রও কেহ কেহ গ্রহণ করেন নাই।

সুতরাং তাঁহাদের পরমহংসাবস্থা জানিতে হইবে। তাই বলিয়া বিবিৎসা-সন্ন্যাসে ত্রিদণ্ডিগণ কাষায় বসন পরিত্যাগ করিবেন না। তাঁহাদের গুরুবর্গ কাষায়-বস্ত্র-ধারণের অন্তর্গত নহেন। কাষায়-বস্ত্র-সংরক্ষণেও পরমহংসাচারের ব্যাঘাত ঘটে না। শিখা-সূত্রসহ পরমহংসগণই শ্রীগৌরচন্দ্রের আশ্রিত পরমহংস-পথের পথিক হইয়া শিখা-সূত্র বর্জ্জন করেন না—ইহাই 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা'। প্রতিকূল সংসার অবশ্য ত্যাজ্য—ইহা শিক্ষা দিবার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপের ঈর্ষাপরায়ণ বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গ বর্জ্জন করিলেন।

আর একটি উদ্দেশ্য এই যে—অবৈধ গৃহস্থের ধর্ম্মেপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যে প্রাকৃত-সহজিয়া-ধর্ম্ম আজকাল ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, উহা হইতে উন্মুক্ত হওয়ার পরামর্শ দেওয়াও শ্রীগৌরসুন্দরের উদ্দেশ্য ছিল। সর্ব্বক্ষণ সকল আশ্রমে থাকিয়া হরিভজন করাই প্রত্যেক মানবের কর্ত্তব্য। অনুকূল সংসার মনে করিয়া ভক্তির প্রতিকূল স্মার্ত্তধর্ম্মের আনুগত্যে শ্রাদ্ধতর্পণাদি অদৈব সমাজের অনুকূলে ভগবদ্ বিরোধী জনগণের সম্মানাদি দিতে গেলে ভগবদ্ভক্তের মর্য্যাদা অনভিজ্ঞের চক্ষে ক্ষুণ্ণ হয়—এই সকল দেখাইবার উদ্দেশ্যেই শ্রীগৌরসুন্দর বিধিমতে বিধির মর্য্যাদা রক্ষার্থে সন্ন্যাস গ্রহণের অভিনয় করিয়াছিলেন। বেদের বর্ণন সত্য করিতে ও বিপ্রলম্ভরসের উৎকর্ষ শিক্ষক মহাপ্রভু 'পরমাত্ম নিষ্ঠামাত্র বেষধারণ' কিন্তু মুকুন্দ সেবার মহোৎকর্ষ আচরণ করিয়া শিক্ষা দিতে বিপ্রলম্ভ ভাবের উদ্দীপক, সহায়ক ও অনুকূল বিচারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সংসার ত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। সঙ্গে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু গদাধর প্রভু মুকুন্দ দত্ত, চন্দ্রশেখর আচার্য্য ও ব্রহ্মানন্দ কাটোয়া পর্য্যন্ত গমন করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে নিত্যানন্দ প্রভু, চন্দ্রশেখর আচার্য্য ও মুকুন্দ দত্ত সন্ন্যাস সেবায় সহায়তা করিয়াছিলেন। শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে সান্ত্বনা দিতে চন্দ্রশেখর আচার্য্যকে সন্ন্যাসান্তে নবদ্বীপ পাঠান। শুদ্ধ অনুরাগমার্গের মূল আশ্রয় বিগ্রহ শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শান্ত রসোচিত বৈরাগ্য প্রধান সন্ন্যাস লীলায় রসাভাস বিচারে

তাঁহার সন্ন্যাস লীলার-সেবার বিষয় অধিক বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস সাধারণ শান্তরসোচিত মাত্র বিষয়-বৈরাগ্যদ্যোতক নহে। তাহা প্রবল বিপ্রলম্ভ রস পোষক বিরহোদ্দীপক হওয়ায় শ্রীবার্ষভানবীর অবতার শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু নীলাচলে প্রভুর বিরহ রসোৎকর্ষ বৰ্দ্ধনকারী মহামাধুর্য্যচমৎকারিতার সেবা সাধনে তৎপর ছিলেন।

সর্ব্বশিক্ষাগুরু শ্রীগৌরচন্দ্র তাঁহার বাৎসল্য রসাশ্রিত যিনি শ্রীকৃষ্ণলীলায় সান্দীপনী মুনি ছিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকৃপায় রসাধিক্য চমৎকারিতার আস্বাদনার্থে শ্রীনবদ্বীপের শ্রীগৌরলীলায় বিপ্রলম্ভাবতারীর বিপ্রলম্ভাধিক্য রসচমৎকারিত্বাস্বাদনার্থ কাটোয়ায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে কৃপা করিতে শ্রীগৌরহরি প্রথমে তাঁহাকে কৌশলে সন্ন্যাস মন্ত্রপ্রদান করিয়া তন্মুখে কীর্ত্তন করাইয়া জগতে শ্রীগুরুকরণের অত্যাবশ্যকীয়তা শিক্ষা প্রদান করেন। শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ, যিনি মধুররসাচার্য্য ছিলেন ও শ্রীকেশব ভারতী বাৎসল্যরসের উভয়েই মহাপ্রভুর আশ্রয়ালম্বন। কেহ কেহ উহাদিগকে মহাপ্রভুর গুরু পদবীতে প্রকাশ করিতে চাহেন। কিন্তু শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাঁহাদিগকে "চোদ্দ ভুবনের গুরু চৈতন্য গোসাঞি। তাঁর গুরু—ঈশ্বর পুরী (কেশব ভারতী), কোন শাস্ত্রে নাই॥" তাঁহারা মহাপ্রভুর কৃপাপাত্ররূপেই শ্রীঈশ্বরপুরী ও শ্রীকেশব ভারতীকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু মহাবদান্য লীলা সর্ব্বত্র বিস্তার কল্পে নবদ্বীপের সন্নিকটবর্ত্তী অন্য রসাবিষ্ট অন্য জীবগণকে শ্রীমন্নিত্যানন্দাদির দ্বারা উদ্ধার ও প্রেম বৈশিষ্ট্য প্রদানোদ্দেশ্যে সর্ব্ব অন্তরঙ্গ পার্ষদ তথা শ্রীশচীমাতাকে নিজতত্ত্ব ও অভীষ্ট প্রকাশে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক চতুর্ব্বিংশতি ভৌম সৌর-বর্ষ-কালান্তে মাঘ মাসে সন্ন্যাস গ্রহণ লীলা প্রকাশ করিলেন।

বৈকুণ্ঠ-প্রেকোষ্ঠে শ্রীগৌরলীলায় মহাপ্রভু সন্ন্যাস লীলা এত পরমোপাদেয়রূপে প্রকাশিত নাই। তথায় লীলার নিত্যত্ব জন্য সন্ন্যাসের ভাবোদ্দীপকরূপ ভাব মাত্র বর্ত্তমান। কিন্তু বিপ্রলম্ভ রস-মাধুর্য্যের আস্বাদক ও প্রচারক শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই ভৌমলীলায় বিপ্রলম্ভ-রস-মাধুর্য্যের চমৎকারিতার পরকাষ্ঠা প্রকাশার্থ নিজে বিরহোন্মাদে ব্যাকুল হইয়া ও ভক্তগণকে বিরহোন্মাদের তীব্র ব্যাকুলতায় কৃষ্ণাকর্ষণী মহাশক্তি প্রকট করিয়া এই সন্ন্যাস লীলার বৈশিষ্ট্য প্রবলতররূপে প্রকাশ করিয়াছেন। এই লীলা শ্রবণকারীর পাষাণহৃদয় পর্য্যন্তও বিগলিত হইয়া আকর্ষণীর পরম তীব্রতম উৎকণ্ঠার উদয় করাইয়া শ্রীগৌরহরির পাদপদ্মে আকৃষ্ট করে। অতএব ভৌম গৌরলীলার এই সন্ন্যাস-গ্রহণটী একটী মহাবৈশিষ্ট্য রচিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর মহাবদান্য লীলারত্নের একটী মহামুল্য মহারত্নরূপে এই ভৌম-সন্ন্যাস-লীলা গৌরহরির বৈশিষ্ট্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই পর্য্যন্ত বলিতেই নিশি শেষ হইল। তখন গৌর-কথা-শ্রবণ-প্রমত্ত শ্বেতদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণের সহজ সমাধি ভঙ্গ

করিলেন শ্রীগৌরধামস্থ পক্ষীগণের কলরবে। সকলেই বুঝিলেন—নিশি শেষ হইয়াছে। তখন সকলে জয় শ্রীশচী-নন্দর গৌরহরি বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া শ্রীশচীর অঙ্গণের ধূলিতে শ্রীঅঙ্গ ভূষিত করিয়া উঠিলেন। সকলে সকাতরে সন্নির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে নিবেদন জ্ঞাপন করিলেন যে,—“শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর যে অপূর্ব্ব শ্রীগৌরহরির ভৌমলীলামৃত পান করাইয়া আমা-দিগকে কৃতার্থ করাইতেছেন সেই অপূর্ব্ব লীলামৃত বিতরণে আমাদিগকে কৃতার্থ করিতে প্রত্যহ এই সময় সমাগত আমাদিগকে বঞ্চিত করিবেন না। পুনরায় শ্রীশচীর অঙ্গণে আমরা যেন পুনরায় আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত অপূর্ব্ব লীলামৃত পান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।” এই বলিয়া সকলে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদও দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। সকলেই স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদও শ্রীভক্তিবিজয়ভবনে আসিয়া শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই মঙ্গলারত্রিকের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

ইতি শ্রীগৌর হরির অত্যদ্ভুতচমৎকারি ভৌমলীলামৃতের জন্মাদ্য সন্ন্যান্ত শ্রীনবদ্বীপ বিলাস সমাপ্ত।